বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা বৃহস্পতিবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-৩২৩ ॥ ১৩ মার্চ ২০২৫ ॥ ২৮ ফাল্গুন ১৪৩১ বাংলা ॥ ১২ রমজান ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

মাগুরার সেই শিশুটির অবস্থার আরও অবনতি হয়েছে: প্রেস সচিব

স্টাফ রিপোর্টার : মাগুরায় বোনের বাড়িতে বেড়াতে এসে ধর্ষণের শিকার ৮ বছরের সেই শিশুটির শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। বুধবার (১২ মার্চ) রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি এ কথা জানান।

গণজাগরণ মঞ্চের কতিপয় নেতাকর্মীর আবির্ভাব বরদাস্ত করা যায় না: ইশরাক হোসেন

স্টাফ রিপোর্টার : কুখ্যাত গণজাগরণ মঞ্চের (শাহবাগী) কতিপয় নেতাকর্মীর আবির্ভাব কোনোভাবেই বরদাস্ত করা যায় না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির আন্তর্জাতিকবিষয়ক কমিটির সদস্য ইঞ্জিনিয়ার ইশরাক হোসেন। বুধবার (১২ মার্চ) বেলা ১১টার দিকে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এক স্ট্যাটাসের মাধ্যমে তিনি এ মন্তব্য করেন।

ইসি যা করছে তা কাম্য নয়: বদিউল আলম

স্টাফ রিপোর্টার : নতুন দলের নিবন্ধনে গণবিজ্ঞপ্তিসহ বেশি কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। ইসির দাবি, ডিসেম্বরে নির্বাচন করতে হলে, জুন-জুলাইয়ে সব কাজ শেষ করতে হবে। তবে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন বলছে, সংস্কার প্রক্রিয়ার মধ্যে এসব উদ্যোগ কাম্য নয়। কারণ এটার একটা সংস্কার প্রক্রিয়া চলছে।

রোহিঙ্গাদের নিয়ে আইসিজে মামলায় আমরা সফল হতে চাই : প্রধান উপদেষ্টা

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের সাথে বুধবার ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় বাংলাদেশে গাম্বিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মামাদুয়া টাঙ্গারা সাক্ষাৎ করেন। -পিআইডি

স্টাফ রিপোর্টার : ২০১৭ সালের আগস্টে রাখাইনে রোহিঙ্গাদের ওপর মিয়ানমার সেনাবাহিনীর হত্যা, ধর্ষণ ও অগ্নিসংযোগের মুখে প্রায় সাড়ে কয়েক লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে পালিয়ে আসে। সেই নৃশংসতাকে গণহত্যা আখ্যা দিয়ে ২০১৯ সালের ১১ই নভেম্বর আইসিজেতে মামলা দায়ের করে আফ্রিকার মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ গাম্বিয়া। সেই মামলার সফল হওয়ার জন্য গাম্বিয়ার পাশের থাকার প্রতিশ্রুতি দিলেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। বুধবার (১২ মার্চ) গাম্বিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মামাদু তাঙ্গারা ঢাকার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টার সাক্ষাৎ করতে আসলে তিনি এ প্রতিশ্রুতি দেন। গাম্বিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রধান উপদেষ্টাকে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে তার দেশের দায়ের করা গণহত্যা মামলা সম্পর্কে অবহিত করে বলেন, এই মামলাটি নিপীড়িত রোহিঙ্গা মুসলমানদের জন্য ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে এবং চলমান রয়েছে। তাঙ্গারা বলেন, আমি আপনাদের নিশ্চিত করতে পারি যে, গাম্বিয়ার রাষ্ট্রপতি এই বিষয়টি সমর্থন করছেন এবং বিষয়টি নজরে রাখছেন। আমরা এটিকে পুনরায় আলোচনায় আনতে চাই। তিনি আরও বলেন, গাম্বিয়ার রাষ্ট্রপতি এবং গাম্বিয়ার জনগণের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। রোহিঙ্গা জনগণের স্বার্থে কাজ করার জন্য এবং মামলার সফল নিষ্পত্তির জন্য আফ্রিকান দেশটির অবিচল প্রতিশ্রুতি এবং অব্যাহত ২-এর পাতায় দেখুন

এক লাখ রোহিঙ্গার সঙ্গে ইফতার করবেন প্রধান উপদেষ্টা ও জাতিসংঘ মহাসচিব

স্টাফ রিপোর্টার : প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের আমন্ত্রণে চার দিনের সফরে আজ বৃহস্পতিবার (১৩ মার্চ) ঢাকায় আসছেন জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস। শুক্রবার (১৪ মার্চ) তিনি রোহিঙ্গা ক্যাম্পে যাবেন। প্রধান উপদেষ্টার ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি আবুল কালাম আজাদ মজুমদার জানিয়েছেন, জাতিসংঘ মহাসচিব ও প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে এক লাখ রোহিঙ্গা ইফতার করবেন বলে আমরা আশা করছি। ইফতার আয়োজন করা হচ্ছে প্রধান উপদেষ্টার সৌজন্যে। রোহিঙ্গাদের জন্য এটি একটি ইউনিক এক্সপেরিয়েন্স হবে। নানা দুঃখ কষ্টের মধ্যেও তারা ওই সময়টুকু কিছুটা স্বস্তি অনুভব করবেন বলে আশা করছি। বুধবার (১২ মার্চ) রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে এক ব্রিফিংয়ে তিনি এই তথ্য জানান। আবুল কালাম আজাদ মজুমদার জানান, জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস চার দিনের সফরে আগামীকাল ঢাকায় আসবেন। আগামী ১৬ মার্চ তিনি ফিরে যাবেন। এই চার দিন বাংলাদেশে অবস্থানকালে তার মূল কর্মসূচি দুই দিন, ১৪ ও ১৫ মার্চ। ২-এর পাতায় দেখুন

জাপানের ভাইস মিনিস্টারের সাথে প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিবের দ্বিপাক্ষিক বৈঠক

স্টাফ রিপোর্টার : প্রধান উপদেষ্টার মুখ্যসচিব এম সিরাজ উদ্দিন মিয়ার নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল আজ টোকিওতে জাপানের ভূমি, অবকাঠামো ও পরিবহন বিষয়ক ভাইস মিনিস্টার হিরোফুমি আমাকাওয়ার সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছেন। বৈঠকে বাংলাদেশে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ প্ল্যাটফর্মের আওতায় গৃহীত প্রকল্প, বিশেষ করে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের টার্মিনাল থ্রি প্রকল্পের অগ্রগতি এবং বাংলাদেশের রেলওয়ে ও সড়ক খাতে সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনা হয়। গতকাল বুধবার ঢাকায় এক সরকারি তথ্য বিবরণীতে এ কথা বলা হয়। বৈঠকে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়, শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল দ্রুততম সময়ে উন্মুক্ত করার জন্য টার্মিনালের কার্গো ও গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিংয়ের প্রস্তুতিমূলক কাজ এগিয়ে চলেছে। মুখ্যসচিব বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সহযোগিতার আশ্বাস দেন। সাক্ষাৎকালে কমলাপুর মাল্টি-মোডাল ২-এর পাতায় দেখুন

রমজান বিষয়ক ফতোয়া

ফতোয়া (১২)

স্টাফ রিপোর্টার : ফজরের ওয়াক্তের পূর্বে হায়েজ বা নিফাস থেকে পবিত্র হয়ে ফজরের ওয়াক্তের পর গোসল করার বিধান যার হায়েজ সুবহে-সাদেকের পূর্বে বন্ধ হয়েছে কিন্তু গোসল করেছে ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পর তা সিয়াম সহীহ হবে। মূল কথা হল মহিলার নিশ্চিত হতে হবে যে সে হায়েজ থেকে মুক্ত হয়েছে। দেখা যায় অনেক মহিলা মনে করে যে তার হায়েজ বন্ধ হয়েছে অথচ তা বন্ধ হয়নি। তাই তো সাহাবায়ে কিরামের যুগে অনেক মহিলা আয়েশা (রা:) এর কাছে কাপড়ের টুকরা নিয়ে এসে তাকে ২-এর পাতায় দেখুন

এমবিবিএস-বিডিএস ডিগ্রি ছাড়া কেউ নামের আগে ‘ডাক্তার’ লিখতে পারবে না: হাইকোর্টের রায়

স্টাফ রিপোর্টার : এমবিবিএস-বিডিএস ডিগ্রিধারী ছাড়া কেউ নামের আগে ডাক্তার পদবি লিখতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন হাইকোর্ট। বুধবার (১২ মার্চ) বিচারপতি রাজিক আল জলিল ও বিচারপতি সাথিকা হোসেনের হাইকোর্ট বেঞ্চ এ রায় দেন। রায়ে হাইকোর্ট বলেছেন, এমবিবিএস ও বিডিএস ডিগ্রি ছাড়া আজ পর্যন্ত যারা নামের আগে ডাক্তার পদবি ব্যবহার করেছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে না। তবে বৃহস্পতিবার (১৩ মার্চ) থেকে আইন ভঙ্গ করে ডাক্তার পদবি ব্যবহার করলে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। রায়কে স্বাগত জানিয়ে দ্রুত গেজেট প্রকাশের দাবি করেছেন আন্দোলনরত চিকিৎসকরা। তবে অন্য দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন তারা। এমবিবিএস ও বিডিএস ছাড়া কেউ ‘ডাক্তার’ লিখতে পারবে না- এমন দাবি তুলে দেশের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীরা

ক্লাস বর্জনসহ নানা কর্মসূচি পালন করছেন। তাদের দাবিতে সংহতি প্রকাশ করে কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন ইন্টার্ন চিকিৎসকরাও। পরে তাদের সঙ্গে যোগ দেয় পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ট্রেইনি চিকিৎসকরা। শিক্ষার্থী, ইন্টার্ন চিকিৎসক এবং চিকিৎসক পেশাজীবীদের ১৭ সংগঠন নিয়ে ‘সর্বস্তরের চিকিৎসক ও চিকিৎসা শিক্ষার্থীদের’ ব্যানারে এ ঐক্য গড়ে তোলা হয়েছে। এর অধীনে মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজের শিক্ষার্থীরা ক্লাস বর্জন আর ইন্টার্নরা প্রতিদিন তিন ঘণ্টা করে কর্মবিরতি পালন করছেন। চিকিৎসকদের ৫ দফা দাবি ১. এমবিবিএস/ বিডিএস ডিগ্রিধারী ছাড়া অন্য কেউ নামের আগে ‘ডাক্তার’ পদবি ব্যবহার করতে পারবে না। ২. ‘রেজিস্টার্ড চিকিৎসক (এমবিবিএস /বিডিএস) ছাড়া অন্য কেউ স্বাধীনভাবে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করতে পারবে না’ এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করতে হবে। ৩. আগামী ৭ কর্মদিবসের মধ্যে ২-এর পাতায় দেখুন

ওআইসিভুক্ত মিশন প্রধানদের কাছে ভোটের প্রস্তুতি তুলে ধরবেন সিইসি

স্টাফ রিপোর্টার : ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা (ওআইসি) ভুক্ত দেশগুলোর বাংলাদেশ মিশন প্রধানদের কাছে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি তুলে ধরবেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এএমএম নাসির উদ্দিন। এজন্য আগামী ১৭ মার্চ তাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। সংস্থাটির জনসংযোগ পরিচালক মো. শরিফুল আলম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, আগামী ১৭ মার্চ নির্বাচন ভবনের সভাকক্ষে বেলা ১১টায় বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হবে। এতে ওআইসিভুক্ত দেশগুলোর বাংলাদেশ মিশন প্রধানদের ব্রিফ করবেন কমিশন। এর আগে যেমন ইউরোপীয় ইউনিয়নকে ব্রিফ করা হয়েছিল। এটাও তেমনি একটি প্রোগ্রাম। এতে সভাপতিত্ব করবেন সিইসি। জানা গেছে, ত্রয়োদশ ২-এর পাতায় দেখুন

শিল্পপতি মঞ্জুর এলাহীর মৃত্যুতে প্রধান উপদেষ্টার শোক

স্টাফ রিপোর্টার : বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা সৈয়দ মঞ্জুর এলাহীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। বুধবার (১২ মার্চ) এক শোকবার্তায় প্রধান উপদেষ্টা বলেন, সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী বাংলাদেশের উদ্যোক্তা জগতে এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। তিনি একজন দেশপ্রেমিক ব্যবসায়ী ছিলেন। দেশের চামড়া শিল্পকে এগিয়ে নিতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তার একান্ত পরিশ্রমে অ্যাপেক্স ফুটওয়্যার দেশের শীর্ষস্থানীয় জুতা রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠে। ১৯৯৬ সালে তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারে সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী যোগাযোগ, নৌপরিবহণ, বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন, ডাক ও টেলিযোগাযোগ এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া ২০০১ সালে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারে কৃষি, নৌপরিবহণ, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা হিসেবেও ২-এর পাতায় দেখুন

১৮ এপ্রিলের মধ্যে হজযাত্রী প্রতিস্থাপন শেষ করতে হবে

স্টাফ রিপোর্টার : আগামী ১৮ এপ্রিলের মধ্যে বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রী প্রতিস্থাপন কার্যক্রম শেষ করতে হবে। ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে এ বিষয়ে হজ এজেন্সিগুলোর মালিকদের কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছে। চিঠিতে বলা হয়েছে, চলতি হজ মৌসুমে নিবন্ধিত কোনো হজযাত্রী গুরুতর অসুস্থতা বা মৃত্যুজনিত কারণে হজে গমনে অপারগ হলে সংশ্লিষ্ট এজেন্সি ‘হজ ও ওমরা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২২’ এর বিধি ১৩ অনুযায়ী হজযাত্রী প্রতিস্থাপন করতে পারবে। তবে হজযাত্রীকে না জানিয়ে বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রতিস্থাপনের কোনো অভিযোগ পাওয়া গেলে হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা আইন অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিস্থাপন কার্যক্রম আগামী ১৮ এপ্রিলের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে এবং এ বিষয়ে হজ পরিচালককে ২-এর পাতায় দেখুন

যায়যায়দিন পত্রিকার ‘ডিক্লারেশন’ বাতিল

স্টাফ রিপোর্টার : দৈনিক যায়যায়দিন পত্রিকার ‘ডিক্লারেশন’ বাতিল করেছে সরকার। বুধবার ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলা প্রশাসক তানভীর আহমেদের সই করা অফিস আদেশে এ তথ্য জানা যায়। জানা গেছে, দৈনিক যায়যায়দিন পত্রিকাটি প্রকাশের জন্য যে অনুমোদিত প্রেস রয়েছে সেখান থেকে ছাপা হচ্ছে না। কিন্তু প্রিন্টার্স লাইনে মিথ্যা তথ্য দেওয়া হচ্ছে মর্মে অভিযোগ জানিয়েছেন পত্রিকাটির সাবেক সম্পাদক শফিক রেহমান। এর পরিপ্রেক্ষিতে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়াসহ প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নেওয়ার পর এবং অভিযোগের সত্যতা পাওয়ায় পত্রিকাটি মুদ্রণের ডিক্লারেশন বা ঘোষণাপত্র বাতিল করা হয়েছে। আদেশ অনুযায়ী, দৈনিক যায়যায়দিন পত্রিকা প্রকাশে ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ঘোষণা ও নিবন্ধীকরণ) আইন, ১৯৭৩ এর ১০ ধারার লঙ্ঘন হয়েছে। এ কারণে ২-এর পাতায় দেখুন

ওয়াসার পানি নাই ১৫ দিন ধরে। পানির জন্য এলাকাবাসীর দুর্ভোগ। ছবিটি বুধবার চট্টগ্রামের দক্ষিণ পাহাড়তলি ঝর্নাপাড়া জামে মসজিদি এলাকা থেকো তোলা।

ওবায়দুল কাদেরের কললিস্টে নায়িকা-নেত্রীদের তালিকা ভাইরাল

স্টাফ রিপোর্টার : বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বে সংঘটিত গণ-অভ্যুত্থানের মুখে গত ৫ আগস্ট পতন ঘটে আওয়ামী লীগ সরকারের। শেখ হাসিনার ভারতে আশ্রয় নেওয়ার পর গা ঢাকা দিয়েছেন দলটির বেশিরভাগ বড় নেতা। তাদের মধ্যে অন্যতম আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সাবেক সড়ক যোগাযোগ ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। ক্ষমতায় থাকাকালীন বিলাসী ও সৌখিন এ নেতার সঙ্গে বিভিন্ন নায়িকা ও মডেলের ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া ছিল নিয়মিত ঘটনা। অনেক নায়িকার সঙ্গেই তার ঘনিষ্ঠতা নিয়ে ব্যাপক গুঞ্জন ছিল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। অবশ্য, প্রকাশ্যে সেগুলো নিয়ে কেউ কথা বলতে সাহস করতো না। কিন্তু, ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকেই ২-এর পাতায় দেখুন

সাবেক প্রতিমন্ত্রী ওমরের ৪৫০ কোটি টাকার সন্দেহজনক লেনদেন

স্টাফ রিপোর্টার : ১৬ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জন ও ৪৫০ কোটি টাকার সন্দেহজনক লেনদেনের অভিযোগে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সাবেক প্রতিমন্ত্রী মো. ওমর ফারুক চৌধুরী এবং তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে পৃথক দুইটি মামলা দায়ের করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। এছাড়া একই অভিযোগে গোদাগাড়ি উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান মো. জাহাঙ্গীর আলম ও তানোর উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান মো. লুৎফর হায়দার রশীদের নামে পৃথক দুটি মামলা করেছে দুদক। বুধবার (১২ মার্চ) সংস্থাটির মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। দুদকের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ জিন্নাতুল ইসলাম বাদী হয়ে সংস্থাটির সমন্বিত জেলা কার্যালয় ঢাকা-১ মামলা চারটি দায়ের করেছেন। প্রথম মামলায় সাবেক মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ১৩ কোটি ৬১ লাখ ১২ হাজার ৫৩৩ টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন ও ৫৭ ব্যাংক হিসাবে ৪৪৫ কোটি ২৩ লাখ ৭৪ হাজার ৩৯ টাকার অস্বাভাবিক লেনদেনের অভিযোগ আনা হয়েছে।

এ অভিযোগে তাকে আসামি করে মামলা দায়ের করা হয়েছে। অন্যদিকে, দ্বিতীয় মামলায় ওমর ফারুক চৌধুরীর স্ত্রীর নিগার সুলতানা চৌধুরীর নামে ২ কোটি ২৩ লাখ ৭৭ হাজার ৬৮৯ টাকার সম্পদ অর্জনের অভিযোগ আনা হয়েছে। এছাড়া নিজ নামীয় ১১টি ব্যাংক হিসাবে মোট ৪ কোটি ৩৫ লাখ ১০ হাজার ৮৪৩ টাকার সন্দেহজনক লেনদেন করার প্রমাণ মিলেছে। সন্দেহজনক লেনদেনের মাধ্যমে মানিলন্ডারিংয়ের সম্পৃক্ত অপরাধ হস্তান্তর রূপান্তর ও স্থানান্তরপূর্বক আয়ের উৎস আড়াল করেছেন। যে কারণে দ্বিতীয় মামলায় স্বামী ও স্ত্রী দুইজনকেই আসামি করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪-এর ২৭(১) ধারা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন ১৯৪৭ এর ৫(২) ধারা তৎসহ মানিলন্ডারিং আইন ২০১২ এর ৪(২) ও ৪(৩) ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে। তৃতীয় মামলায় আসামি হয়েছেন রাজশাহীর গোদাগাড়ি উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান মো. জাহাঙ্গীর আলম। তার বিরুদ্ধে ১ কোটি ১১ ২-এর পাতায় দেখুন

হাবীবুল্লাহ বাহার কলেজের সাবেক উপাধ্যক্ষকে হত্যার নেপথ্যে কী

স্টাফ রিপোর্টার : টাকা-পয়সা রাখার ব্যাগ হারিয়ে কমলাপুর রেলস্টেশনে অসহায় অবস্থায় পড়েন এক দম্পতি। তাদের দুজনেরই বয়স ২৫ বছরের কম। তাদের অসহায়ত্ব দেখে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন হাবীবুল্লাহ বাহার কলেজের সাবেক উপাধ্যক্ষ মোহাম্মদ সাইফুর রহমান ভূঁইয়া। বাসায় চাকরি দেওয়ার কথা বলে তাদের নিয়ে যান রাজধানীর উত্তরখানের ভাড়া বাসায়। তবে সাইফুর রহমান ওই নারীকে ধর্ষণের চেষ্টা করেন। বুধবার (১২ মার্চ) দুপুরে মিন্টো রোডের ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন ২-এর পাতায় দেখুন

ডিএমপির গণবিজ্ঞপ্তি

অনুমতি ছাড়া সড়ক কাটাকাটি খোঁড়াখুঁড়ি করলে ব্যবস্থা

স্টাফ রিপোর্টার : অনুমতি ছাড়া ঢাকার কোনো রাস্তা কাটাকাটি ও খোঁড়াখুঁড়ির কাজ করা যাবে না বলে জানিয়েছে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) সদর দপ্তর। ডিএমপির সম্মতি ছাড়া যদি কোনো প্রতিষ্ঠান রাস্তা কাটাকাটি, খোঁড়াখুঁড়ির শর্ত ভঙ্গ করে ঢাকায় যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন ঘটায়, তাহলে সংশ্লিষ্ট কাজ বন্ধ করাসহ ঠিকাদার ও সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছে ডিএমপি। বুধবার (১২ মার্চ) ডিএমপি কমিশনার শেখ

মো. সাজ্জাত আলী স্বাক্ষরিত এক গণবিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। গণবিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ঢাকা মহানগরীর রাস্তায় খোঁড়াখুঁড়ি করে বিভিন্ন কাজ দিনের পরিবর্তে রাতে সঠিকভাবে দ্রুত সম্পাদনে কিছু পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ঢাকা মহানগরীতে প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়, কিছু কিছু সংস্থা/ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান দিনের বেলা বিভিন্ন ইউটিলিটি সার্ভিসের কাজের জন্য রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি করে থাকে, যা পুনঃমেরামত করতে অনেক সময় ৭/৮ মাস লেগে ২-এর পাতায় দেখুন

পাকিস্তানে ট্রেনে জিম্মিদশা নিরাপত্তা অভিযানে ২৭ সন্ত্রাসী নিহত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : পাকিস্তানের বেলুচিস্তানের ট্রেনে জিম্মিদশা থেকে দেড় শতাধিক যাত্রীকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া এখন পর্যন্ত ২৭ সন্ত্রাসী নিহত হয়েছে। বেলুচিস্তানের দুর্গম অঞ্চলে স্থানীয় সময় মঙ্গলবার জাফর এক্সপ্রেসে সন্ত্রাসীরা হামলা চালায়। সে সময় ট্রেনের চার শতাধিক যাত্রীকে জিম্মি করা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নিরাপত্তাকর্মীও ছিলেন। কোয়েটা থেকে পেশোয়ারের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাওয়া যাত্রীবাহী ট্রেনে নজিরবিহীন এই হামলার ঘটনা ঘটে। ডনের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। নিরাপত্তা বাহিনী জানিয়েছে, ট্রেনটি থেকে ২-এর পাতায় দেখুন

শাপলা চত্বরে গণহত্যা মামলায় হাসিনাসহ ৯ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

স্টাফ রিপোর্টার : ১১ বছর আগে রাজধানীর মতিঝিলের শাপলা চত্বরে গণহত্যা অভিযোগে হেফাজতে ইসলামের দায়ের করা মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ৯ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। এ ছাড়াও অন্য মামলায় কারাগারে থাকায় সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামসুল হক টুকু, সাবেক আইজিপি শহিদুল হক, সাবেক সেনা কর্মকর্তা জিয়াউল আহসান, সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা মোল্লা ২-এর পাতায় দেখুন

বেক্সিমকো গ্রুপে তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগের আদেশ বাতিল

স্টাফ রিপোর্টার : সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগবিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানের বেক্সিমকো গ্রুপের ১৬৯ প্রতিষ্ঠানে তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগের আদেশ বাতিল করেছেন হাইকোর্ট। এখন নিজস্ব তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠান চালাতে পারবে অন্যতম শিল্প গ্রুপটি। বুধবার (১২ মার্চ) বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি দেবাশীষ রায়ের হাইকোর্ট বেঞ্চ এ রায় দেন। তবে গ্রুপটির কার্যক্রম পর্যবেক্ষণে রাখতে বলা হয়েছে নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে। বাংলাদেশ ব্যাংকের আইনজীবী ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস জানান, বেক্সিমকো গ্রুপের ১৬৯ প্রতিষ্ঠানে তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগের আদেশ বাতিল করেছেন ২-এর পাতায় দেখুন

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা বৃহস্পতিবার ॥ ১৩ মার্চ ২০২৫ ॥ ২৮ ফাল্গুন ১৪৩১ বাংলা

দেশের পাশাপাশি বিদেশেও বড় হচ্ছে বাংলাদেশি সেমাইয়ের বাজার

রপ্তানি হচ্ছে ৪০ দেশে

দেশ-বিদেশ মিলিয়ে পণ্যটির বাজার এখন হাজার কোটি টাকা ছুঁই ছুঁই

স্টাফ রিপোর্টার : বিশ্বের বিভিন্ন দেশে থাকা প্রবাসীরা ঈদে বাংলাদেশি সেমাই খেতে পছন্দ করেন। ভারত-পাকিস্তানের প্রবাসীদের কাছেও রয়েছে চাহিদা। দেশের পাশাপাশি তাই ক্রমে বড় হচ্ছে বিদেশের বাজার। বাংলাদেশি বিভিন্ন ব্র্যান্ডের সেমাই এখন বিশ্বের ৪০টি দেশে রপ্তানি হচ্ছে। ওইসব দেশেও এখন উৎসব ও অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক পণ্যের শীর্ষে বাংলাদেশি সেমাই। দেশে প্রতি বছর সেমাইয়ের চাহিদা বাড়ছে প্রায় ৫ থেকে ১০ শতাংশ হারে। দেশ-বিদেশের এ বাড়বাড়ন্ত বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে দেশি করপোরেট কোম্পানিগুলো। এখন আগের মতো আর খোলা সেমাইয়ের বাজার নেই। আগে বেকারিতে বানানো খোলা সেমাইয়ের বাজার বড় থাকলেও এখন সেটা ব্র্যান্ডের দখলে চলে গেছে। দেশের সেমাই উৎপাদনকারী ও বাজারজাতকারীদের সঙ্গে কথা বলে এসব তথ্য জানা যায়। দেশে সারা বছর বিভিন্ন অনুষ্ঠান কেন্দ্র করে সেমাই বিক্রি হয়। তবে সেমাইয়ের চাহিদা সবচেয়ে বেশি থাকে দুই ঈদের সময়। এখন ঈদের আগে দেশের পাশাপাশি বিদেশেও সেমাইয়ের বিক্রি বেড়েছে। তথ্য বলছে, দেশে বছরে সেমাইয়ের চাহিদা ৪০ থেকে ৪৫ হাজার টন। দেশে ৪০টির বেশি কোম্পানি রয়েছে, যারা তাদের উৎপাদিত সেমাই মোড়কজাত করে বিক্রি করে। এসব কোম্পানির বাইরে অনেক মৌসুমি প্রতিষ্ঠান উৎসবকেন্দ্রিক খোলা ও মোড়কজাত সেমাই উৎপাদন করে। তবে এ বাজারে এখন নেতৃত্ব দিচ্ছে বড় বড় কোম্পানি। যারা রপ্তানিতেও বড় সাফল্য দেখিয়েছে গত কয়েক বছর। খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনে চাহিদা বছরজুড়ে : খাত সংশ্লিষ্টরা বলছেন, গত এক দশকে চিত্র কিছুটা বদলেছে। সেমাই এখন পরিণত হয়েছে অনেকের নিত্যনৈমিত্তিক খাবারেও। উৎসব-পার্বণ ছাড়াও থাকে চাহিদা। এ অল্প সময়ের মধ্যে সেমাইয়ের বাজারেও এসেছে একটি বড় পরিবর্তন। আগে বাজারে সনাতন পদ্ধতিতে তৈরি খোলা সেমাইয়ের প্রাধান্য থাকলেও এখন বিভিন্ন ব্র্যান্ডের মোড়কজাত সেমাই বেশি বেচাকেনা হতে দেখা যায়। বিদেশে রপ্তানিও দ্রুত বাড়ছে। দেশ-বিদেশ মিলিয়ে পণ্যটির বাজার এখন হাজার কোটি টাকা ছুঁই ছুঁই। স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজের প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা (সিওও) পারভেজ সাইফুল ইসলাম বলেন, 'দিন দিন বাজারে সেমাইয়ের চাহিদা বাড়ছে। বাড়ছে রপ্তানিও। প্রতি বছর প্রায় ১০ শতাংশের বেশি প্রবৃদ্ধি হচ্ছে।' মোড়কজাত সেমাই উৎপাদনকারী কোম্পানিগুলোর সংগঠন বাংলাদেশ অটো বিস্কুট অ্যান্ড ৭-এর পাতায় দেখুন

স্বর্ণের দোকানে বাড়ছে চুরি-ডাকাতি, নিরাপত্তা চায় বাজুস

স্টাফ রিপোর্টার : সম্প্রতি সারা দেশে জুয়েলারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই ও ব্যবসায়ীদের ওপর সরাসরি আক্রমণের ঘটনা বেড়েছে। এসব অপরাধ সংঘটনের সময় সন্ত্রাসীদের হাতে জুয়েলারি ব্যবসায়ী খুন ও হত্যাচেষ্টার ঘটনাও বাড়ছে। এমন পরিস্থিতিতে জান-মালের নিরাপত্তা প্রদানে সরকারের সহায়তা চেয়েছেন উদ্বিগ্ন জুয়েলারি ব্যবসায়ী-রা। বুধবার (১২ মার্চ) গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এই দাবি করেছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন-বাজুস। সম্প্রতি জুয়েলারি ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান ঘিরে সংঘটিত অপরাধ ও অপরাধীদের দমনে বর্তমান সরকারের নেওয়া কার্যকর উদ্যোগের জন্য কৃজ্ঞতাও প্রকাশ বাজুস। গণমাধ্যমের তথ্য পর্যালোচনা করে সংগঠনটি বলছে, সাম্প্রতিক সময়ে চুরি, ডাকাতি ও ছিনতাই এর ঘটনা উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। চোর ও ডাকাত চক্রের মূল লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে জুয়েলারি প্রতিষ্ঠানগুলো। পরিসংখ্যানে দেখা যায় গত ৮ মাসে রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে ১৭টি প্রতিষ্ঠানে চুরি ও ডাকাতি সংঘটিত হয়েছে। যাতে ক্ষতি হয়েছে প্রায় ৪০ কোটি টাকা। এই ঘটনায় নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে জুয়েলারি প্রতিষ্ঠানগুলো। এ প্রসঙ্গে বাজুসের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি গুলজার আহমেদ বলেন, জুয়েলারি প্রতিষ্ঠানের ওপর বারবার টার্গেট করা হচ্ছে। এই সব ঘটনায় আতঙ্ক বিরাজ করছে ব্যবসায়ীদের মাঝে। এই পরিস্থিতিতে জুয়েলারি ব্যবসায়ীরা চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। এই পরিস্থিতি দ্রুত উন্নতির জন্য স্বরাষ্ট্র ৭-এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশ কারও তালুকদারি নয়: মির্জা আব্বাস

স্টাফ রিপোর্টার : 'বাংলাদেশ কারেও তালুকদারি নয়' বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস। বুধবার (১২ মার্চ) দুপুরে শাহজাহানপুর বিএনপির এক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় নির্বাচন বিলম্ব নিয়ে কয়েকটি রাজনৈতিক দলকে ইঙ্গিত করে তিনি এই হুঁশিয়ারি দেন। মির্জা আব্বাস বলেন, 'আমরা বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছি গণতন্ত্রের জন্য, কথা বলার জন্য, ভোটের অধিকারের জন্য। আজকে যখন ভোটের সময়ে আসছে, এখন বলেন এটা না করলে ভোট হবে না, ওটা না করলে ভোট হবে ন্য কেন রে ভাই কেন ' তিনি বলেন, 'আওয়ামী লীগ তো দেশটাকে বাপের তালুকদারি ভেবেছিলড়ার কারণে যা খুশি তাই হয়েছে। আপনারাও কি তা-ই ভাবেন? এই বাংলাদেশ কারও তালুকদারি নয়। এই বাংলাদেশ জনগণের। সুতরাং, কথাবার্তা বলার সময়ে হিসাব করে বলবেন। যাতে আমাদের বেহিসাবি কথা বলতে না হয়।'মির্জা আব্বাস বলেন, 'অনেকের ভেতরে কিছু লোভী রাজনীতিবিদ আছেন, কিছু লোভী রাজনৈতিক দল আছে, যারা শুধু বিরোধিতার কারণে বিরোধিতা করে। কায্র্কর কোনও বিরোধিতা নয়। এই দলগুলো পাকিস্তান সৃষ্টির লগ্ন থেকে, ভারত বিভক্তি থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত শুধু বিরোধিতাই করে গেলো। দেশপ্রেমের লেশমাত্র তাদের ভেতরে নাই। তারা দেশকে ভালোবাসে না, দেশের মানুষকে ভালোবাসে না।''তারা ভালোবাসে যেভাবে হোক ক্ষমতায় থাকতে হবে, যেভাবেই হোক ক্ষমতায় যেতে হবে। আমাদের তো আপত্তি নেইড়দেশের মানুষ যদি ভোটের মাধ্যমে আপনাদের ক্ষমতায় নেয়, আপত্তির কী আছে? ভোটে আসেন। ভোটকে ভয় পান কেন? নির্বাচনকে ভয় পান কেন?'নির্বাচনের বিরোধিতাকারী রাজনৈতিক দলগুলোর নাম উল্লেখ না করে তিনি বলেন, 'যারা লম্বা লম্বা কথা বলেন আজকে নির্বাচন করতে দেওয়া হবে না, তারা বুকে হাত দিয়ে বলেনড়এই জুলাই-আগস্টের আন্দোলনে আপনাদের ক'জন নেতাকর্মী শাহাদাতবরণ করেছেন? বিএনপির ৪২২ জন নেতাকর্মী শাহাদাতবরণ করেছেন, শহীদ হয়েছেন এক মাসে। আপনাদের কয়জন হয়েছে?' রাজধানীর ঢাকা মহানগরের দক্ষিণ বিএনপির উদ্যোগে শাহজাহানপুর রেলওয়ে অফিসার্স ক্লাব মাঠে বিএনপির উদ্যোগে 'রাষ্ট্র কাঠামোর মেরামতের ৩১ দফা ও জনসম্পৃক্তি' শীর্ষক এই প্রশিক্ষণ কর্মশালা হয়। 'গণমাধ্যমের সমালোচনা' মির্জা আব্বাস বলেন, 'আমাদের সাংবাদিক ভাইয়েরা আজকাল অনেক দলের কথা পত্র-পত্রিকায় লেখে না, অনেক দলের খারাপ কথা লেখে না, ভালো কথা হয়তো লেখে দুই-একটা।' 'আর বিএনপির ভালো কথা লেখে না। খারাপ দুই-একটা লিখে দেয়।' তিনি বলেন, ৭-এর পাতায় দেখুন

সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ছেলে জ্যোতি ফের রিমান্ডে

স্টাফ রিপোর্টার : বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চলাকালে রাজধানীর রামপুরা থানার একটি হত্যাচেষ্টা মামলায় সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের ছেলে শাফি মুদ্দাসির খান জ্যোতির তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। বুধবার (১২ মার্চ) মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা আসামির পাঁচদিনের রিমান্ড চেয়ে ৭-এর পাতায় দেখুন

পুলিশের জন্য নেয়া হচ্ছে বিপুলসংখ্যক নতুন গাড়ি কেনার উদ্যোগ

স্টাফ রিপোর্টার : কৃচ্ছ্রতা সাধনকালেও পুলিশের জন্য সরকার বিপুলসংখ্যক গাড়ি কেনার উদ্যোগ নিয়েছে। পুলিশের জন্য ডাবল কেবিন পিকআপ, মাইক্রোবাস, ট্রাক, বাস, প্রিজনার্স ভ্যান, মোটরসাইকেল, রেকার, এপিসি এবং ডগ ভ্যান কেনা হচ্ছে। মোট ৪১৮টি গাড়ি কিনতে খরচ হচ্ছে ১৮৯ কোটি ৭১ লাখ ১৫ হাজার টাকা। তার মধ্যে পুলিশ সুপারদের জন্য জাপানের মিৎসুবিশি মোটরস কর্পোরেশনের বিলাসবহুল পাজেরো স্পোর্টস কিউএক্স মডেলের পাঁচটি গাড়ি কেনার সিদ্ধান্তর হয়েছে। রেজিস্ট্রেশন, ভ্যাট, ট্যাক্সসহ পাজেরো স্পোর্টস কিউএক্স মডেলের একেকটি এসইউভি (স্পোর্টস ইউটিলিটি ভেহিকল) কিনতে ১ কোটি ৬৯ লাখ ৩৫ হাজার টাকা খরচ পড়ছে। জাপানের মিৎসুবিশি মোটরস করপোরেশনের এ বিলাসবহুল গাড়ি অভিজাতদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয়তাও পেয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণাল সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, পুলিশ বাহিনীতে নতুন গাড়ি যুক্ত হলে টহল ও সার্বিক নিরাপত্তা কার্যক্রম পরিচালনা সহজ হবে। যদিও সরকারের কৃচ্ছ্রসাধনের কালে পুলিশ সুপারদের জন্য এতো বিলাসবহুল গাড়ি কেনার সিদ্ধান্তের সমালোচনাও হচ্ছে। যদিও গতবছর রাজনৈতিক পটপরিবর্তনকালে ব্যাপক জনরোষে ৪৬০টি থানা ও স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরবর্তীতে সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় থানাগুলোর কার্যক্রম স্বাভাবিক করে তোলার কাজ শুরু হলেও ৭-এর পাতায় দেখুন

শিক্ষার্থী হত্যা মামলায় সাবেক এমপি সোলাইমান সেলিম রিমান্ডে

স্টাফ রিপোর্টার : বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে রাজধানীর লালবাগ থানার শিক্ষার্থী শাহেনুর রহমান হত্যা মামলায় ঢাকা-৭ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য সোলায়মান সেলিমের তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছে আদালত। গতকাল বুধবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আওলাদ হোসাইন মুহাম্মদ জোনাইদ এ আদেশ দেন। এরআগে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা আসামির পাঁচদিনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেন। রিমান্ড মঞ্জুরের পক্ষে শুনানি করেন ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর ওমর ফারুক ফারুকী। অন্যদিকে রিমান্ড বাতিল ও আসামিদের জামিন চেয়ে আবেদন করেন ৭-এর পাতায় দেখুন

রিজার্ভ চুরির ঘটনা পর্যালোচনায় আইন উপদেষ্টার নেতৃত্বে কমিটি

স্টাফ রিপোর্টার : কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির ঘটনা সংক্রান্ত বিষয় পর্যালোচনা করতে আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুলকে সভাপতি করে উচ্চপর্যায়ের একটি কমিটি করেছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। বুধবার (১২ মার্চ) ছয় সদস্যের এ কমিটি গঠন করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। কমিটিকে তিন মাসের মধ্যে সুপারিশ দিতে বলা হয়েছে। সড়ক পরিবহন ও সেতু এবং বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান; ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ ৭-এর পাতায় দেখুন

সাবেক মন্ত্রী চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফের স্ত্রী মারা গেছেন

স্টাফ রিপোর্টার : সাবেক মন্ত্রী ও বিএনপির সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান মরহুম চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফের স্ত্রী শায়লা কামাল মারা গেছেন। গতকাল বুধবার ভোর সাড়ে ৫টার দিকে ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। মরহুমার কন্যা জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক নায়াব ইউসুফ এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, আমার শ্রদ্ধেয় আম্মা বেগম শায়লা কামাল, মরহুম চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফের স্ত্রী, ভোর সাড়ে ৫টায় ইন্তেকাল করেছেন। তার আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। গতকাল বুধবার বাদ আসর ফরিদপুর শহরের ময়েজউদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় ৭-এর পাতায় দেখুন

বাধা উপেক্ষা করে যমুনায় যাওয়ার চেষ্টা, পুলিশের জলকামান-লাঠিচার্জ

স্টাফ রিপোর্টার : তৃতীয় ধাপে বাদ পড়া বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ওপর পুলিশ জলকামান ও লাঠিচার্জ করা হয়েছে। বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের দাবিতে তারা প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনার দিকে যাচ্ছিলেন। এই ঘটনায় অন্তত পাঁচজন আহত হয়েছেন। বুধবার (১২ মার্চ) দুপুর দেড়টার দিকে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এ ঘটনা ঘটে। বাংলাদেশ বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির ব্যানারে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে অবস্থান করছেন তারা। দীর্ঘদিনেও দাবি আদায়ের বিষয়ে ন্যূনতম আশ্বাস না পাওয়ায় তারা প্রধান উপদেষ্টার বাসভবনের দিকে যাচ্ছিলেন। কিন্তু আগে থেকেই কদম ফোয়ারা মোড়ে সতর্ক অবস্থায় ছিল পুলিশ। বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষকদের মিছিলটি কদম ফোয়ারা কাছাকাছি এলে পুলিশ তাদের বাধা দেয় এবং তাদের বোঝানোর চেষ্টা করে, এতজনকে একসঙ্গে নিয়ে বাসভবনের সামনে যাওয়া সুযোগ নেই। আপনারা চাইলে কয়েকজন ৭-এর পাতায় দেখুন

জমি নিয়ে দ্বন্দ্ব, দফায় দফায় সংঘর্ষ

দিনাজপুর প্রতিনিধিঃ মোঃ নুর আলম : দিনাজপুরের বীরগঞ্জে ৩নং শতগ্রাম ইউনিয়নের পাল পাড়া এলাকায় জমি জমার বিরোধে দুই পক্ষের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে, উক্ত ঘটনায় এলাকার বাসিন্দা মোঃ হাসিনুর রহমান(৩৯) জানান, আমি ও আমার ছেলে সাইম(১৮) গত ৭ ই মার্চ শুক্রবার মাগরিবের নামাজ আদায় করে বাসায় ফেরার পথে অনাকাঙ্ক্ষিত হামলা করে পার্শ্ববর্তী বাসিন্দা (মোঃ সফিকুল ইসলাম) তার সহযোগীরা ,আমি ও আমার ছেলে কে আক্রমণ করলে সে গুরুতর আহত হন এবং তাকে বীরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়, এবং পরবর্তীতে আবারো একই ঘটনার সূত্র ধরে গত ১০ মার্চ সোমবার বিকেলে বাড়ির গেটের সামনে দলবদ্ধ ভাবে আমি ও আমার স্ত্রী ফাইমা আমার ভাই হাসিফুল ও তার স্ত্রী সাথি আক্তার সহ পরিবারের সদস্যদের আক্রমণ করলে, স্থানীয় জন প্রতিনিধি মোঃ খাদেমুল ইসলামের উপস্থিতিতে পরিবেশ কিছুটা শান্ত হয়, এবং আহতদের চিকিৎসার জন্য উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন, এদিকে হামলার ঘটনার অন্য পক্ষরা বলেন,আমাদের সঙ্গেও হতাহতের ঘটনা ঘটেছে, এবং আমাদের বেশ কয়েকজন সদস্য হাসপাতালে ভর্তি আছেন। এ বিষয়ে স্থানীয়রা জানান, উক্ত ঘটনা? সঠিক তদন্তের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা প্রয়োজন ,আমরা চাই এর সঠিক বিচার করে বিষয়টি সমাধান করার জন্য, অন্যথায় উভয় পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তবে উভয় পক্ষই বলেন, উক্ত ঘটনা?র প্রেক্ষিতে তারা বীরগঞ্জ থানায় অভিযোগ করেছেন।

চিকিৎসকদের পদযাত্রায় পুলিশের বাধা

স্টাফ রিপোর্টার : হাইকোর্টের রায়ের মাধ্যমে এক দফা দাবি পূরণ হলেও বাকি চার দফা দাবি আদায়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় অভিমুখে পদযাত্রা করেছেন চিকিৎসকরা। তাদের এই পদযাত্রা দোয়েল চত্বরে যেতেই বাধা দেয় পুলিশ। তবে সেখান থেকে বাধা উপেক্ষা করে সামনের দিকে এগুতে থাকেন চিকিৎসকরা। পরে হাইকোর্ট মোড় হয়ে শিক্ষাভবনের সামনে গেলে সেখানে আগে থেকেই দেওয়া পুলিশের ব্যারিকেডে আটকে যায় আন্দোলনরত চিকিৎসকদের পদযাত্রা। আন্দোলনকারী চিকিৎসকরা বলেন, আমরা যৌক্তিক দাবি নিয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় অভিমুখে পদযাত্রা করি। কিন্তু পুলিশ আমাদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে। আজ যদি চিকিৎসকদের সঙ্গে খারাপ কিছু হয়, এর দায়ভার ডা. সাইদুর রহমান এবং স্বাস্থ্য উপদেষ্টাকে নিতে হবে। বাকি চার দফা দাবি পূরণ না হলে আমরা ঘরে যাবো না। ডা. হাবিবুর রহমান সোহাগ বলেন, আমাদের পাঁচ দফার এক দফা পূরণ হয়েছে। পাঁচ দফা আদায় করতেই হবে। গতকাল বুধবার দুপর ১টা ২০ মিনিটে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে পদযাত্রা ৭-এর পাতায় দেখুন

ডিভোর্সের ৭ বছর পর মধ্যরাতে গৃহবধূকে হত্যাচেষ্টা, আটক করে পুলিশে দিলো স্থানীয় জনতা

মোঃ দুলাল আলী, ক্রাইম রিপোর্টার চাঁপাইনবাবগঞ্জঃ ইসলামী শরিয়াহ মোতাবেক পারিবারিক সম্মতিতে বিয়ে হয় হাবিবা খাতুন (২৫) ও পিয়ারুল ইসলামের। এরপর স্বামীর নানারকম অত্যাচার ও শারিরীক নির্যাতনের কারনে বনিবনা না হওয়ায় হাবিবার পরিবার বিয়ের এক বছর পর বিবাহ বিচ্ছেদ করিয়ে নেয়। এরপর আবারো পারিবারিকভাবে বিয়ে অন্য জায়গায় বিয়ে হয় হাবিবার। সাত বছরের সংসারে বর্তমানে দুই সন্তানের জননী হাবিবা। কিন্তু বিবাহ বিচ্ছেদের ৭ বছর পর হঠাৎ করেই মধ্যরাতে হাবিবাকে হত্যাচেষ্টা করে সাবেক স্বামী পিয়ারুল ইসলাম। এসময় স্থানীয় ধরালো অস্ত্রসহ তাকে আটক করে পুলিশের হাতে সোপর্দ করে। গত সোমবার (১০ মার্চ) দিবাগত মধ্যরাতে চাঁপাইনবাবগঞ্জের সদর উপজেলার দেবিনগর ইউনিয়নের হড়মাঘাট বানু মন্ডলের টোলা গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় মঙ্গলবার (১১ মার্চ) রাতে হত্যাচেষ্টার অভিযোগে সাবেক স্বামীর বিরুদ্ধে সদর মডেল থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন, দেবিনগর ইউনিয়নের হড়মাঘাট বানু মন্ডলের টোলা গ্রামের মো. এলাহীর স্ত্রী গৃহবধূ হাবিবা খাতুন। মামলায় একমাত্র আসামী করা হয়েছে একই ইউনিয়নের হড়মা পশ্চিমপাড়া গ্রামের নুর মোহাম্মদের ছেলে পিয়ারুল

কামরাঙ্গীরচরে বিএনপির দুপক্ষের গোলাগুলি আহত ৫

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর কামরাঙ্গীরচরে মেলার টেন্ডারবাজিকে কেন্দ্র করে বিএনপির দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ ও গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে। এতে অন্তত পাঁচজন আহত হয়েছেন। গত মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে কামরাঙ্গীরচর কালুরঘাট এলাকায় এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কামরাঙ্গীরচরের একটি মেলার টেন্ডার ও আয়োজন নিয়ে বিএনপির ঢাকা মহানগর দক্ষিণের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনির চেয়ারম্যান এবং থানার স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক মো. আলমের গ্রুপের মধ্যে বিরোধ চলছিল। এর জের ধরে গত মঙ্গলবার রাতে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়, যেখানে গোলাগুলি ও ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। স্থানীয় এক বিএনপি নেতা (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) বলেন, মো. আলম টেন্ডার পাওয়ার পর থেকে মনির চেয়ারম্যান তা জোরপূর্বক দখলের চেষ্টা করছিলেন এবং একাধিকবার হুমকি দিয়ে আসছিল। গত মঙ্গলবার রাতে মনির চেয়ারম্যানের সমর্থকরা অস্ত্রশস্ত্রসহ ফারুক ৭-এর পাতায় দেখুন

পুলিশের ওপর বাম নেতাকর্মীদের হামলার অভিযোগে ঢাবিতে মধ্যরাতে বিক্ষোভ

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর ইন্টারকন্টিনেন্টাল মোড়ে পুলিশের ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে বাম ছাত্রসংগঠনের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে। তার প্রতিবাদে এবং ছাত্র ইউনিয়ন নেত্রী ও গণজাগরণ মঞ্চের অন্যতম সংগঠক লাকি আক্তারসহ ফ্যাসিবাদের দোসরদের গ্রেপ্তারের দাবিতে মধ্যরাতে বিক্ষোভ মিছিল করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীরা। গত মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১টায় এই বিক্ষোভ মিছিল বের করেন শিক্ষার্থীরা। মিছিলটি বিশ্ববিদ্যালয়ের হল পাড়া থেকে শুরু হয়ে ক্যাম্পাসের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে শাহবাগে এসে শেষ হয়। এসময় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে লাকিকে গ্রেপ্তারের দাবি জানায় বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা। এসময় শিক্ষার্থীরা 'ওয়ান টু থ্রি ফোর, শাহবাগ নো মোর, ল তে লাকি, তুই হাসিনা তুই হাসিনা, আমার ভাই কবরে, লাকি কেন বাহিরে, আমার সোনার বাংলায় শাহবাগের ঠাঁই নাই, শাহবাগ না জাস্টিস, জাস্টিস জাস্টিস, সারা ৭-এর পাতায় দেখুন

বাণিজ্যযুদ্ধ

যুক্তরাষ্ট্রের ওপর পাল্টা শুল্ক আরোপ করছে ইইউ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : পাল্টা পদক্ষেপ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের ওপর শুল্ক আরোপ করতে যাচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। ২৮ বিলিয়ন ডলার মূল্যের পণ্যের ওপর এই শুল্ক আরোপ করা হবে। বুধবার (১২ মার্চ) ইউরোপীয় ইউনিয়নের কমিশন এ তথ্য জানিয়েছে। এতে বাণিজ্য যুদ্ধ আরও বাড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সব ধরনের ইস্পাত এবং অ্যালুমিনিয়াম আমদানির ওপর ২৫ শতাংশ বর্ধিত শুল্ক বুধবার থেকে কার্যকর হয়েছে। ইউরোপীয় কমিশন জানিয়েছে, ১ এপ্রিল থেকে মার্কিন পণ্যের ওপর শুল্কের বর্তমান স্থগিতাদেশ বাতিল করা হবে। তাছাড়া এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে মার্কিন পণ্যের ওপর পাল্টা ব্যবস্থার একটি নতুন প্যাকেজও উপস্থাপন করা হবে। বর্তমানে বোট থেকে শুরু করে বোরবন এবং মোটরবাইক পর্যন্ত শুল্ক স্থগিত রয়েছে। এখন এসব পণ্যের পাশাপাশি শুল্ক বাতিলের তালিকায় আরও পণ্য অন্তর্ভুক্ত করা হবে। ইউরোপীয় কমিশনের সভাপতি উরসুলা ভন ডের লেইন এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, আমাদের পাল্টা ব্যবস্থা দুটি ধাপে চালু করা হবে। ১ এপ্রিল থেকে শুরু করে ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত সময়ে যা কার্যকর হবে। তিনি বলেন, আমরা অর্থপূর্ণ সংলাপে অংশ নিতে প্রস্তুত। আমি বাণিজ্য কমিশনার মারোস সেফকোভিচকে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আরও ভালো সমাধান খুঁজতে দায়িত্ব দিয়েছি।

প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের রাস্তা থেকে সরিয়ে দিলো পুলিশ

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবের কাছে কদম ফোয়ারা মোড়ে থেকে প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় শিক্ষকদের সরিয়ে দিয়েছে পুলিশ। এতে প্রায় ৪০ মিনিট বন্ধ থাকার পর যান চলাচল শুরু হয় রাস্তায়। গতকাল বুধবার দুপুর ১টার দিকে প্রতিবন্ধী শিক্ষকদের রাস্তা থেকে সরিয়ে দেয় পুলিশ। সরেজমিন দেখা যায়, বেলা সাড়ে ১২টা থেকেই পুলিশ রাস্তা ছেড়ে দেওয়ার জন্য বারবার অনুরোধ করছিলেন প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় শিক্ষকদের। পুলিশ তাদের এও বলেছিলড় আপনারা কয়েকজন প্রতিনিধি হয়ে আমাদের সঙ্গে আসুন। আমরা প্রধান উপদেষ্টার বাসভবনে আপনাদের স্মারকলিপি পৌঁছে দেবো। কিন্তু এতে কোনোভাবেই রাজি হননি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। এদিকে রাস্তায় যানজট বাড়তে থাকে এবং তীব্র আকার ধারণ করে। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে পুলিশ ব্যারিকেড তৈরি করে তাদের ধাক্কা দিয়ে রাস্তা থেকে সরিয়ে দেয়। এ সময় পুলিশকে কোনও ৭-এর পাতায় দেখুন

রাজধানীতে সাধ্যের মধ্যে ঈদের কেনাকাটা যেখানে

স্টাফ রিপোর্টার : কিছুদিন পরই ঈদ। চারদিকে ঈদ ঈদ আমেজ। এরই মধ্যে শুরু হয়েছে পরিবার-পরিজনদের জন্য কেনাকাটা। পরিবারের সদস্যদের জন্য পছন্দমতো জামা, জুতা, আনুষঙ্গিক কেনা শুরু হয়ে গেছে। কেউ কেউ আবার যাচ্ছেন বড় বড় শপিংমলে। সাধ ও সাধ্যের মধ্যে পছন্দমতো জামাজুতা পেতে রাজধানীর গাউছিয়া, চাঁদনি চক ও নিউমার্কেটে ঢুঁ মারছেন ক্রেতারা। মার্কেটগুলোতে গেলেই দেখা মেলে সেই দৃশ্যের। তবে তুলনা মূলক ভিড় বেশি রাজধানীর গুলিস্তান, গাউছিয়া, চাঁদনি চক, নিউমার্কেট, মৌচাক মার্কেট, কৃষি মার্কেট ও মিরপুরে। কেননা এসব মার্কেটে পাওয়া যায় সব ধরনের পণ্য। ক্রেতারা সহজেই বেছে নিতে পারেন তাদের সাধ্য অনুযায়ী পছন্দমতো পণ্য। বুধবার (১২ মার্চ) রাজধানীর বিভিন্ন মার্কেট ঘুরে দেখা গেছে, এবার ক্রেতাদের পছন্দের তালিকার শীর্ষে রয়েছেন সুতি পোশাক। কেননা এবার ঈদের সময় গরম থাকবে। আর গরমে সুতি কাপড়ে স্বস্তি পাওয়া যায়। তাইতো বেশিরভাগ ক্রেতারাই সুতি কাপড়কে প্রাধান্য দিচ্ছেন। বিভিন্ন মার্কেট ঘুরে দেখা গেছে, ঈদের সময় গরম থাকবে। সে কারণে সুতি শাড়ির প্রাধান্য দেখা গেল। শাড়ির জমিনে হাতের কাজ, মেশিনের কাজ, স্ক্রিন বা ব্লক প্রিন্ট, হ্যান্ড পেইন্টের মাধ্যমে ফুলপাতা আর জ্যামিতিক নকশা। এ ছাড়াও দেশি তাঁতে বোনা শাড়ি, জামদানি প্রিন্টের হাফ সিল্ক শাড়ি, সুতি শাড়ির প্রাধান্য থাকবে। হালকা সবুজ, আকাশি, ঘিয়ে, ধূসর, হালকা গোলাপি রং দেখা যাচ্ছে বেশি। এক হাজার টাকা থেকে আড়াই হাজার টাকার মধ্যে ক্রেতারা পেয়ে যাবেন হাফ সিল্ক, তাঁতের শাড়ি। সিল্ক, মসলিন বা জর্জেটের শাড়িতে এমব্রয়ডারি, কাটওয়ার্ক, পুঁতি ও জরির কাজ করা শাড়িগুলো দেড় হাজার থেকে ১২ হাজার টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন। কাপড়ের পাশাপাশি ঈদের অন্যতম আকর্ষণ গয়না। গাউছিয়া, চাঁদনি চকের গয়নার বাজারে জার্মান সিলভার ও ভারতীয় গয়নার আধিক্য রয়েছে। রুপার ওপরে মিনাকারির কাজ, কৃত্রিম মুক্তা, পাথর দিয়ে সাজানো হচ্ছে গলার মালা, কানের দুল ও চুড়ি। আছে আয়না, কাপড় ও সুতার তৈরি গয়না। ধাতু ও কাঠের তৈরি আংটিগুলোর দাম শুরু ১০০ টাকা থেকে। ২৫০ থেকে ৪০০ টাকার ভেতরেই ৭-এর পাতায় দেখুন

হাইকোর্টে শমী কায়সারের জামিন

স্টাফ রিপোর্টার : বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে হত্যাচেষ্টার ঘটনায় রাজধানীর উত্তরা পূর্ব থানায় করা মামলায় শমী কায়সারকে জামিন দিয়েছেন হাইকোর্ট। জামিন বিষয়ে জারি করা রুল মঞ্জুর করে গতকাল বুধবার রায় দেন বিচারপতি আবু তাহের মো. সাইফুর রহমান ও বিচারপতি মোহাম্মদ শওকত আলী চৌধুরীর হাইকোর্ট বেঞ্চ। আদালতে শমী কায়সারের পক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার হামিদুল মিসবাহ। রাষ্ট্রপক্ষে শুনানি করেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল জিসান হায়দার, সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল এ বি ৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, **ই-মেইল :** news.manabikbangladesh@gmail.com, **ওয়েবসাইট :** www.manabikbangladesh.com.

ওআইসিভুক্ত মিশন প্রধানদের কাছে

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সার্বিক প্রস্তুতি তুলে ধরা ছাড়াও প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভোটার কার্যক্রম ও প্রবাসীদের অনলাইন ভোটিং নিয়েও সহায়তা চাইবে কমিশন। বৈঠকে উপস্থিত হওয়ার জন্য আফগানিস্তান, আলজেরিয়া, ব্রুনাই দারুসসালাম, মিশর, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, ইরাক, কুয়েত, লিবিয়া, মালয়েশিয়া, মালদ্বীপ, মরক্কো, ওমান, পাকিস্তান, ফিলিস্তিন, কাতার, সৌদি আরব, তুরস্ক এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের মিশন প্রধানদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আগামী ডিসেম্বরে ভোটের টার্গেট নিয়ে সকল প্রস্তুতি এগিয়ে নিচ্ছে ইসি। ইতোমধ্যে ভোটার তালিকা হালনাগাদের কাজ শুরু করেছে সংস্থাটি। রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের বিজ্ঞপ্তিও দেওয়া হয়েছে। চলছে সীমানা পুনর্নির্ধারণের কাজ। এছাড়া সাতটি দেশে প্রবাসীদের ভোটার করে নেওয়ার কার্যক্রম চলছে। ৪০ টি দেশে এই কার্যক্রম প্রসারিত করতে চায় ইসি। এক্ষেত্রে ওআইসিভুক্ত দেশগুলোতেই প্রবাসী বাংলাদেশির আধিক্য রয়েছে। এর আগে যুক্তরাজ্য, ইউএনডিপি, ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার সঙ্গে নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করেছে ইসি। নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসবে এই আলোচনা আরও বাড়তে পারে।

রমজান বিষয়ক ফতোয়া

দেখাতেন যে তারা হায়েজ থেকে মুক্ত হয়েছেন কিনা। তিনি তাদের বলতেন, "তোমরা তাড়া হুড়া করে হায়েজ বন্ধ হয়েছে মনে করোনা, যতক্ষণ না শুভ্র পানি দেখ।" অতএব তাড়া হুড়া না করে মহিলাদের নিশ্চিত হতে হবে যে তার হায়েজ এ মেয়াদের জন্য একে বারে বন্ধ হয়েছে। যখন সে নিশ্চিত হবে তখন সাওমের নিয়ত করবে। যদিও সে গোসল ফজরের ওয়াক্ত আরম্ভ হওয়ার পর করে তাতে সাওমের নিয়ত করতে অসুবিধা নেই। কিন্তু সাথে সাথে তাকে সালাতের ব্যাপারে যত্নবান হতে হবে। ফজরের সালাত ওয়াক্ত মত আদায় করার জন্য তাড়াতাড়ি গোসল করবে। কোন কোন মহিলাকে দেখা যায় তারা ফজরের ওয়াক্তের মধ্যে হায়েজ মুক্ত হয় কিন্তু ভালভাবে গোসল করার অজুহাতে সে সূর্য উদয়ের পর গোসল করে, এ রকম করা ঠিক নয়। কেননা তার জন্য ওয়াজিব হল তাড়াতাড়ি গোসল করে ফজরের সালাত ওয়াক্ত মত আদায় করা। এমনিভাবে যার উপর গোসল ফরজ হয়েছে তার মাছয়ালাও অনুরূপ। সে যদি ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পর গোসল করে তাতে সিয়ামের নিয়ত করতে কোন অসুবিধা হবে না। আল্লাহ তাআলাই সর্বাধিক জ্ঞাত

১৮ এপ্রিলের মধ্যে হজযাত্রী

জানাতে হবে। চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ৫ জুন পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হবে। এবার হজে বাংলাদেশ থেকে ৮৭ হাজার ১০০ জন হজযাত্রী হজ পালন করবেন। আগামী ২৯ এপ্রিল থেকে হজ ফ্লাইট শুরু হবে বলে ধর্ম মন্ত্রণালয় থেকে জানা গেছে।

শিল্পপতি মঞ্জুর এলাহীর মৃত্যুতে

দায়িত্ব পালন করেন তিনি। দায়িত্ব পালনকালে তার দক্ষতার প্রশংসা করে প্রধান উপদেষ্টা আরও বলেন, সংগঠক হিসেবেও তার অসামান্য কৃতিত্ব রয়েছে। তিনি মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই) ঢাকার সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন, বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিপিডির ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যও ছিলেন তিনি। প্রফেসর ইউনূস বলেন, বাংলাদেশের উদ্যোক্তা জগতে সবার শ্রদ্ধাভাজন, দেশপ্রেমিক শিল্পপতি সৈয়দ মঞ্জুর এলাহীর মৃত্যুতে আমি গভীর শোক জানাই। আমি তার আত্মার মাগফিরাত কামনা করি ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছি। এর আগে, আজ সকালে সিঙ্গাপুরের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মঞ্জুর এলাহী মারা যান।

যায়যায়দিন পত্রিকার 'ডিক্লারেশন'

'দৈনিক যায়যায়দিন' পত্রিকার প্রকাশক ও মুদ্রাকর সাঈদ হোসেন চৌধুরীর নামে যে ঘোষণাপত্র ছিল তা বাতিল করা হয়েছে।

ওবায়দুল কাদেরের কললিস্টে

একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য বেরিয়ে আসছে সাবেক সড়ক যোগাযোগ ও সেতুমন্ত্রীকে নিয়ে। সবশেষ গেল ৫ আগস্টও দুপুর ২টা ৪২ মিনিটে ওবায়দুল কাদেরের ব্যক্তিগত ফোন নম্বরটির ফোন ট্র্যাক লোকেশন ছিল মোহাম্মদপুর। এবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে প্রকাশিত হলো তার একটি কললিস্ট। ওই কললিস্ট অনুযায়ী, ৫ আগস্টের আগে-পরে দুই মাসে অসংখ্য নম্বরে কথা বলেছেন কাদের। যেখানে অনেক নায়িকা, মডেল, অভিনেত্রী ও নেত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখার বিষয়টি উঠে এসেছে। ওই কললিস্টে নায়িকা কেয়া, মিস বাংলাদেশ ফারজানা, অ্যানজেনা এলিনসহ মডেল নায়িকারা যেমন আছেন, তেমনি আছেন ময়মনসিংহের নেত্রী কবিতাও। বেসরকারি এক টেলিভিশনের তথ্য অনুযায়ী, ৫ আগস্ট নায়িকা সোহানা সাবাসহ প্রয়াত নায়িকা মেঘলার সঙ্গেও একাধিকবার যোগাযোগ করেন ওবায়দুল কাদের। সাবেক সেতুমন্ত্রীর ৫ আগস্টসহ আগের এবং পরবর্তী সময়ের কললিস্টের সিডিআর কপির আংশিক প্রকাশ করেন প্রবাসী সাংবাদিক জাওয়াদ নির্ঝর। এই সিডিআর কপি বের হওয়ার পর থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল ওবায়দুল কাদেরের কললিস্ট। এর আগে, দেশের বিভিন্ন লোকেশনে ওবায়দুল কাদের আছেন বলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একাধিকবার খবর ছড়িয়ে পড়ে। কোথাও কোথাও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী অভিযানও চালিয়েছে তার খোঁজে। তবে, কোথাও মেলেনি তার খোঁজ। গুঞ্জন আছে, অন্যান্য নেতাদের মতো দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন ওবায়দুল কাদেরও। অবশ্য, সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ওবায়দুল কাদেরের ব্যবহৃত সিমের যে লোকেশন ও কললিস্ট ভাইরাল হয়েছে, তার সত্যতা নিশ্চিত করা যায়নি।

বেক্সিমকো গ্রুপে তত্ত্বাবধায়ক

হাইকোর্টে। এখন নিজস্ব তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠান চালাতে পারবে অন্যতম শিল্প গ্রুপটি। তবে গ্রুপটির কার্যক্রম পর্যবেক্ষণে রাখতে বলা হয়েছে নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে। এর আগে এক রিট আবেদনের প্রেক্ষিতে বেক্সিমকো গ্রুপের বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস ছাড়া বাকি সব প্রতিষ্ঠানে তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগের আদেশ দেন উচ্চ আদালত। এরপর তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করে বাংলাদেশ ব্যাংক। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগবিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান বেক্সিমকো গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর কারাবন্দি সালমান এফ রহমান।

এমবিবিএস-বিডিএস ডিগ্রি ছাড়া কেউ

মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্স কারিকুলাম সংস্কার কমিটি গঠন করে তাদের কোর্স কারিকুলাম পুনর্নির্ধারণ এবং মানহীন সকল ম্যাটস (মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল) বন্ধে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করতে হবে। ৪. জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণের জন্য শূন্যপদে পর্যাপ্ত সংখ্যক চিকিৎসক নিয়োগ এবং চিকিৎসকদের বিসিএসের বয়সসীমা ৩৪ বছরে উন্নীত করতে হবে। ৫. অবিলম্বে চিকিৎসক সুরক্ষা আইন প্রণয়ন এবং বেসরকারি চিকিৎসকদের জন্য সুনির্দিষ্ট বেতন কাঠামো (পে-স্কেল) তৈরি করতে হবে।

জাপানের ভাইস মিনিস্টারের সাথে

ট্রান্সপোর্ট হাব, এমআরটি লাইন সিক্স ও ঢাকা আউটার রিং রোড ২ ও ৩ প্রকল্পের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এছাড়া বাংলাদেশের পর্যটন খাতে জাপানি বিনিয়োগ আকর্ষণে সহযোগিতা কামনা করা হয়। বৈঠকে জাপানের প্রকৌশল ও আবাসন বিষয়ক অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস মিনিস্টার ইওসুকে সুৎসুমি ও মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলে অন্যান্যের মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সিনিয়র সচিব মোঃ এহছানুল হক, রেল সচিব মোঃ ফাহিমুল ইসলাম, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব নাসরীন জাহান, পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ কর্তৃপক্ষের প্রধান নির্বাহী মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, জাপানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোঃ দাউদ আলী ও প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের মহাপরিচালক ড. আহমেদ উল্লাহ উপস্থিত ছিলেন।

শাপলা চত্বরে গণহত্যা মামলায়

নজরুল ইসলামকে গ্রেপ্তার দেখানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বুধবার (১২ মার্চ) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এ পরোয়ানা জারি করেন। গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হওয়া অন্যদের মধ্যে রয়েছেন-সা?বেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ম?হিউদ্দিন খান আলমগীর, সাবেক আইজিপি হাসান মাহমুদ খন্দকার ও বেন?জীর আহমদ এবং গণজাগরণ মঞ্চের ইমরান এইচ সরকার। গত ২৭ নভেম্বর শাপলা চত্বরের ঘটনায় শেখ হাসিনাসহ ৫০ জনকে আসামি করে ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশনে অভিযোগ দাখিল করেন হেফাজতে ইসলাম। এর আগে, রাজধানীর মতিঝিলের শাপলা চত্বরে হেফাজতে ইসলামের সমাবেশে গণহত্যার অভিযোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ৩৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়। গত ১৮ আগস্ট (রোববার) ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) মো. জাকী-আল-ফারাবীর আদালতে এই মামলার আবেদন করেন বাংলাদেশ পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান বাবুল সরদার চাখারী। আদালত মামলাটি তদন্ত করে প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য মতিঝিল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (ওসি) নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন আদালতের বেঞ্চ সহকারী নাজমুল হাসান তালুকদার। মামলার অন্য আসামিদের মধ্যে আছেন সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, সাবেক প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা উপদেষ্টা তারিক আহমেদ সিদ্দিক, সাবেক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন, সাবেক তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু, সাবেক বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবির নানক, পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বেনজীর আহমেদ, আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফ, সাবেক আইজিপি হাসান মাহমুদ খন্দকার, সাবেক আইজিপি এ কে এম শহীদুল হক, এসবির সাবেক প্রধান মনিরুল ইসলাম, পুলিশের যুগ্ম কমিশনার বিপ্লব কুমার, মতিঝিল থানার সাবেক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওমর ফারুক, মতিঝিল ১০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মনসুর আহমেদ, মতিঝিল থানা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি মাহবুল হক, আওয়ামী লীগ নেতা ইমরান, সাবেক কাউন্সিলর মোহাম্মদ সাঈদ, সাবেক সংসদ সদস্য আবুল কালাম আজাদ, আওয়ামী লীগ নেতা আকরাম হোসেন, সংরক্ষিত নারী আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ফারজানা আক্তার, সাবেক সংসদ সদস্য মমতাজ আক্তার, সাবেক ওয়ার্ড কমিশনার আনিসুর রহমান, আওয়ামী লীগ নেতা আলমগীর হোসেন, ন্যাশনাল পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান শেখ সালাউদ্দিন, মতিঝিল জোনের সাবেক উপকমিশনার শেখ নাজমুল আলম, হামদর্দ গ্রুপের পরিচালক মেজর (অব.) ইকবাল, মতিঝিল জোনের সাবেক উপকমিশনার আশরাফুজ্জামান, ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টারের (এনটিএমসি) সাবেক মহাপরিচালক মেজর জেনারেল (অব.) জিয়াউল আহসান, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মেয়র শেখ ফজলে নূর তাপস এবং মো. শাহাদাত হোসেন, মো. এমদাদুল হক ও শেখ শাহ আলম তালুকদার। মামলার বাদীর অভিযোগ, ১৩ দফা দাবিতে ২০১৩ সালের ৫ মে হেফাজতে ইসলাম মতিঝিলের শাপলা চত্বরে অবস্থান নেয়। আসামিরা পরস্পর যোগসাজশে রাত ১১টার দিকে বিদ্যুৎ লাইন বন্ধ করে দেন। এরপর শাপলা চত্বরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী অভিযান চালিয়ে মাদরাসা ছাত্র ও পথচারীদের ওপর গণহত্যা চালায়। পরে লাশ সিটি করপোরেশনের গাড়িতে করে নিয়ে গুম করা হয়। নিহত ব্যক্তিদের পরিবার থানায় মামলা করতে গেলে তা নেওয়া হয়নি।

পাকিস্তানে ট্রেনে জিম্মিদশা নিরাপত্তা

কমপক্ষে ১৫৫ যাত্রীকে জিম্মিদশা থেকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। নিরাপত্তা সূত্রের খবর অনুযায়ী, ট্রেনের নয়টি বগিতে ৪০০ জনেরও বেশি যাত্রী নিয়ে কোয়েটা থেকে খাইবার পাখতুনখোয়ার পেশোয়ারের দিকে যাচ্ছিল। তখনই এ হামলার ঘটনা ঘটে। বেশ কিছু নিরাপত্তা সূত্র জানিয়েছে, হামলার ঘটনায় আহত ১৭ জনকে কাছাকাছি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য স্থানান্তর করা হয়েছে। নিরাপত্তা বাহিনী জানিয়েছে, নারী এবং শিশুসহ শতাধিক যাত্রীকে হামলাকারীদের হাত থেকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। পাকিস্তানে ট্রেনে এ ধরনের বড় সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা এটাই প্রথম। এর আগে কখনো পুরো ট্রেনে হামলা চালিয়ে যাত্রীদের জিম্মি করা বা আক্রমণের ঘটনা ঘটেনি। নিষিদ্ধ ঘোষিত বেলুচ লিবারেশন আর্মি (বিএলএ) এ হামলার দায় স্বীকার করেছে এবং দাবি করেছে যে তারা বিপুল সংখ্যক মানুষকে জিম্মি করেছে। রেলওয়ে কর্মকর্তারা ডনকে জানিয়েছেন, পেশোয়ারের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করা ট্রেনটি সকাল ৯টায় কোয়েটা থেকে ছেড়ে যায়। ওই সময় ট্রেনের নয়টি বগিতে ৪৫০ জন যাত্রী ছিল। স্থানীয় সময় দুপুর ১টার দিকে তারা খবর পায় যে, মুশকাফের কাছে অবস্থিত ৮ নম্বর রেলওয়ে টানেলের কাছে পানীর এবং পেশি রেলওয়ে স্টেশনের মধ্যবর্তী স্থানে ট্রেনটি হামলার শিকার হয়েছে। এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ৩৭ জন আহত ব্যক্তিকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। এদিকে এই হামলার ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট আসিফ আলি জারদারি, প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ এবং বিভিন্ন প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ও শীর্ষ নেতা।

অনুমতি ছাড়া সড়ক কাটাকাটি

যায়। প্রায় সবক্ষেত্রে যানবাহন চলাচলের জন্য বিকল্প রাস্তা তৈরি না করেই রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি করা হয়। সব খোঁড়াখুঁড়ি ক্ষেত্রে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি জায়গা কর্তন করা হয়। রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ির সময় ট্রাফিক সিগন্যালের জন্য দিক-নির্দেশনা সম্বলিত সাইনবোর্ড লাগানোর বিধান থাকলেও তা করা হয় না। এক লেনে খোঁড়াখুঁড়ি করে মাটি/আবর্জনা অন্য লেনে ফেলে রাখার ফলে দুই লেনের যান চলাচল ব্যাহত হয়। আরও বলা হয়, অনেকক্ষেত্রে একইক্ষেত্রে রাস্তার উভয় পার্শে খোঁড়াখুঁড়ির কাজ করা হয়, ফলে রাস্তা উভয় দিক থেকে সরু হয়ে যায়। কিছু ক্ষেত্রে রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি করলেও কাটা অংশ সঠিকভাবে ভরাট বা লোহার শিট না দেওয়ার ফলে দিনের বেলায় সে রাস্তায় যানবাহন চলাচল ব্যাহত হয়। অনেকক্ষেত্রে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান/সংস্থা ইউটিলিটি সার্ভিসের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী (যেমন-ক্যাবল/পাইপ ইত্যাদি) সংগ্রহ করার আগেই রাস্তা খনন করে দীর্ঘদিন ফেলে রাখে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ বা ডাইভারশনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করা হয় না। এসব কারণে ঢাকা মহানগরীর যানজট বৃদ্ধি পেয়ে জনভোগান্তি সৃষ্টি হয় এবং যানবাহন রাস্তায় অলসভাবে বসে থাকার ফলে শ্রমঘণ্টা নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি রাষ্ট্রের কোটি কোটি টাকার ক্ষতি হয়। ইউটিলিটি সার্ভিসের জন্য রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি/কাটাকাটির ক্ষেত্রে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের পক্ষ থেকে কিছু নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিপালন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সব সংস্থা এবং ঠিকাদারদের বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ডিএমপি সদর দপ্তরের সম্মতি ছাড়া রাস্তা কাটাকাটি ও খোঁড়াখুঁড়ির কাজ শুরু না করা। সকাল ৬টা থেকে রাত ১০টার মধ্যে খোঁড়াখুঁড়ির কাজ না করা। এক্ষেত্রে রাতে রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ির কাজ করে সকালে যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দিতে হবে। রাস্তা কাটার আগে কিছু বিষয় নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে

ক) কাজ শুরু এবং শেষ করার সময় (অর্থাৎ কোন তারিখে কাজ শুরু এবং শেষ হবে তা) পূর্বেই ঘোষণা করতে হবে এবং ওই সময়ের মধ্যে অবশ্যই কাজ শেষ করতে হবে।

খ) রাস্তা খননের স্থান ও এর আগে-পরে ২০০ মিটার পর্যন্ত যথাযথ ট্রাফিক নির্দেশনা এবং ট্রাফিক সিগন্যাল লাইট লাগাতে হবে।

গ) নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল অবশ্যই নিয়োগ করতে হবে।

ঘ) পথচারী এবং যানবাহন চলাচলের জন্য অবশ্যই বিকল্প রাস্তার ব্যবস্থা করতে হবে।

ঙ) কাটা রাস্তা ব্যবহার উপযোগী করার জন্য লোহার শিট রাস্তা কাটার আগেই সেখানে মজুদ রাখতে হবে।

চ) রাস্তার একটা লেন রাতের বেলা কাটা যেতে পারে, তবে সেটা অবশ্যই সূর্যোদয়ের আগেই ব্যবহার উপযোগী করতে হবে।

ছ) কোনো অবস্থাতেই একই রাস্তার উভয় পার্শে একসঙ্গে খোঁড়াখুঁড়ি করা যাবে না।

জ) ডিএমপি ট্রাফিক বিভাগের প্রতিনিধিসহ রাতে রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ির কাজ করতে হবে।

ঝ) কোনো রাস্তা রাত্রিকালে সর্বোচ্চ ৭ দিন খোঁড়াখুঁড়ির কাজ করা যাবে এবং পরবর্তী দিন রাস্তার মধ্যে মেরামত করে দিতে হবে, এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সংখ্যক শ্রমিক ও টেকনিশিয়ান নিয়োগ করতে হবে। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ যানবাহন চলাচলে শৃঙ্খলা রক্ষা ও যানজট এড়ানোর লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সব প্রতিষ্ঠান ও ঠিকাদারদের সহযোগিতা কামনা করছে। কোনো প্রতিষ্ঠান যদি রাস্তা কাটাকাটি, খোঁড়াখুঁড়ির এসব শর্ত ভঙ্গ করে ঢাকা মহানগরী এলাকায় যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন ঘটায়, তাহলে সংশ্লিষ্ট রাস্তার কাজ বন্ধ করাসহ ঠিকাদার ও সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে।

হাবীবুল্লাহ বাহার কলেজের সাবেক

ডিএমপির উত্তরা বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মো. মহিদুল ইসলাম। এর আগে মঙ্গলবার (১১ মার্চ) ফরিদপুর রেলস্টেশন এলাকা থেকে ওই দম্পতিকে গ্রেফতার করা হয়। তারা হলো মো. নাজিম হোসেন (২১) ও স্ত্রী (২৩)। তাদের কাছ থেকে দুটি মোবাইলফোন, একটি চাবির রিং ও একটি ব্যাংকের ভিসা কার্ড উদ্ধার করা হয়। এর আগে নিহতের ফ্ল্যাট থেকে হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত একটি ধারালো বটি, একটি ধারালো চাকু ও রক্ত মাখা জামা-কাপড় এবং বিছানার চাদর উদ্ধার করে আইনানুগ প্রক্রিয়ায় জব্দ করা হয়েছে। মো. মহিদুল ইসলাম বলেন, সুযোগ পেলেই নাজিম হোসেনকে বাইরে পাঠিয়ে তার স্ত্রীর সঙ্গে আপত্তিকর আচরণ করতেন সাইফুর রহমান। সবশেষ রবিবার (৯ মার্চ) রাতে ও একইভাবে তিনি আচরণ করতেন। এ সময় তার স্বামী প্রতিবাদ করেন। তাদের মধ্যে ধস্তাধস্তি হয়।' ঘটনার বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেন, সোমবার (১০ মার্চ) রাত ২টা থেকে ভোর ৪টার মধ্যে সাইফুর রহমান উত্তরখান থানার পুরানপাড়া বাতান এলাকার একটি ফ্লাটে খুন হন। ওই রাতে এক প্রতিবেশী বলে ছিলেন সাইফুর রহমান, নাজিম ও তার স্ত্রী। নাজিম ঘুমিয়ে পড়লে সাইফুর রহমান ওই নারীকে ধর্ষণের চেষ্টা করে। পরে নাজিমের ঘুম ভেঙে গেলে রান্নাঘর থেকে বটি এনে সাইফুর রহমানকে উপর্যুপরি কোপাতে থাকে। আঘাতের কারণে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে তার মৃত্যু হয়। পরে পালিয়ে যায় ওই দম্পতি।

এ ঘটনায় সাইফুর রহমানের মেয়ে মো. মোহাম্মদ লুৎফর রহমান ভূঁইয়া বাদী হয়ে উত্তরখান থানায় ১১ মার্চ একটি মামলা দায়ের করেন। মামলার এজাহারে তিনি উল্লেখ করেন, সাইফুর রহমান উত্তরখানের পুরানপাড়া বাতান এলাকায় তার স্ত্রীর পৈত্রিক আড়াই শতক সম্পত্তিতে বাড়ি নির্মাণের জন্য গত তিন-চার মাস ধরে একটি আধা পাকা বাসায় বসবাস করে আসছিলেন। যেখানে ঘটনাস্থলে তার সামনেই ওই জায়গাটি। গ্রেফতার দম্পতিকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের বরাত দিয়ে উত্তরার ডিসি মহিদুল ইসলাম জানান, নিহতের ঘটনার দুই-তিন দিন আগে কমলাপুর রেলস্টেশনে সাইফুর রহমানের সঙ্গে নাজিম ও তার স্ত্রীর পরিচয় হয়। পরে তাদের ফ্লাটে আনেন। এক পর্যায়ে ওই নারীকে সাইফুর রহমান শারীরিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতন শুরু করেন। তিনি বলেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেফতার ব্যক্তিরা হত্যাকাণ্ডের কথা স্বীকার করেছে। আদালতে পাঠানো হয়েছে। নিহত সাইফুর রহমানের সঙ্গে তার স্ত্রীর কোনও বিরোধ ছিল কিনা জানতে চাইলে মহিদুল ইসলাম বলেন, 'থাকতে পারে। তদন্তের জন্য তার স্ত্রীকেও জিজ্ঞাসাবাদ করেছি। তবে সে ধরনের কোনও তথ্য আমরা পায়নি।' ধর্ষণচেষ্টার কারণে ওই দম্পতি সাইফুর রহমানকে হত্যা করেছে, মামলাটি কোন পর্যায়ে আছে, এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, 'নিশ্চিতভাবে এটি হত্যা মামলা। আদালতে মামলাটি যখন ট্রায়াল হবে তখন আসামিপক্ষের আইনজীবীর বক্তব্যে পরবর্তী সময়ে আদালত সিদ্ধান্ত নেবে।'

সাবেক প্রতিমন্ত্রী ওমরের ৪৫০ কোটি

লাখ ৬৫ হাজার ১০১ টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ আনা হয়েছে। আর চতুর্থ মামলায় তানিয়া আমিরের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয়েছে মো. লুৎফর হায়দার রশীদের বিরুদ্ধে ৩৯ লাখ ৬৮ হাজার ৬১১ টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ আনা হয়েছে।

এক লাখ রোহিঙ্গার সঙ্গে ইফতার

জাতিসংঘ মহাসচিব ঢাকায় অবতরণের পর প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস এবং পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। সাক্ষাৎ শেষে তিনি রোহিঙ্গা ক্যাম্পে চলে যাবেন। তার সঙ্গে একই প্লেনে কক্সবাজার যাবেন প্রধান উপদেষ্টা। কক্সবাজারের প্রধান উপদেষ্টার কিছু কর্মসূচি আছে। তিনি কক্সবাজার বিমানবন্দরের একটি প্রকল্প উদ্বোধন করবেন এবং একটি জলবায়ু উদ্বাস্তু কেন্দ্র পরিদর্শন করবেন। পাশাপাশি একটি মডেল মসজিদেরও উদ্বোধন করবেন। তিনি আরও জানান, জাতিসংঘ মহাসচিব কক্সবাজার থেকে সরাসরি চলে যাবেন রোহিঙ্গা ক্যাম্পে। সেখানে একটি ক্যাম্পে রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তা নিয়ে একটি প্রেজেন্টেশন দেওয়া হবে। সেটার পর যাবেন রোহিঙ্গা কালচারাল সেন্টারে। রোহিঙ্গারা সেখান সাংস্কৃতিক পরিবেশনা করবেন। সেখানে রোহিঙ্গা তরুণদের সঙ্গেও তিনি বসবেন এবং কক্সবাজারে একটি লার্নিং সেন্টার পরিদর্শন করবেন। এই প্রোগ্রামগুলো শেষ হলে রোহিঙ্গাদের সঙ্গে ইফতার করবেন, সেখানে প্রধান উপদেষ্টাও অংশ নেবেন। আজাদ মজুমদার জানান, প্রধান উপদেষ্টা এবং জাতিসংঘ মহাসচিব সেদিনই কক্সবাজার থেকে ফিরে আসবেন। পরদিন শনিবার মহাসচিব কর্মব্যস্ত দিন কাটাবেন। ঢাকায় জাতিসংঘের কার্যালয় পরিদর্শন করবেন। দুপুরে চারটি সংস্কার কমিশনের সঙ্গে বৈঠক করবেন, এরপর সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি। শনিবার তিনি সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখবেন। সংবাদ সম্মেলনের পর প্রধান উপদেষ্টা তার সম্মানে ইফতার ও ডিনার আয়োজন করেছেন, সেখানে যোগদান করবেন। পরদিন তিনি বাংলাদেশ ছেড়ে যাবেন। প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেন, রোহিঙ্গাদের জন্য মানবিক সহায়তা কমে গেছে অনেক। আমরা আশা করছি জাতিসংঘ মহাসচিবের সফরের মাধ্যমে এই মানবিক সহায়তাগুলো জোগাড় করার ওপর একটি ভূমিকা রাখবে। তাদের পুষ্টি সহায়তা খুবই জরুরি। আমরা চাই রোহিঙ্গাদের পুষ্টির চাহিদা যাতে কোনোভাবে কম্প্রোমাইজ না হয়। সেজন্য আন্তর্জাতিক সহায়তার প্রয়োজন হয়, প্রতিমাসে প্রায় ১৫ মিলিয়ন ডলার রোহিঙ্গাদের জন্য দরকার হয়। আমরা আশা করছি জাতিসংঘ মহাসচিবের এই সফর এখানে বিশ্বের নজর ফিরিয়ে আনবে। রোহিঙ্গাদের জন্য যে সহায়তা আসে সেটা যেন বন্ধ না হয়, তাতে যেন কোনও প্রভাব না পড়ে। তিনি আরও বলেন, রোহিঙ্গা বিষয়ে সেপ্টেম্বরে আন্তর্জাতিক সম্মেলন করবে জাতিসংঘ। তার সঙ্গে ফিনল্যান্ড এবং মালয়েশিয়া যুক্ত হয়েছে কো স্পন্সর হিসেবে। আমরা আশা করছি জাতিসংঘ মহাসচিবের সফরকে ঘিরে এই আয়োজনে আরও ডেভেলপমেন্ট হবে। আমরা চাচ্ছি এই সম্মেলনের মাধ্যমে রোহিঙ্গা সমস্যার একটা দ্রুত সমাধান তৈরি হবে।

রোহিঙ্গাদের নিয়ে আইসিজে মামলায়

প্রচেষ্টার জন্য ড. ইউনূস গাম্বিয়াকে ধন্যবাদ জানান। প্রধান উপদেষ্টা গাম্বিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আমরা এই মামলাটি সফল হতে চাই। আমরা আপনার সমর্থন চাই। এটি আমাদের জন্য একটি বড় সাহায্য। মামাদু টাঙ্গারা অধ্যাপক ইউনূসের নেতৃত্বের প্রশংসা করে বলেন, তার কূটনৈতিক প্রচেষ্টা রোহিঙ্গা জনগণকে মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপনে সহায়তা করবে বলে জানান। আপনি গাম্বিয়ার একটি পরিচিত নাম। আপনার উজ্জ্বলতার কারণে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সর্বদা আপনার সঙ্গে থাকবে বলেও জানান তিনি। অধ্যাপক ইউনূস রোহিঙ্গা জনগণের জন্য সাহায্য সংগ্রহের জন্য ঢাকার প্রচেষ্টা এবং রাখাইনে মানবিক সহায়তা, বাস্তুচ্যুতদের খাদ্য ও চিকিৎসা সহায়তা প্রদানের জন্য আহ্বান তুলে ধরেন। প্রধান উপদেষ্টা দুই দেশের মধ্যে আরও গভীর বাণিজ্য ও সহযোগিতার আহ্বান জানিয়ে বলেন, আমরা আপনাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি তা আমাদের জানান। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে যৌথভাবে কাজ করার জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষরের জন্যও দুই নেতা সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। তারা আফ্রিকার লক্ষ লক্ষ মানুষকে দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করতে এবং মহাদেশের কিছু সহিংসতা-পীড়িত অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় ক্ষুদ্র ঋণের সম্ভাবনা নিয়েও আলোচনা করেন। রোহিঙ্গা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের জন্য প্রধান উপদেষ্টার উচ্চ প্রতিনিধি ড. খলিলুর রহমান এবং বাংলাদেশ সরকারের এসডিজি বিষয়ক প্রধান সিনিয়র সচিব লামিয়া মোর্শেদ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

বিমানবন্দরে মোয়াল্লেমের কাছ থেকে ১২ পিস স্বর্ণের চুড়ি উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে জেদ্দা থেকে আসা এক মোয়াল্লেমের কাছ থেকে ৪০০ গ্রাম ওজনের ১২ পিস স্বর্ণের চুড়ি উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল বুধবার সকাল সাড়ে ৯টায় জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থার (এনএসআই) তথ্যের ভিত্তিতে বিমানবন্দরের গ্রিন চ্যানেল অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক আগমনি ৩ নম্বর গেট দিয়ে বের হওয়ার সময় তাকে আটক করা হয়। পরে তার হাতব্যাগ এবং প্যান্টের পকেট তল্লাশি করে ১২টি স্বর্ণের চুড়ি উদ্ধার করা হয়। আটক যাত্রীর নাম শাহিন আল মামুন। তিনি রাঙ্গামাটি জেলার বাসিন্দা এবং ওমরা হজের মোয়াল্লেম বলে জানিয়েছেন চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (জনসংযোগ কর্মকর্তা) প্রকৌশলী মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল। তিনি বলেন, যাত্রী শাহিন আল মামুন গতকাল বুধবার সকাল ৮টা ৩৬ মিনিটে বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের বিজি-১৩৬ ফ্লাইটযোগে জেদ্দা থেকে চট্টগ্রাম শাহ আমানত বিমানবন্দরে পৌঁছেন। উদ্ধার করা ১২ পিস স্বর্ণের চুড়ির বাজারমূল্য ৫০ লাখ ৬৯ হাজার ২০০ টাকা।

মসজিদে ৩ জনকে খুন: প্রধান আসামিসহ গ্রেপ্তার ২

স্টাফ রিপোর্টার : মাদারীপুরের সদর উপজেলার খোয়াজপুর টেকেরহাট এলাকায় মসজিদের ভেতর আপন দুই ভাই ও তাদের চাচাতো ভাইকে হত্যার ঘটনায় মামলার প্রধান আসামিসহ দুই জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তাররা হলেন- মামলার ১ নম্বর আসামি হোসেন সরদার ওই এলাকার মৃত আছমত আলী সরদারের ছেলে এবং এজাহারনামীয় আসামি সুমন সরদার হাছেন সরদারের ছেলে। গতকাল বুধবার বেলা সাড়ে ১২টায় বরিশাল নগরীর রূপাতলী র‍্যাব-৮ সদর দফতরে সংবাদ সম্মেলনে লে. কর্নেল নিস্তার আহমেদ বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত মঙ্গলবার গভীর রাতে ঢাকার আশুলিয়ার কাঁঠালতলা এলাকায় অভিযান চালানো হয়। এ সময় কাঁঠালতলা জামে মসজিদ থেকে মামলার প্রধান আসামি হোসেন সরদারকে গ্রেপ্তার করা হয়। একই সময় র‍্যাব-৮ মাদারীপুর ক্যাম্প সদস্যরা শরীয়তপুরের আরিগাও এলাকায় অভিযান চালিয়ে মামলার এজাহারভুক্ত আসামি সুমন সরদারকে গ্রেপ্তার করে। গতকাল বুধবার সকালে সুমনকে মাদারীপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়। বিকালে হস্তান্তর করা হবে প্রধান আসামি হোসেনকে। সম্প্রতি টেকেরহাট এলাকার মোল্লাবাড়ি ও সরদার বাড়ির মাঝামাঝি এলাকায় বালু তোলা নিয়ে দুই বংশের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এ ঘটনার জেরে ধরে শনিবার সকালে মোল্লা বাড়ির লোকজন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সরদার বাড়িতে হামলা চালায়। হামলা থেকে বাঁচতে নিহতরা বাড়ির সামনের মসজিদে আশ্রয় নেন। এ সময় হামলাকারীরা মসজিদের মধ্যে ঢুকে তিন ভাইকে কুপিয়ে হত্যা করে। পরে হামলাকারীরা নিহত দুই ভাই আতাউর ও সাইফুলের বসতঘর ভাঙচুর ও লুটপাট শেষে আগুন ধরিয়ে পালিয়ে যায়।

কুমিল্লায় বালু ব্যবসা নিয়ে যুবদল-বিএনপি সংঘর্ষ, টেঁটাবিদ্ধ ৩০

স্টাফ রিপোর্টার : কুমিল্লার মেঘনা উপজেলার চালিভাঙ্গা ইউনিয়নের নলচর গ্রামে বালু ব্যবসাকে কেন্দ্র করে যুবদল ও বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে টেঁটাবিদ্ধ হয়ে আহত হয়েছেন অন্তত ৩০ জন। যাদের মধ্যে রবি নামের এক যুবদল নেতার অবস্থা আশঙ্কাজনক। গত মঙ্গলবার তারাবির নামাজের পর এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার পর থেকে ওই এলাকায় পুলিশ মোতায়ন করা হয়েছে। মেঘনা থানার ওসি আবদুল জলিল জানান, বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। কোনও পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ করেনি। অভিযোগ পেলে তদন্তসাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এদিকে নাম না প্রকাশ করার শর্তে স্থানীয় অন্তত পাঁচজন ব্যক্তি জানান, গত মঙ্গলবার রাতে বালু ব্যবসাসহ বিভিন্ন ব্যবসায়িক আধিপত্য নিয়ে যুবদল ও বিএনপির দুই পক্ষ ঘোষণা দিয়ে পাল্টা হামলা চালায়। এ সময় অন্তত ৩০ জন আহত হয়। তারা বেশিরভাগই নলচরের বাসিন্দা। যাদের নাম জানা যায়নি। আহতরা ঢাকায় বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দুই গ্রুপই নলচরসহ মেঘনা নদীর চরে বালু উত্তোলন করে। আধিপত্য নিয়ে দুই গ্রুপ কয়েকদিন আগেও মুখোমুখি হয়। হামলায় এক গ্রুপের নেতৃত্ব দেয় মো. রবি। তিনি চালিভাঙ্গা ইউনিয়ন যুবদলের সহসভাপতি। অপর গ্রুপের নেতৃত্ব দেয় মো. বারেক। তিনি চালিভাঙ্গা ইউনিয়ন বিএনপির সহসভাপতি। মেঘনা উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক আবদুল ওদুদ মুন্সি বলেন, রবি ও বারেক দুজনেই যুবদল ও বিএনপি নেতা। তারা নদী থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করে। আমরা আগে থেকে সতর্ক করে আসছি। শোনে না আমাদের কথা। আর্মি পাঠিয়েছি, পুলিশ পাঠিয়েছি। কাউকে মানে না। গত রাতে বালু নিয়ে ভাগাভাগি করতে গিয়ে সংঘর্ষ লাগে। প্রায় ৩০জন আহত। তার মধ্যে রবিসহ তার গ্রুপের নেতারা বেশি আহত হয়েছেন। দলীয় কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, আমরা তাদের আগেও নিষেধ করেছি। যদি দলীয় শৃঙ্খলাবিরোধী কোনও কাজ করে দল অবশ্যই ব্যবস্থা নেবে।

নতুন মামলায় গ্রেপ্তার সালমান আতিকুল, মুহিবুল

স্টাফ রিপোর্টার : বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে হত্যা ও হত্যাচেষ্টা মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানসহ তিনজনকে। অন্য দু'জন হলেনড় ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র আতিকুল ইসলাম ও বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সাবেক সিনিয়র সচিব মো. মহিবুল হক। গতকাল বুধবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আওলাদ হোসাইন মুহাম্মদ জোনাইদ শুনানি শেষে গ্রেপ্তার আবেদন মঞ্জুর করেন। আদালত সূত্রে জানা গেছে, এদিন সকাল ১০টায় আসামিদের ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে উপস্থিত করে তাদের গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করেন সংশ্লিষ্ট মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তারা। শুনানি শেষে আবেদন মঞ্জুর করেন আদালত। এর মধ্যে ভাটারা থানার একই হত্যা মামলায় সালমান এফ রহমান ও আতিকুল ইসলামকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়। অন্যদিকে তেজগাঁও থানার একটি হত্যাচেষ্টা মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে মহিবুল হককে। গত বছরের ১৩ আগস্ট গোপন তথ্যের ভিত্তিতে নৌপথে পলায়নরত অবস্থায় রাজধানীর সদরঘাট এলাকা থেকে সালমান এফ রহমানকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এদিকে গত ১৬ অক্টোবর আতিকুলকে রাজধানীর মহাখালী ডিওএইচএস এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। অন্যদিকে ২০ নভেম্বর রাতে রাজধানীর মহাখালীর ডিওএইচএস থেকে মহিবুলকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তারা প্রত্যেকেই বিভিন্ন হত্যা ও হত্যাচেষ্টা মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে বিভিন্ন মেয়াদে রিমান্ড ভোগ শেষে কারাগারে আটক আছেন।

ট্রাকচাপায় কারখানা শ্রমিক নিহত, ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ

স্টাফ রিপোর্টার : গাজীপুরে চার ঘণ্টা পর ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ প্রত্যাহার করেছেন গোল্ডেন রিফিট গার্মেন্টস লিমিটেডের শ্রমিকরা। দাবি মেনে নেওয়ার আশ্বাসে গতকাল বুধবার দুপুর ১২টার দিকে শ্রমিকরা অবরোধ প্রত্যাহারের ঘোষণা দিলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। এর আগে, সকাল ৮টার দিকে তারা বিক্ষোভ শুরু করেন। এর কিছু সময় পর তারা মহাসড়ক অবরোধ করেন। শ্রমিকদের অবরোধে সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এতে দুর্ভোগে পড়েন যাত্রীরা। আন্দোলনরত শ্রমিকরা জানান, গোল্ডেন রিফিট গার্মেন্টস লিমিটেড কারখানার শ্রমিক জান্নাতুল ফেরদৌস তামান্নার (৩২) শিশুসন্তান অসুস্থ। তার চিকিৎসার জন্য গত মঙ্গলবার রাত ৯টার দিকে সহকারী উৎপাদন ব্যবস্থাপক (এপিএম) মতিউর রহমানের কাছে বুধবারের ছুটি চেয়েছিল। কিন্তু তিনি ছুটি না দিয়ে তামান্নার কারখানার থেকে দেওয়া পরিচয়পত্র রেখে দিয়ে বলে 'বাড়ি চলে যা'। গতকাল বুধবার ভোরে ৫টা ৪০ মিনিটে কারখানায় আসার পথে মহাসড়ক পার হতে গিয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় অটোরিকশা ও ট্রাকচাপায় তার মৃত্যু হয়। সহকর্মী নিহতের প্রতিবাদে ওই কারখানার শ্রমিকেরা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে অবরোধ করেন। তারা আরও জানান, ঘাতক ট্রাকচালককে গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনতে হবে। নিহত শ্রমিকের পরিবারের সদস্যদের ভরণপোষণসহ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এ ছাড়াও ডিউটি টাইম সকাল ৬টা থেকে পরিবর্তন করে ৭টা করা, বিকেল ৫টার মধ্যে ছুটি দেওয়া, ইফতারের পর কোনও ডিউটি না করা, ঈদে ১০ দিন ছুটি, চলতি মাসের ২০ তারিখের মধ্যে বোনাস পরিশোধ করাসহ দ্রুত পর্যাপ্ত পরিমাণে ফেস পাঞ্চ মেশিন ব্যবস্থার দাবি জানান তারা। নাওজোড় হাইওয়ে থানার ওসি ছালেহ আহমেদ বলেন, শ্রমিকদের দাবির বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। দাবি মেনে নেওয়া হলে ১২ টার দিকে শ্রমিকরা অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন। এরপর মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

ময়মনসিংহ মেডিকেলে ডাক্তার দেখাতে না পেরে রোগীদের বিক্ষোভ

স্টাফ রিপোর্টার : ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আউটডোরের কক্ষে তালা দিয়ে চিকিৎসকরা ধর্মঘট পালন করায় চিকিৎসা নিতে আসা রোগীরা পড়েছেন চরম বিপাকে। আউটডোরে টিকিট কেটেও চিকিৎসাসেবা না নিতে পেরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন রোগী ও স্বজনরা। গতকাল বুধবার সকাল থেকেই যথারীতি ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আউটডোরে চিকিৎসাসেবা দেওয়া হচ্ছিল। ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা আউটডোরে এসে চিকিৎসাসেবা বন্ধ করে দিয়ে কর্মরত চিকিৎসকদের ধর্মঘটে যেতে বাধ্য করেন। পরে আউটডোরের চিকিৎসকরা কক্ষে তালা দিয়ে ধর্মঘট পালন করেন। বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত রোগীরা টিকিট কেটেও চিকিৎসাসেবা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। কিশোরগঞ্জ থেকে আসা রোগীর স্বজন শফিকুল ইসলাম বলেন, 'আমার মেয়ে আসমা। পেটের ব্যথা কারণে আউটডোরে শিশু বিভাগে টিকিট কেটেছি ডাক্তার দেখানোর জন্য। কিন্তু বেলা ১১টা থেকে ১টা পর্যন্ত অপেক্ষা করেও ডাক্তার দেখাতে পারিনি। কর্মরত চিকিৎসকরা রুমে তালা ঝুলিয়ে দিয়ে বাইরে চলে গেছেন। মেয়ে এখন ব্যথায় কাতরাচ্ছে। তাকে নিয়ে কোথায় যাবো ভেবে পাচ্ছি না। ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ থেকে আসা রোগী স্বপন মিয়া বলেন, আমার পেটের ব্যথা নিয়ে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আউটডোরে এসেছিলাম ডাক্তার দেখানোর জন্য। ১০ টাকা দিয়ে টিকিটও কিনেছি। কিন্তু দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করেও ডাক্তার দেখাতে পারেনি। এখন বেশি টাকা খরচ করে প্রাইভেট হাসপাতালে বা ক্লিনিকে গিয়ে ডাক্তার দেখাতে হবে। ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) ডা. মাইনুদ্দিন খান জানান, সকাল থেকেই ডাক্তাররা যথারীতি চিকিৎসাসেবা দিয়ে আসছিল। বেলা ১১টার পর হাসপাতালের আউটডোরে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা গিয়ে ডাক্তারদের কর্মবিরতিতে যেতে বলেন। এরপর থেকে অনেক ডাক্তার রোগী দেখা বন্ধ রেখেছিল। তবে হাসপাতালে অন্যান্য সেবা স্বাভাবিক আছে বলে জানান তিনি।

এমবিবিএস ও বিডিএস ডিগ্রি ছাড়া কেউ ডাক্তার লিখতে পারবে না: হাইকোর্ট

স্টাফ রিপোর্টার : এমবিবিএস ও বিডিএস ডিগ্রি ছাড়া কেউ নামের আগে ডাক্তার পদবি লিখতে পারবে না বলে রায় দিয়েছেন হাইকোর্ট। এ সংক্রান্ত রিটের পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল বুধবার বিচারপতি রাজিক আল জলিল ও বিচারপতি সাথিকা হোসেনের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এ রায় দেন। রায়ে হাইকোর্ট বলেছেন, এমবিবিএস ও বিডিএস ডিগ্রি ছাড়া আজ পর্যন্ত যারা ডাক্তার পদবি ব্যবহার করেছেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। একইসঙ্গে আজ বৃহস্পতিবার থেকে আইন ভঙ্গ করে ডাক্তার পদবি ব্যবহার করলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। এর আগে ২০১০ সালের ডিসেম্বরে বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল আইন হয়। 'ডিএমএফ' ডিগ্রিধারীদের (ডিপ্লোমাধারী হিসেবে নিবন্ধিত) ক্ষেত্রে আইনটির বৈষম্যমূলক প্রয়োগের অভিযোগ নিয়ে বাংলাদেশ ডিপ্লোমা মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের তৎকালীন আহ্বায়ক শামসুল হুদাসহ অন্যরা ২০১৩ সালে একটি রিট দায়ের করেন। ওই আইনের ২৯ ধারার বৈধতা নিয়ে বাংলাদেশ ডিপ্লোমা মেডিকেল অ্যাসোসিশনের সভাপতি ও সেক্রেটারি গত বছর অপর একটি রিট করেন। প্রথম রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে ২০১৩ সালের ১১ মার্চ হাইকোর্ট রুলসহ অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ দেন। দ্বিতীয় রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে ২০২৪ সালের ২৫ নভেম্বর হাইকোর্ট রুল দেন। রুলে আইনের ২৯ ধারা কেন সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চাওয়া হয়। পরে উভয় রুলের ওপর একসঙ্গে শুনানি হয়। গত ২৫ ফেব্রুয়ারি শুনানি শেষে রায়ের জন্য দিন ধার্য করা হয়। আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির ও মোহাম্মদ সাদ্দাম হোসেন। এছাড়া প্রথম রিটের পক্ষে শুনানিতে ছিলেন আইনজীবী মো. সাইদুর রহমান। রাষ্ট্রপক্ষে অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান ও ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল এ এফ এম সাইফুল করিম শুনানি করেন। বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিলের পক্ষে আইনজীবী কাজী এরশাদুল আলম শুনানি করেন। বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল আইনের ২৯(১) ধারা মতে, এই আইনের অধীন নিবন্ধন করা কোনও মেডিকেল চিকিৎসক বা ডেন্টাল চিকিৎসক এমন কোনও নাম, পদবি, বিবরণ বা প্রতীক এমনভাবে ব্যবহার বা প্রকাশ করবেন না, যার ফলে তার কোনও অতিরিক্ত পেশাগত যোগ্যতা আছে বলে কেউ মনে করতে পারে, যদি না তা কোনও স্বীকৃত মেডিকেল চিকিৎসা-শিক্ষা যোগ্যতা বা স্বীকৃত ডেন্টাল চিকিৎসা-শিক্ষা যোগ্যতা হয়ে থাকে। ন্যূনতম এমবিবিএস অথবা বিডিএস ডিগ্রিপ্রাপ্তরা ব্যতীত অন্য কেউ তাদের নামের আগে ডাক্তার পদবি ব্যবহার করতে পারবেন না। ২৯ (২) ধারা মতে, কোনও ব্যক্তি উপধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করলে তা হবে একটি অপরাধ এবং সেজন্য তিনি ৩ বছর কারাদণ্ড বা ১ লাখ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন এবং ওই অপরাধ অব্যাহত থাকলে প্রতিবার এর পুনরাবৃত্তির জন্য কমপক্ষে ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে, বর্ণিত দণ্ডের অতিরিক্ত হিসাবে, দণ্ডনীয় হবেন।

তুরিন আফরোজ ক্ষমতার সব রকম অপব্যবহার করেছেন: আদালতে ব্যারিস্টার অনীক

স্টাফ রিপোর্টার : আপিল বিভাগে বাড়ি সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল ব্যারিস্টার অনীক আর হক বলেছেন, ব্যারিস্টার তুরিন আফরোজ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর থাকা অবস্থায় ক্ষমতার সব রকম অপব্যবহার করেছেন। তখন তিনি ছিলেন পরাক্রমশালী। এক মুহূর্তের মধ্যে তার মাকে বাড়ি থেকে বের দিয়েছেন। উত্তরার বাড়িতে সেই মায়ের থাকার নির্দেশনা প্রার্থনা করছি। হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আবেদনের শুনানিতে গতকাল বুধবার বিচারপতি মো. আশফাকুল ইসলামের নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগে তিনি এসব কথা বলেন। আদালত এ বিষয়ে পরবর্তী শুনানির জন্য আগামী ৩০ এপ্রিল দিন ধার্য করেন। এর আগে গত ১৯ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর উত্তরায় পাঁচতলা বাড়িতে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের (আইসিটি) সাবেক প্রসিকিউটর তুরিন আফরোজের মা শামসু-ন্নাহার বেগম এবং তুরিন আফরোজের ভাই শিশির আহমেদ শাহনেওয়াজ আহমেদের বসবাস করা নিয়ে বিচারিক আদালতের স্থিতাবস্থার আদেশ বাতিল করে দেন হাইকোর্ট। এর ফলে ওই বাড়িতে শামসুন্নাহার বেগম ও শাহনেওয়াজের বসবাসের ক্ষেত্রে আর কোনও আইনগত বাধা নেই বলে জানিয়েছিলেন আইনজীবীরা। এ বিষয়ে জারি করা রুল যথাযথ ঘোষণা করে বিচারপতি মো. সেলিমের নেতৃত্বাধীন একক হাইকোর্ট বেঞ্চ এ রায় দেন। আদালতে আবেদনের পক্ষে শুনানিতে ছিলেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী জয়নুল আবেদীন, আইনজীবী বিএম ইলিয়াস কচি, ব্যারিস্টার মনজুর রাব্বী ও ব্যারিস্টার আতিকুল হক। তুরিন আফরোজের পক্ষে ছিলেন আইনজীবী মোহাম্মদ সাইফুল করিম। পরে ব্যারিস্টার আতিকুল হক বলেন, রাজধানীর উত্তরায় পাঁচতলা বাড়িতে বসবাসকে কেন্দ্র করে বিচারিক আদালতের স্থিতাবস্থার আদেশ বাতিল করে রায় দিয়েছেন হাইকোর্ট। এর ফলে ওই বাড়িতে তুরিন আফরোজের মা শামসুন্নাহার বেগম ও শাহনেওয়াজের বসবাসের ক্ষেত্রে আর কোনও আইনগত বাধা নেই। তিনি আরও বলেন, রাজধানীর উত্তরার রেসিডেনসিয়াল মডেল টাউনের ১১ নম্বর সড়কের ৩ নম্বর সেক্টরের ১৫ নম্বর প্লটের পাঁচতলা বাড়িতে ২০০২ সাল থেকে বসবাস করে আসছিলেন শামসুন্নাহার বেগম এবং তার ছেলে শিশির আহমেদ শাহনেওয়াজ। তবে নিজের ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে ২০১৭ সালে শামসুন্নাহ-ার বেগম ও শাহনেওয়াজকে ওই বাড়ি থেকে বের করে দেন তুরিন আফরোজ। পরে ওই বাড়ির ভোগ দখল ও মালিকানা দাবি করে শাহনেওয়াজ ও তুরিন আফরোজ ঢাকার যুগ্ম জেলা জজ আদালতে দুটি দেওয়ানি মামলা দায়ের করেন। ২০১৮ সালের ১১ অক্টোবর দুই পক্ষের আবেদনের শুনানি নিয়ে ওই বাড়ি ভোগদখলের ক্ষেত্রে স্থিতাবস্থা জারি করেন ঢাকার পঞ্চম যুগ্ম জেলা জজ আদালত।

ডিভোর্সের ৭ বছর পর মধ্যরাতে

ইসলামকে। স্থানীয় বাসিন্দা, প্রত্যক্ষদর্শী, ভুক্তভোগী গৃহবধূ ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, সোমবার রাত ১১টার দিকে কয়েল আনতে যায় হাবিবার স্বামী মো. এলাহী। এই সুযোগে হাবিবার ঘরে প্রবেশ করে সাবেক স্বামী পিয়ারুল ইসলাম। দুই সন্তান নিয়ে ঘুমন্ত অবস্থায় থাকা হাবিবার মুখ চেঁপে ধরে গলায় ছুরি ধরে পিয়ারুল। এসময় চিৎকার করলে আশেপাশের লোকজন ছুটে আসে। পালানোর চেষ্টা করলে তাকে আটক করে স্থানীয় জনতা। পরে পুলিশ ছুরিসহ তাকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। মামলার বাদি হাবিবা খাতুন বলেন, তার সাথে ৭ বছর আগেই সবার সম্মতিতে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়েছে। কিন্তু এরপরেও রাস্তাঘাটে আমাকে নানাভাবে বিরক্ত ও অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করতো। প্রতিবাদ করলেই নানারকম ভয়ভীতি ও হুমকি দিতো। হঠাৎ করে আমার স্বামী কয়েল আনতে গেলে ঘরে প্রবেশ করে গলায় ছুরি ধরে হত্যার চেষ্টা করে। পরে আমার চিৎকারে লোকজন আসলে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টাকালে স্থানীয় জনতা তাকে আটক করে। এ ঘটনার পর থেকে গলায় ছুরি ধরার ঘটনা মনে পড়লেই এখনও অনেক আতঙ্কে আছি। ভয়ের মধ্যে দিন পার করছি। ন্যায়বিচারের দাবিতে মামলা দায়ের করেছি। প্রত্যক্ষদর্শী তরিকুল ইসলাম বলেন, হঠাৎ করে চিৎকার শুনে আমরা ছুটে এসে দেখি পালিয়ে যাচ্ছে পিয়ারুল ইসলাম। এসময় তাকে আটকে রেখে পুলিশকে আমরা খবর দেয়। পরে পুলিশ ছুরিসহ তাকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মতিউর রহমান বলেন, স্থানীয়রা আটক করে পুলিশকে খবর দেয়। পরে ছুরিসহ তাকে আটক করে থানায় নেয়া হয়। মঙ্গলবার রাতে ভুক্তভোগী নারী মামলা দায়ের করেছেন? এ ঘটনায় তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে বলে জানান ওসি।

চিকিৎসকদের পদযাত্রায় পুলিশের

শুরু করেন চিকিৎসকরা। দোয়েল চত্বরে এলে পুলিশ তাদের অনুরোধ করে, সবাই না গিয়ে প্রতিনিধি পাঠাতে। কিন্তু চিকিৎসক এবং মেডিকেল শিক্ষার্থীরা পুলিশের বাধা উপেক্ষা করে দোয়েল চত্বর পার হয়ে যান। পরে শিক্ষাভবনের সামনে চিকিৎসকদের পদযাত্রা আটকে দেয় পুলিশ। এর আগে রায় ঘোষণাকে কেন্দ্র করে বেলা ১১টা থেকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে জড়ো হতে থাকেন চিকিৎসকরা। রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে এ কর্মসূচিতে চিকিৎসক এবং মেডিকেল শিক্ষার্থীরা যোগ দেন। চিকিৎসকদের পাঁচ দফা দাবি হলো-

১. এমবিবিএস/বিডিএস ছাড়া কেউ 'চিকিৎসক' লিখতে পারবেন না। বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিলের (বিএমডিসি) বিরুদ্ধে করা রিট ৭২ ঘণ্টার মধ্যে প্রত্যাহার করতে হবে। বিএমডিসি নিবন্ধন শুধু এমবিবিএস/বিডিএস ডিগ্রিধারীদের দিতে হবে। ২০১০ সাল থেকে হাসিনা সরকার ম্যাটসদের (মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল) বিএমডিসি থেকে নিবন্ধন দেওয়া শুরু করেছে। এ ম্যাটসদের বিএমডিসি থেকে নিবন্ধন দেওয়া অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।

২. উন্নত বিশ্বের চিকিৎসা ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ওভার দ্য কাউন্টার বা ওটিসি ড্রাগ লিস্ট আপডেট করতে হবে। এমবিবিএস বা বিডিএস ছাড়া অন্য কেউ ওটিসি লিস্টের বাইরের ওষুধ প্রেসক্রাইব করতে পারবে না। রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন ছাড়া ফার্মেসিগুলো ওটিসি লিস্টের বাইরের কোনও ওষুধ বিক্রি করতে পারবে না।

৩. স্বাস্থ্য খাতে চিকিৎসকের সংকট নিরসনে দ্রুত ১০ হাজার চিকিৎসক নিয়োগ দিয়ে সব শূন্যপদ পূরণ করতে হবে। আলাদা স্বাস্থ্য কমিশন গঠন করে আগের মতো সপ্তম গ্রেডে নিয়োগ দিতে হবে। প্রতি বছর চার থেকে পাঁচ হাজার চিকিৎসক নিয়োগ দিয়ে স্বাস্থ্য খাতের ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। চিকিৎসকদের বিসিএসে বয়সসীমা ৩৪ বছর করতে হবে।

৪. সব মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট স্কুল (ম্যাটস) ও মানহীন সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলো বন্ধ করতে হবে। এরই মধ্যে পাস করা ম্যাটস শিক্ষার্থীদের উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার পদবি রহিত করে মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. চিকিৎসকদের কর্মস্থলের নিরাপত্তায় চিকিৎসক সুরক্ষা আইন প্রণয়ন ও দ্রুত বাস্তবায়ন করা। এ ক্ষেত্রে দ্রষ্টব্য যে, ৩ সেপ্টেম্বর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ইমার্জেন্সি বিভাগে অতর্কিত সন্ত্রাসী হামলার প্রেক্ষাপটে চিকিৎসক সমাজের প্রতিবাদের মুখে সাত দিনের মধ্যে স্বাস্থ্য সুরক্ষা আইন বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ, যা আজ সাত মাস পেরিয়েও কোনও আলোর মুখ দেখেনি। চিকিৎসক সুরক্ষা আইন বাস্তবায়ন করতে হবে।

প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের রাস্তা

লাঠিচার্জ করতে দেখা যায়নি। পরে যান চলাচল শুরু হয়। এর আগে বেলা সোয়া ১২টার দিকে প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনা অভিমুখে প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পদযাত্রায় বাধা দেয় পুলিশ। তখন তারা রাস্তা দখল করে কাফনের কাপড় মুড়িয়ে শুয়ে পড়ে। এতে সড়কের যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় সমন্বয় পরিষদের দাবিগুলো হলো হচ্ছে- অনতিবিলম্বে সব বিশেষ (অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধী) বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি ও এমপিওভুক্ত সুনিশ্চিত করা; সব বিশেষ বিদ্যালয়ের প্রতিবন্ধীবান্ধব অবকাঠামো সুনিশ্চিত করতে হবে; বিশেষ শিক্ষার্থীদের ন্যূনতম শিক্ষা ভাতা তিন হাজার টাকা নিশ্চিত করতে হবে; শিক্ষার্থীদের মিডডে মিলসহ শিক্ষা উপকরণ, খেলাধুলা সরঞ্জাম প্রদান ও থেরাপি সেন্টার বাস্তবায়ন করতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের ভোকেশনাল শিক্ষা কারিকুলামের আওতায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও পুনর্বাসন সুনিশ্চিত করতে হবে।

রাজধানীতে সাধ্যের মধ্যে

পেয়ে যাবেন জার্মান সিলভারের গলার মালা ও কানের দুলের সেট। টানা ঝুমকা ৪০০ থেকে ৬০০ টাকার মধ্যেই পেয়ে যাবেন। চাঁদনি চক ও গাউছিয়ার দোকানগুলোয় আজকাল মখমল লাগানো কাচের চুড়িও পাওয়া যাচ্ছে। ১২ পিসের এক সেট মখমল লাগানো কাচের চুড়ির দাম ১৫০ থেকে ২০০ টাকা। এ ছাড়া ৫০ টাকাতেই পেয়ে যাবেন ছিমছাম একগুচ্ছ রেশমি কাচের চুড়ি। বর্তমানে ২২ ক্যারেট রুপার দাম চলছে ২ হাজার ৫৭৭ টাকা আর ১৮ ক্যারেট রুপা পাবেন ২ হাজার ১১০ টাকায়। এ ছাড়া গয়নার ডিজাইনভেদে মজুরি শুরু হয় ৫০০ টাকা থেকে। ঈদে অনেকেই তাই জামার সঙ্গে মিলিয়ে নতুন ব্যাগ ও জুতা কেনেন। এবারের জুতা-ব্যাগের চলটা অবশ্য দেশি-পাশ্চাত্যদুটো মিলিয়েই। নিউমার্কেট ও গাউছিয়ায় পেয়ে যাবেন দেশিবিদেশি বিভিন্ন ধরনের জুতা। নকশার পাশাপাশি জুতার রং ও কাটে দেখা গেছে বৈচিত্র্য। বেশির ভাগ চলছে ইন্ডিয়ান নাগরা, দাম ৩০০ থেকে ৪০০ টাকা। পাশ্চাত্য পোশাকের সঙ্গে কেডস পরতে চাইলে গুনতে হবে ১ থেকে ২ হাজার টাকা। চামড়ার বিভিন্ন জুতাও পেয়ে যাবেন নিউমার্কেটের দোকানগুলোয়। নিউমার্কেটের ব্যাগ ও জুতার দোকানের বেশির ভাগ জুতাই এসেছে চীন ও থাইল্যান্ড থেকে। এসব জুতার দাম শুরু হাজারের ওপর থেকে। চামড়ার তৈরি ব্যাগও পেয়ে যাবেন, মিলবে ১ হাজার ২০০ টাকা থেকে ২ হাজার টাকায়। চাঁদনি চকের তৃতীয় তলায় ক্রিসবেলা, রোবো টিফেনি, সাইবা, ক্রিস্টিনা অ্যান্ড ওকের ব্যাগ। দাম পড়বে আড়াই হাজার থেকে সাড়ে ৩ হাজার টাকা। এ ছাড়া নিচতলায় থাকা নন্‌ব্র্যান্ডেড ব্যাগ পেয়ে যাবেন ৩০০ থেকে ৬০০ টাকার মধ্যে। ঈদের শাড়ির সঙ্গে সাধারণত ভারী গোছের ব্লাউজই বেছে নেওয়া হয়। তৈরি করা কাতান ব্লাউজের দাম পড়বে ৩৫০ টাকা। এ ছাড়া সুতি শাড়ির জন্য ৩০০ টাকাতেই পাবেন চিকেন কাপড়ের ব্লাউজ। ব্যবসায়ীরা বলছেন, গত শুক্রবার থেকেই ঈদের কেনাবেচা মূলত শুরু হয়েছে। পুরোদমে বিক্রি শুরু না হলেও, অন্যবারের তুলনায় এবার কেনাবেচা ভালো হওয়ার আশা ব্যবসায়ীদের।

পুলিশের জন্য নেয়া হচ্ছে

ছয় মাসের বেশি সময়ে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসেনি। বরং ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীর মতো এলাকাগুলোয় খুন, অপহরণ, ডাকাতি, ছিনতাইয়ের মতো অপরাধের ঘটনা বেড়ে গেছে। এর বড় কারণ হলো পুলিশ বাহিনীর যানবাহন ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের ঘাটতি। ওসব বিষয় জানিয়ে এরই মধ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চিঠি দিয়েছে পুলিশ। পাশাপাশি সংকট মোকাবেলায় ৪১৮টি গাড়ি কেনার প্রস্তাবও দেয়া হয়েছে। ওই প্রস্তাব যাচাই করে এরই মধ্যে অর্থ মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় অর্থ পুলিশ বাহিনীকে হস্তান্তর করেছে। সূত্র জানায়, গতবছরের ৫ আগস্টের আগে-পরে এসপিদের ব্যবহৃত ১৩টি এসইউভি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়ে। তার মধ্যে পাঁচটিকে মিৎসুবিশি পাজেরো স্পোর্টস কিউএক্স মডেলের এসইউভি দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হচ্ছে। আর আন্দোলনের সময় ক্ষতিগ্রস্ত হয় পুলিশের ২২০টি ডাবল কেবিন পিকআপ। সেগুলো প্রতিস্থাপনের জন্য কেনা হচ্ছে ২০০টি ডাবল কেবিন পিকআপ। মূলত এ ডাবল কেবিন পিকআপগুলো থানার পেট্রল ডিউটিতে ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে ওই শ্রেণীর গাড়ি কম থাকায় টহল কার্যক্রম পরিচালনায় সমস্যা হচ্ছে। সূত্র আরো জানায়, গাড়ির নতুন ক্রয়তালিকায় সবার ওপরে পাঁচটি জিপ রয়েছে। রেজিস্ট্রেশন, ভ্যাট, ট্যাক্সসহ গাড়িগুলোর প্রতিটির মূল্য ধরা হয়েছে ১ কোটি ৬৯ লাখ ৩৫ হাজার টাকা। পাঁচটি জিপ কেনার জন্য মোট ৮ কোটি ৪৬ লাখ ৭৫ হাজার টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। তারপর ২ হাজার সিসির নিচে আরো ১৫টি এসইউভি কেনা হবে, যার দাম ধরা হয়েছে প্রতিটি ৬৫ লাখ টাকা করে মোট ৯ কোটি ৭৫ লাখ টাকা। ডাবল কেবিন পিকআপ ২০০টি কেনা হবে। এর প্রতিটির জন্য বরাদ্দকৃত টাকার পরিমাণ ৫৬ লাখ ২০ হাজার টাকা। সেজন্য মোট বরাদ্দের পরিমাণ ১১২ কোটি ৪০ লাখ টাকা। আর অনূর্ধ্ব ২ হাজার ৭০০ সিসির আটটি মাইক্রোবাস কেনার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৪ কোটি ১৬ লাখ টাকা। তার বাইরে ৩ টন ও ৫ টনের ১৬টি ট্রাক কেনার জন্য মোট বরাদ্দ ৫ কোটি ৬৬ লাখ টাকা। চারটি বাস কেনার জন্য বরাদ্দ ১ কোটি ৮৭ লাখ ৪০ হাজার টাকা। ২ কোটি ৮৫ লাখ টাকা বরাদ্দ পাঁচটি প্রিজনার্স ভ্যান কেনার জন্য দেয়া হয়েছে। ১৫২টি মোটরসাইকেল কেনার জন্য বরাদ্দ ৩ কোটি ৮০ লাখ টাকা। ১০ টনের আটটি রেকার কেনার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ১৬ কোটি টাকা। চারটি এপিসি কেনার জন্য ২৪ কোটি টাকা এবং একটি ডগ ভ্যান কেনার জন্য ৭৫ লাখ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। পুলিশ সুপারদের জন্য কেনা মিৎসুবিশি পাজেরো স্পোর্টস কিউএক্স মডেলের এসইউভি ২ হাজার ৪৭৭ সিসি ক্ষমতাসম্পন্ন। তাতে ৫ স্পিড অটো ট্রান্সমিশন, ইমোবিলাইজার, চাইল্ড লক, ভ্যাকিউম ব্রেক বুস্টার, সেন্টার পাওয়ার ডোর লকের মতো অত্যাধুনিক সুবিধা রয়েছে। এদিকে পুলিশ বিভাগ নতুন গাড়ি কেনার জন্য এ বরাদ্দও যথেষ্ট মনে করছে না। বাহিনীটির সদর দপ্তর থেকে পুলিশের জন্য গাড়ি কেনায় মঞ্জুরীকৃত অর্থের পরিমাণ সংশোধনের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। তার মধ্যে ২ হাজার সিসি সক্ষমতার ১৫টি এসইউভি কেনায় প্রতিটির জন্য ৬৫ লাখ টাকা বরাদ্দের বর্তমান বাজারদরের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয় বলে মতামত দেয়া হয়েছে। সেটির জন্য বরাদ্দ বাড়ানোর প্রস্তাব বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তাছাড়া প্রস্তাবিত ৪১৮টি গাড়ির মধ্যে ২২৮টি দেশীয় সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ক্রয়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়েছে পুলিশ সদর দপ্তর। প্রতিটি ডাবল কেবিন পিকআপের জন্য অর্থ বিভাগ বরাদ্দ ৫৬ লাখ ২০ হাজার টাকার পরিবর্তে ৮৭ লাখ টাকা পুনর্নির্ধারণের প্রস্তাব করা হয়েছে। একইভাবে মাইক্রোবাসের জন্য ৫২ লাখ টাকার পরিবর্তে ৫৫ লাখ টাকা, ৩ টনের ট্রাকের জন্য ৩১ লাখ ৭৫ হাজার টাকার পরিবর্তে ৩৮ লাখ এবং ৫ টনের ট্রাকের জন্য ৩৬ লাখ টাকার পরিবর্তে ৪৫ লাখ টাকা পুনর্নির্ধারণের প্রস্তাব করা হয়েছে। তাছাড়া বাস কেনার ক্ষেত্রে ৪৬ লাখ ৮৫ হাজার টাকার পরিবর্তে ৪৮ লাখ টাকার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। আর তিনটি প্যাট্রোল বোট প্রতিস্থাপনের জন্য ১ কোটি ২৫ লাখ এবং চারটি স্পিড বোটের জন্য ৩ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়ার প্রস্তাব করেছে পুলিশ সদর দপ্তর। অন্যদিকে এ বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব: পুলিশ ও এনটিএমসি অনুবিভাগ) খন্দকার মো. মাহাবুবুর রহমান জানান, ৫ আগস্টের আগে ও পরে দেশব্যাপী পুলিশের বহু স্থাপনা ও যানবাহন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তার মধ্যে অনেকগুলো যানবাহন একেবারেই ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। এখন ধাপে ধাপে পুলিশের যানবাহন প্রতিস্থাপন করা হবে। প্রথম পর্যায়ে ৪১৮টি গাড়ি কেনার অর্থ বরাদ্দ হয়েছে। পরে আরো হবে। এভাবে আগামী অর্থবছরের মাঝামাঝি নাগাদ পুলিশের চাহিদা অনুযায়ী সব যানবাহন প্রতিস্থাপন সম্ভব হবে। পাশাপাশি কিছু গাড়ির দাম বরাদ্দ দেয়া অর্থের চেয়েও বেশি। সেগুলো সবার সঙ্গে আলোচনা করে সমন্বয় করা হবে। সরকার সর্বোচ্চ সাশ্রয়ী মূল্যে গাড়িগুলো কিনতে চায়। পুলিশ যাতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সার্বিকভাবে ভূমিকা রাখতে পারে সে বিষয়ে সর্বোচ্চ চেষ্টা অব্যাহত রাখা হয়েছে।

হাইকোর্টে শমী কায়সারের জামিন

এম ইব্রাহিম খলিল : বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে ১৮ জুলাই ইশতিয়াক মাহমুদ নামের এক ব্যবসায়ীকে হত্যার চেষ্টা হয়। ওই ঘটনায় ২৯ সেপ্টেম্বর উত্তরা পূর্ব থানায় একটি হত্যাচেষ্টা মামলা হয়। সে মামলায় ৫ নভেম্বর শমী কায়সারকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরবর্তীতে রিমান্ড শেষে শমী কায়সারকে ৯ নভেম্বর কারাগারে পাঠান আদালত। মামলায় নিম্ন আদালতে বিফল হয়ে হাইকোর্টে জামিন চেয়ে আবেদন করেন শমী কায়সার। এই আবেদনের শুনানি নিয়ে ১০ ডিসেম্বর হাইকোর্ট রুল জারি করে তাকে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন দেন। এই আদেশ স্থগিত চেয়ে রাষ্ট্রপক্ষ আপিল বিভাগে আবেদন করে। ১২ ডিসেম্বর আপিল বিভাগের চেম্বার আদালত তার জামিন স্থগিত করে। পরবর্তীতে আপিল বিভাগ রুল শুনানির জন্য বিচারপতি আবু তাহের মো. সাইফুর রহমানের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে পাঠান। সে অনুযায়ী রুল শুনানি হয়।

পুলিশের ওপর বাম নেতাকর্মীদের

বাংলায় খবর দে, শাহবাগের কবর দে, শাহবাগী হামলা করে, ইন্টেরিম কই গেছে- ইত্যাদি স্লোগান দিতে দেখা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থী এবি জুবায়ের বলেন, ২৪-এর বাংলায় শাহবাগের ঠাঁই নাই। ২০১৩ সালে গণজাগরণ মঞ্চ তৈরি করে যারা হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল তারা আবারও সংগঠিত হওয়ার চেষ্টা করছে। আমাদের পুলিশ ভাইদের ওপর হামলা করেছে। আমরা বেঁচে থাকতে এই বাংলাদেশে শাহবাগীদের স্থান হবে না। তিনি বলেন, আমাদের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী অনেক শান্তিপূর্ণভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করেছে। কিন্তু কুখ্যাত শাহবাগীরা তাদের ওপর হামলা করেছে। এই বাংলাদেশে আমরা কোনোদিন শাহবাগীদের পুনরুত্থান মেনে নিবো না। আমরা ছাত্রসমাজ, আমাদের দেহে একবিন্দু রক্ত থাকা পর্যন্ত তাদের উদ্দেশ সফল হতে দিবো না। বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী মুসাদ্দিক আলী ইবনে মোহাম্মদ বলেন, শাহবাগীরা দেখো আমরা লুঙ্গি পড়ে চলে আসছি। আপনারা দেশের আইন-শৃঙ্খলাকে বিনষ্ট করার জন্য আজকে পুলিশের ওপর হামলা করেছেন। অতি দ্রুত নারীসহ সবাইকে গ্রেপ্তার করতে হবে। উপদেষ্টাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, হাসিনা থেকে শিক্ষা নেন। না হলে আর একটি গণঅভ্যুত্থান দেখতে হবে।

কামরাঙ্গীরচরে বিএনপির দুপক্ষের

মেম্বারের বাড়িতে হামলা চালায় এবং কয়েক রাউন্ড গুলি ও ককটেল নিক্ষেপ করে। এতে বেশ কয়েকজন আহত হন। সংঘর্ষের পর পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছালে হামলাকারীরা সরে যায়। তবে রাত দেড়টায় এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত দুই পক্ষের নেতা-কর্মীরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এলাকায় মহড়া দিচ্ছে বলে জানা যায়। এঘটনায় পুরো কামরাঙ্গীরচর এলাকায় স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। কামরাঙ্গীরচর থানার ওসি মো. আমিনুল ইসলাম বলেন, মেলার টেন্ডার ও এলাকার আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বিএনপির দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এতে কয়েকজন আহত হয়েছেন। তবে পুলিশ ও সেনাবাহিনী মোতায়েনের পর পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। আমি নিজেও ঘটনাস্থলে আছি। এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক আছে।

বাধা উপেক্ষা করে যমুনায় যাওয়ার

প্রতিনিধি মিলে সেখানে যেতে পারেন। কিন্তু তারা রাজি হননি। পরে বাধা উপেক্ষা করে তারা সামনের দিকে যেতে চাইলে পুলিশ তাদের ওপর জলকামান নিক্ষেপ করে। তাতেও ফেরানো যায়নি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের। পরে পুলিশ বাধ্য হয়ে তাদের ওপর লাঠিচার্জ করে। এই ঘটনায় অন্তত পাঁচজন বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষকদের আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। এর আগে সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক মো. ফিরোজ উদ্দিন বলেন, বৈষম্যের শিকার হচ্ছে সারা বাংলাদেশের তৃতীয় ধাপে জাতীয়করণ থেকে বাদ পড়া চলমান যোগ্য বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো। গত ৩ ফেব্রুয়ারি প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় থেকে পাঠানো চিঠির দ্রুত বাস্তবায়নের দাবিতে গত ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে আমরা অবস্থান করছি। ২০১৩ সালে সারা বাংলাদেশের ২৬ হাজার ১৯৩টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করলেও সময়োপযোগী থাকার পরেও শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে সারা বাংলাদেশের চলমান যোগ্য ৪ হাজারের অধিক বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ থেকে বাদ পড়ে যায়। এরই সঙ্গে প্রায় ৮ লক্ষাধিক শিক্ষার্থী তাদের মৌলিক অধিকার হতে বঞ্চিত হয়েছে। তিনি বলেন, ২০১৫ সাল থেকে আমরা জাতীয়করণের দাবিতে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে ২০১৮ সালে ১৮ দিন, ২০১৯ সালে ৫৬ দিন, ২০২৪ সালে ১০ ও ১১ সেপ্টেম্বর এবং সর্বশেষ ২০২৫ সালের ২৫ জানুয়ারি থেকে ২৭ জানুয়ারি পর্যন্ত আন্দোলন কর্মসূচি পালন করেছি। ২৫ থেকে ২৭ জানুয়ারি আন্দোলনের ফলে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় থেকে একটি চিঠি মন্ত্রণালয়ের ইস্যু করা হয়। এই চিঠি দ্রুত বাস্তবায়নের জোর দাবি জানাচ্ছি।

সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ছেলে

আবেদন করেন। এ সময় রিমান্ড মঞ্জুরের পক্ষে শুনানি করেন ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর ওমর ফারুক ফারুকী। অন্যদিকে আসামি পক্ষে রিমান্ড বাতিল ও জামিন চেয়ে আবেদন করা হয়। উভয়পক্ষের শুনানি শেষে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আওলাদ হোসাইন মুহাম্মদ জোনাইদের আদালত জামিন নামঞ্জুর করে রিমান্ডের আদেশ দেন। মামলা সূত্রে জানা গেছে, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চলাকালে গত ১৯ জুলাই দুপুর আড়াইটায় রামপুরা টিভি সেন্টারের সামনে আন্দোলনে অংশ নেন মেডিকেল কর্মচারী তামিম আব্দুল্লাহ নাহিন। এসময় পুলিশ ও আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের হামলায় হাঁটুর নিচে গুলিবিদ্ধ হন তিনি। এ ঘটনায় তার মা নাজনীন কবির গত ২৬ সেপ্টেম্বর রামপুরা থানায় একটি হত্যাচেষ্টা মামলা দায়ের করেন। এর আগে, গত ১৩ সেপ্টেম্বর রাত সাড়ে তিনটার দিকে রাজধানীর উত্তরার একটি বাসা থেকে জ্যোতিকে গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর অনেকগুলো হত্যা ও হত্যাচেষ্টা মামলায় তিনি রিমান্ড ভোগ করেন।

শিক্ষার্থী হত্যা মামলায় সাবেক এমপি

আসামিপক্ষের আইনজীবী। উভয়পক্ষের শুনানি শেষে আদালত আসামির জামিন নামঞ্জুর করে রিমান্ডের আদেশ দেন। মামলার সূত্রে জানা যায়, বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী ছাত্র আন্দোলনে শেখ হাসিনার পলায়নের একদিন পর গত বছরের ৬ আগস্ট ভোরে লালবাগ থানাধীন বেড়িবাঁধ এলাকায় বিজয় মিছিল বের করে ছাত্র-জনতা। মিছিলে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা গুলি চালালে শিক্ষার্থী শাহরিয়ার হাসান (১৯) গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। এ ঘটনায় গত ২৯ সেপ্টেম্বর নিহতের ভাই মো. মাজেদুল ইসলাম লালবাগ থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। গত বছরের ১৪ নভেম্বর গভীর রাতে ঢাকার গুলশান এলাকা থেকে সোলাইমান সেলিমকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এরপর থেকে অনেকগুলো হত্যা ও হত্যাচেষ্টা মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে রিমান্ড ভোগ করেন তিনি।

সাবেক মন্ত্রী চৌধুরী কামাল ইবনে

মাঠে তার জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। দলের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাজায় শরিক হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো। মির্জা ফখরুলের শোক: বেগম শায়লা কামালের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। এক শোক বার্তায় তিনি তার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

রিজার্ভ চুরির ঘটনা পর্যালোচনায়

আহমদ তৈয়ব, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের পরিচালক আলী আশফাক এবং রূপালী ব্যাংকের চেয়ারম্যান মো. নজরুল হুদাকে কমিটিতে সদস্য করা হয়েছে। কমিটিকে ২০১৬ সালে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির ঘটনা তদন্তকাজের অগ্রগতি ও এ সংক্রান্ত গৃহীত সরকারি অন্য পদক্ষেপগুলো পর্যালোচনা, এ ঘটনার দায়দায়িত্ব নির্ধারণ এবং এর পুনরাবৃত্তি রোধে প্রয়োজনীয় সুপারিশ দিতে বলা হয়েছে। আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা দেবে। কমিটি প্রয়োজনে সদস্য অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে। কমিটি প্রয়োজন অনুসারে সভাও করতে পারবে। ২০১৬ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ থেকে ৮ কোটি ১০ লাখ ডলার চুরি হয়। অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিরা সুইফট পেমেন্ট পদ্ধতিতে প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক অব নিউইয়র্কে রাখা বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ থেকে এই বিপুল অর্থ হাতিয়ে নেয়।

বাংলাদেশ কারও তালুকদারি

'একটা কথা আছে ন্য সব পাখি মাছ খায় দোষ পড়ে মাছরাঙার। এখন বিএনপির বিরুদ্ধে বলতে সহজ। মরহুম সাইফুর রহমান সাহেব বলতেন, সিলেটি ভাষায় বলতেনড়্হাড্ডির পাশের মাংস খাইতে খুব মজা লাগে। বিএনপির একটি বড় দল, গোছানো দল, সুন্দর দলড়এই দলের বদনাম করতে খুব মজা লাগে মানুষের।'

'বিভিন্ন দল একযোগে, বিভিন্ন টেলিভিশন একযোগে, বিভিন্ন ইউটিউবার একযোগে বিএনপির বিরুদ্ধে কথা বলছে। এগুলোকে প্রতিরোধ করতে হবে আমাদের কাজের মাধ্যমে। জনগণের পাশে থেকে তাদের বোঝাতে হবে বিএনপি ছাড়া এ দেশের মানুষের কোনও বন্ধু নাই।' 'চাঁদাবাজদের প্রতিরোধ করুন' মির্জা আব্বাস বলেন, 'আপনাদের বিরুদ্ধে অনেক বদনাম করতেছে কিন্তু ওই লোকগুলো। অপকর্ম করে তারা, চাঁদাবাজি করে তারা, দুষ্কর্ম করে তারা, চাপিয়ে দেয় বিএনপির ওপরে। এসব চাঁদাবাজদের প্রতিরোধ করতে হবে, প্রতিহত করতে হবে মুখের কথা অথবা কাজে।' 'যদি না করেন আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান সাহেব বারবার বলেছেন, যদি জনগণের মন থেকে উঠে যান্‌ আওয়ামী লীগের যে পরিণতি হয়েছে, তার চেয়েও ভয়াবহ পরিণতি হতে পারে। সাবধান থাকবেন।'

তিনি বলেন, 'আপনাদের সবার নামে না, দুই-একজনের নামে অভিযোগ আছে। আমার একটা এলাকায় একশত কর্মী আছে, দুইটা কর্মী খারাপ, বদমাইসি-অপকর্ম করে। কিন্তু আমার ৯৮ জন কর্মী তো খারাপ না। সুতরাং, দুজন লোকের জন্য আমার সব কর্মী কালিমালিপ্ত হবে, এটা হতে দেওয়া ?যাবে না।' 'যদি কোনও চাঁদাবাজ ঢুকে পড়ে কিংবা আসে্‌ অনেক চাঁদাবাজ কিন্তু আওয়ামী লীগ্‌ এখন দলের মধ্যে আছে। সব দলেই বিএনপিতে আছে, জামায়াতে আছে এবং অন্যান্য সংগঠনের ?ঢুকে গেছে তারা। সব দলে কম-বেশি আশ্রয় নিয়ে নিয়েছে। তাদের চিহ্নিত করেন, চিহ্নিত করে ওদের দল থেকে বের করে দেন, অথবা পুলিশে সোপর্দ করেন।' মির্জা আব্বাস বলেন, 'ওরা ঢুকতে পারে, কিন্তু চিহ্নিত করে একটা একটা করে দল থেকে বের করে দেবেন, দলে ওদের অবস্থান হবে না।' 'বিএনপিতে কোনও অপকর্মকারী, কোনও দুষ্কৃতকারী, কোনও চাঁদাবাজের জায়গা নাই, হবে না, কেন খারাপ লোকের জায়গা বিএনপিতে হবে, এই কথা মনে রাখবেন।' ঢাকা মহানগর দক্ষিণের আহ্বায়ক রফিকুল আলম মজনুর সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব তানভীর আহমেদ রবিনের সঞ্চালনায় কর্মশালায় মহানগরের নেতারা বক্তব্য রাখেন।

স্বর্ণের দোকানে বাড়ছে চুরি-ডাকাতি

উপদেষ্টার সহযোগিতা কামনা করছি। বাজুসের সাধারণ সম্পাদক বাদল চন্দ্র রায় বলেন, এ ধরনের অপরাধের পুনরাবৃত্তি রোধে দেশের জুয়েলারি প্রতিষ্ঠান ও স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানাচ্ছি। একই সাথে জুয়েলারি ব্যবসায়ীদের লাইসেন্সকৃত বৈধ অস্ত্র অনতিবিলম্বে ফেরত প্রদানে করা জন্য তিনি অনুরোধ করেন। পরিসংখ্যান তুলে ধরে বাজুস জানিয়েছে, নতুন বছরের প্রথম তিন মাসেই সারা দেশে চুরি ও ডাকাতি সংঘটিত হয়েছে ১১টি। যার মধ্যে গত ৩ জানুয়ারি ধানমন্ডির ঝিগাতলায় সীমান্ত সম্ভার মার্কেটে 'ক্রাউন ডায়মন্ড অ্যান্ড জুয়েলার্স' থেকে ১৫৯ ভরি স্বর্ণের অলঙ্কার, ৯ জানুয়ারি সিলেটের 'নুরানী জুয়েলার্স' থেকে ২৫০ ভরি স্বর্ণ, একই দিন ফরিদপুরের প্রগতি জুয়েলার্সে ভরদুপুরে চুরির চেষ্টা, ১২ জানুয়ারি পটুয়াখালীর কলাপাড়ার 'ঐশী জুয়েলার্স' থেকে ৬০ ভরি স্বর্ণের অলঙ্কার ও নগদ ২ লাখ টাকা এবং ২৪ জানুয়ারি রাজধানীর হাজারীবাগে 'ইতি জুয়েলার্স' থেকে ৭০ ভরি স্বর্ণের অলঙ্কার লুট হয়। আর পরের মাসে ৯ ফেব্রুয়ারি কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম থেকে ২৫ ভরি স্বর্ণ, ২০ ফেব্রুয়ারি ফরিদপুরের 'পুস্পিতা জুয়েলার্স' থেকে ১৪ ভরি স্বর্ণ ও নগদ ৩ লাখ ২৫ হাজার টাকা ডাকাতি করে নিয়ে যায়। এছাড়াও গত ২৩ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর বনশ্রীতে ব্যবসা শেষে ফেরার সময় নিজ বাসার সামনে গুলি করে ২০০ ভরি স্বর্ণ ও ২ লাখ টাকা লুট করে নিয়ে যায় সন্ত্রাসীরা। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি মিরপুর-১০ এর শাহআলী প্লাজা মার্কেটে জুমার নামাজের সময় ১৪-১৫ জনের একটি ডাকাত চক্র লুনা জুয়েলার্স থেকে তালা কেটে ডাকাতির চেষ্টা করে। দিন-দুপুরেও এমপ ঘটনা ব্যবসায়ীদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। শুধু তাই নয়, গত ৯ মার্চ ঝালকাঠিতেও স্বর্ণের দোকানে ডাকাতির চেষ্টা করে। সবশেষ গত ৯ মার্চ দিবাগত রাতে আশুলিয়াতে নিজ দোকানে দিলীপ কুমারকে কুপিয়ে হত্যা করে ১৫-২০ ভরি স্বর্ণ লুট করে নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। এরআগে গত বছরের ৭ সেপ্টেম্বর রাতে রামপুরায় অবস্থিত মোল্লা টাওয়ারের দি মনিকা জুয়েলার্স ও দি সুলতানা জুয়েলার্স নামক দুটি জুয়েলারি প্রতিষ্ঠানে ডাকাতি করে নিয়ে যাওয়া হয় ১ হাজার ৯৫ ভরি স্বর্ণ, ৪৫০ ভরি রূপা ও নগদ ১৩ লাখ টাকা। এছাড়াও ৮ নভেম্বর লক্ষ্মীপুরে নিজ প্রতিষ্ঠান থেকে বাসায় ফেরার পথে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয় হিরা লাল দেবনাথকে এবং ৯ নভেম্বর মিরপুরের স্পার্কেল জুয়েলার্স ও আবান গোল্ড থেকে সোয়া ৩ কোটি টাকা মূল্যের স্বর্ণের অলঙ্কার, ২৮ অক্টোবর খুলনার দৌলতপুরে দত্ত জুয়েলার্স থেকে ৫ ভরি স্বর্ণের অলঙ্কার ও নগদ ২ লাখ টাকা লুট করাসহ মোহাম্মদপুরস্থ টোকিও স্কয়ার মার্কেটে একটি ডায়মন্ডের দোকানে চুরির ঘটনা ঘটে।

দেশের পাশাপাশি বিদেশেও বড়

ব্রেড ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শফিকুর রহমান ভূঁইয়া বলেন, 'বাংলাদেশের মানুষের খাদ্যাভ্যাস বদলাচ্ছে। আগে শুধু ঈদে সেমাই খাওয়ার রেওয়াজ থাকলেও এখন বছরজুড়েই এ খাদ্যপণ্যটির চাহিদা থাকে। ফলে সেমাইয়ের বাজারও বিস্তার লাভ করছে।' সেমাইয়ের বাজারে এখন বড় বড় কোম্পানি নেতৃত্ব দিচ্ছে জানিয়ে তিনি বলেন, 'এক দশক আগেও দেশে সেমাইয়ের উৎপাদন অর্ধেকের কম ছিল। করপোরেট কোম্পানিগুলো এ বাজারকে ভিন্নমাত্রায় এনেছে। বেশকিছু কোম্পানি সেমাই রপ্তানি করছে। মানুষ এখন স্বাস্থ্য বিষয়ে বেশ যত্নশীল, সেটাও সেমাইয়ের বাজার বড় হওয়ার কারণ।' রপ্তানি হচ্ছে ৪০ দেশে জানা যায়, আমেরিকা-ইউরোপের বিভিন্ন দেশসহ প্রতিবেশী দেশ ভারতেও সেমাই রপ্তানি করছে দেশীয় কোম্পানিগুলো। এর মধ্যে প্রাণ, স্কয়ার, বনফুল, কিশোয়ান, ইস্পাহানি, ড্যানিশ, রোমানিয়া, কোকোলা, ডেকো, ওয়েল ফুডের মতো কোম্পানি দেশ-বিদেশে সেমাই রপ্তানি করছে। বড় বিনিয়োগ, উন্নত প্রযুক্তি ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অঙ্গীকারে এসব প্রতিষ্ঠানের সেমাই এখন গ্রাহক চাহিদার শীর্ষে। রপ্তানি দেশের সংখ্যা এখন ৪০টি। ড্যানিশ ফুডের হেড অব বিজনেস দেবাশীষ সিংহ বলেন, 'বিদেশেও সেমাইয়ের একটি বড় বাজার তৈরি হয়েছে। সারা বছর যে পরিমাণে সেমাই রপ্তানি হয়, এর ৭০ শতাংশ ঈদকেন্দ্রিক। ওইসব দেশেও এখন উৎসব ও অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক পণ্য বাংলাদেশি সেমাই।' আঞ্চলিক ব্র্যান্ডেরও রয়েছে কাটতি খাত সংশ্লিষ্টরা আরও বলছেন, সেমাইয়ের বাজার মোটা দাগে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত। এগুলো হলো- সাধারণ বেকারির তৈরি, ছোট ছোট অঞ্চল বা এলাকাভিত্তিক ব্র্যান্ড এবং প্রতিষ্ঠিত বড় কোম্পানির কারখানায় উৎপাদিত সেমাই। সাধারণ বেকারির মধ্যে আবার অধিকাংশ শুধু ঈদকেন্দ্রিক। অঞ্চলভিত্তিক জনপ্রিয় ব্র্যান্ডও রয়েছে। যেমন- উত্তরবঙ্গে বগুড়ার আকবরিয়া একটি জনপ্রিয় সেমাইয়ের ব্র্যান্ড। ওই এলাকা থেকে এশিয়া, শ্যামলী, কোয়ালিটি, খাজা বেকারি, ফুড ভিলেজের মতো আরও বেশ কিছু ব্র্যান্ড সারাদেশে সেমাই বিক্রি করছে। দেশের বড় শিল্পগোষ্ঠীগুলো সেমাই তৈরিতে মনোযোগী হওয়ার পর ছোট বেকারিগুলো এ পণ্যটির উৎপাদন ধীরে ধীরে কমিয়ে দিচ্ছে। একসময় স্থানীয় কারখানায় তৈরি সেমাই জনপ্রিয়তা পেলেও এখন দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিতে বড় কোম্পানির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে টিকতে পারছে না মাঝারি বা ছোট প্রতিষ্ঠানগুলো। দেশে সেমাইয়ের বড় ব্র্যান্ড বনফুল। কোম্পানিটি ১৯৮৯ সাল থেকে সেমাই উৎপাদন করছে। বনফুল অ্যান্ড কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক শহিদুল ইসলাম বলেন, রুচির পরিবর্তন, ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য সচেতনতা- এ তিন কারণে এখন বাজারে প্যাকেটজাত সেমাইয়ের চাহিদা অনেক বেশি। দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে পণ্যটির রপ্তানিও বাড়ছে। শুধু ঈদে নয়, সেমাইয়ের ভালো চাহিদা এখন বছরজুড়েই।' বনফুলের পরে বাজারে বড় কোম্পানি প্রাণ। লাচ্ছা ও সেমাই বিক্রি করে কোম্পানিটি। প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের উপ-মহাব্যবস্থাপক (জনসংযোগ) তৌহিদুজ্জমান বলেন, 'ঈদের চাহিদার কারণে প্রাণ পুরো সক্ষমতা ব্যবহার করে সেমাই উৎপাদন করছে প্রাণ। গত বছরের চেয়ে এবছর সেমাইয়ের ব্যবসায় প্রবৃদ্ধি ২৫ শতাংশের মতো। পুরোদমে রপ্তানিও হচ্ছে। শহরের পাশাপাশি গ্রামেও এখন ভালো সেমাই বিক্রি হচ্ছে।' দরদাম কেমন রাজধানীর বিভিন্ন বাজার ঘুরে দেখা যায়, লাচ্ছা সেমাইয়ের ২০০ গ্রামের প্যাকেট কোম্পানিভেদে ৪৫ থেকে ৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। আবার কোম্পানির চিকন সাদা সেমাইও ২০০ গ্রামের প্যাকেটের দাম ৪৫ টাকা। আর ঘিয়ে ভাজা বা স্পেশাল ৪০০ গ্রামের প্যাকেট বিক্রি হচ্ছে ২১০ টাকা থেকে শুরু করে ৪৫০ টাকা পর্যন্ত। এছাড়া খোলা লাচ্ছা সেমাই বিক্রি হচ্ছে কেজিপ্রতি ১৮০ থেকে ২২০ টাকায়। খোলা চিকন সেমাই ১২০-১৮০ টাকা দামে বিক্রি হতে দেখা গেছে। গত বছরও সেমাইয়ের দাম একই রকম ছিল বলে জানান বিক্রেতারা।

'গলা কাটা রানা' গ্যাংয়ের সদস্য ইসমাইল গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর মোহাম্মদপুরে মুন্না হাওলাদার হত্যা মামলার এজাহারভুক্ত আসামি মো. ইসমাইল হোসেনকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব। সংস্থাটি বলছে, ইসমাইল 'অ্যালেক্স ইমন' এবং 'গলা কাটা রানা' কিশোর গ্যাংয়ের অন্যতম ঘনিষ্ঠ সদস্য। গত মঙ্গলবার রাতে রাজধানীর হাজারীবাগ থানা এলাকা থেকে র‍্যাব-২ এর একটি দল তাকে গ্রেপ্তার করে। গতকাল বুধবার র‍্যাব-২ এর মিডিয়া অফিসার এএসপি খান আসিফ তপু এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, মুন্না পিঠা বিক্রি করে সংসার চালাতেন। অন্যদিকে অ্যালেক্স ইমন ও গলা কাটা রানাসহ মামলার অন্য আসামিরা সন্ত্রাসী বাহিনীর সদস্য। তারা এলাকায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করতে চাইতেন। মুন্নাকেও তারা তাদের দলে চাইতেন। কিন্তু মুন্না তাদের সঙ্গী না হয়ে পিঠা বিক্রি করতেন। এ পেশাকে মেনে নিতে না পারায় মুন্নাকে মারধর করার পরিকল্পনা করেন তারা। গত বছরের ২০ নভেম্বর সন্ধ্যায় ইসমাইল, অ্যালেক্স ইমন ও গলা কাটা রানাসহ অন্য আসামিরা মুন্নাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে মৃত্যু নিশ্চিত করে পালিয়ে যান। এ ঘটনায় নিহতের বাবা বাবুল হাওলাদার মোহাম্মদপুর থানায় হত্যা মামলা করেন। এ মামলায় ইসমাইলকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব। ইসমাইলের ব্যাপারে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে জানান র‍্যাবের এ কর্মকর্তা।

রাজধানীতে ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনে ১৫৩৩ মামলা

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনে ১৫৩৩টি মামলা করেছে ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগ। গতকাল বুধবার দুপুরে ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস বিভাগের উপ-কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, গত মঙ্গলবার ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগের অভিযানে এসব মামলা করা হয়। এছাড়া ২২১টি গাড়ি ডাম্পিং ও ৪৭টি গাড়ি রেকার করা হয়। ঢাকা মহানগর এলাকায় ট্রাফিক শৃঙ্খলা রক্ষায় ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানান তিনি।

একটি মহল বিএনপিকে জনবিচ্ছিন্ন করার অপচেষ্টা করছে: আব্দুস সালাম

স্টাফ রিপোর্টার : একটি মহল বিএনপিকে দোষারোপ করে জনবিচ্ছিন্ন করার অপচেষ্টা করছে বলে মন্তব্য করেছেন দলটির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা মো. আব্দুস সালাম। গতকাল বুধবার দুপুর ১২টার দিকে মহানগরীর একটি হোটেলের সম্মেলন কক্ষে রাজশাহী বিভাগের অন্তর্গত বিএনপি ও তার অঙ্গ এবং সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের নিয়ে আয়োজিত পর্যালোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন। বিএনপি নেতা আব্দুস সালাম বলেন, ৫ আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের পর সাত মাস অতিবাহিত হয়ে গেছে। কিন্তু এরপরও এক রাজনৈতিক ধুম্রজাল সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে। একটি ষড়যন্ত্রকারী মহল আওয়ামী ফ্যাসিবাদকে আবারও ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় লিপ্ত। মহলটি দেশে অরাজকতা তৈরির চেষ্টাও চালিয়ে যাচ্ছে। তারা চেষ্টা করছে বিএনপিকে নানাভাবে দোষারোপ করে জনবিচ্ছিন্ন করার। কিন্তু সেই অপচেষ্টা সফল হবে না। আওয়ামী লীগও অনেক চেষ্টা করেছে, কিন্তু বিএনপির ক্ষতি করতে পারেনি। এই মহলও পারবে না। আব্দুস সালাম আরও বলেন, বিএনপির নেতাকর্মীরা ১৭ বছর লড়াই-সংগ্রাম করেছেন লাঞ্ছিত হয়েছেন। তারপরও সব কিছু ধৈর্যের সাথে অবলোকন করেছেন। প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে ওঠেনি যাতে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার অবনতি না হয়। তিনি বলেন, ৫ আগস্টের সাত মাস পরও এক রাজনৈতিক ধুম্রজাল সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে। সবাই আমাদের প্রশ্ন করেন, নির্বাচন কবে হবে? কীভাবে হবে? দেশের চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি কোন দিকে যাচ্ছে? অথচ এটা আমাদের কাছে কাম্য না। ৫ আগস্ট পরবর্তী রাজনীতির মূল্যায়ন ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা হয় এ পর্যালোচনা সভায়। এতে রাজশাহী বিভাগের বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা অংশ নেন।

ধর্ষণচেষ্টার কারণে উপাধ্যক্ষকে খুন দাবি অভিযুক্ত দম্পতির

স্টাফ রিপোর্টার : টাকার ব্যাগ হারিয়ে কমলাপুর রেলস্টেশনে অসহায় অবস্থায় পড়েন এক দম্পতি। তাদের দুজনেরই বয়স ২৫-এর কম। তাদের অসহায়ত্ব দেখে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন হাবীবুল্লাহ বাহার কলেজের সাবেক উপাধ্যক্ষ মোহাম্মদ সাইফুর রহমান ভূঁইয়া। দুজনকে তার বাসায় চাকরি দেওয়ার কথা বলে নিয়ে যান উত্তরখানের ভাড়া বাসায়। চাকরির কথা বলে নিলেও সাইফুর রহমানের উদ্দেশ্য ছিল ওই নারীর সঙ্গে 'আপত্তিকর আচরণ' করা। সুযোগ পেলেই যুবককে বাইরে পাঠিয়ে তার স্ত্রীর স্পর্শকাতর জায়গায় হাত দিতেন সাইফুর রহমান। সর্বশেষে গত রোববার রাতে তরুণীকে ধর্ষণচেষ্টা করলে তার স্বামী প্রতিবাদ করেন, ধস্তাধস্তি হয়। এক পর্যায়ে বটি দিয়ে সাইফুর রহমানকে কুপিয়ে হত্যা করে পালিয়ে যান ওই দম্পতি। পরে ১১ মার্চ ফরিদপুর রেলস্টেশন এলাকা থেকে ওই দম্পতিকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার দম্পতি হলেন- মো. নাজিম হোসেন (২১) ও রুপা বেগম ওরফে জান্নাতি (২৩)। গ্রেপ্তারের সময় তাদের কাছ থেকে দুটি মোবাইলফোন, একটি চাবির রিং ও একটি ব্যাংকের ভিসা কার্ড উদ্ধার করা হয়। এর আগে নিহতের ফ্ল্যাট থেকে হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত একটি ধারালো বটি, একটি ধারালো চাকু ও রক্ত মাখা জামা-কাপড় এবং বিছানার চাদর উদ্ধার করে আইনানুগ প্রক্রিয়ায় জব্দ করা হয়। গতকাল বুধবার দুপুরে রাজধানীর মিন্টো রোডের ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান ডিএমপির উত্তরা বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মো. মহিদুল ইসলাম। তিনি বলেন, গত ১০ মার্চ রাত ২টা থেকে ভোর ৪টার মধ্যে হাবীবুল্লাহ বাহার বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের সাবেক উপাধ্যক্ষ মোহাম্মদ সাইফুর রহমান ভূঁইয়া উত্তরখান থানার পুরানপাড়া বাতান এলাকার একটি ছয়তলা ভবনের চতুর্থ তলার ছয়তলা ফ্ল্যাটে খুন হন। এ খুনের ঘটনায় তার ছোট ভাই মোহাম্মদ লুৎফর রহমান ভূঁইয়া বাদী হয়ে উত্তরখান থানায় ১১ মার্চ একটি মামলা করেন। মামলার এজাহারে নিহতের ভাই উল্লেখ করেন, নিহত সাইফুর উত্তরখানের পুরানপাড়া বাতান এলাকায় তার স্ত্রীর পৈতৃক আড়াই শতক সম্পত্তিতে বাড়ি নির্মাণ করার জন্য গত ৩-৪ মাস ধরে একটি ভাড়া বাসায় বসবাস করে আসছিলেন। যেখানে ঘটনাস্থল তার সামনেই এ জায়গাটি। গ্রেপ্তার দম্পতিকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের বরাতে উত্তরার ডিসি মহিদুল ইসলাম জানান, হত্যাকাণ্ডের ঘটনার ২-৩ দিন আগে কমলাপুর রেলস্টেশনে সাইফুর রহমান ভূঁইয়ার সঙ্গে গ্রেপ্তার মো. নাজিম হোসেন ও রুপা বেগম ওরফে জান্নাতির পরিচয় হয়। পরিচয়ের সুবাধে সাইফুর তার ফ্ল্যাটে নিয়ে আসেন দম্পতিকে। একপর্যায়ে সাইফুর রহমান রুপাকে তার ফ্ল্যাটে আটকে শারীরিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতন শুরু করে। হত্যাকাণ্ডের রাতে এক বেডে ছিলেন নিহত সাইফুর রহমান ও দম্পতি রুপ ও নাজিম। তিনি আরও বলেন, সেই রাতে নাজিম ঘুমিয়ে পড়লে সাইফুর রহমান রুপাকে ধর্ষণচেষ্টা করে। এক পর্যায়ে নাজিম ঘুম থেকে জেগে গেলে রান্নাঘর থেকে বটি এনে সাইফুর রহমানকে উপর্যুপরি কোপাতে থাকে। আঘাতের ফলে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেপ্তাররা এ হত্যাকাণ্ডের কথা স্বীকার করেছেন। গ্রেপ্তারদের আদালতে পাঠানো হয়েছে। নিহত সাইফুর রহমানের সঙ্গে তার স্ত্রীর কোনো বিরোধ ছিল কি না জানেত চাইলে উত্তরা বিভাগের ডিসি মহিদুল ইসলাম বলেন, থাকতে পারে। তদন্তের জন্য তার স্ত্রীকেও জিজ্ঞাসাবাদ করেছি। তবে সে ধরনের কোনো তথ্য আমরা পায়নি। মেয়েটিকে ধর্ষণচেষ্টার কারণে দম্পতি সাইফুর রহমানকে হত্যা করেছে মামলাটি কোন পর্যায়ে যাবে। এমন প্রশ্নের তিনি বলেন, নিশ্চতভাবে এটি হত্যা মামলা। আদালতে মামলাটি যখন ট্রায়াল হবে তখন আসামিপক্ষের আইনজীবীর বক্তব্যে পরবর্তীতে আদালত সিদ্ধান্ত নেবেন।

ওআইসিভুক্ত মিশন প্রধানদের কাছে ভোটের প্রস্তুতি তুলে ধরবেন সিইসি

স্টাফ রিপোর্টার : ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা (ওআইসি) ভুক্ত দেশগুলোর বাংলাদেশ মিশন প্রধানদের কাছে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি তুলে ধরবেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এএমএম নাসির উদ্দিন। এজন্য আগামী ১৭ মার্চ তাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। সংস্থাটির জনসংযোগ পরিচালক মো. শরিফুল আলম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, আগামী ১৭ মার্চ নির্বাচন ভবনের সভাকক্ষে বেলা ১১টায় বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হবে। এতে ওআইসিভুক্ত দেশগুলোর বাংলাদেশ মিশন প্রধানদের ব্রিফ করবেন কমিশন। এর আগে যেমন ইউরোপীয় ইউনিয়নকে ব্রিফ করা হয়েছিল। এটাও তেমনি একটি প্রোগ্রাম। এতে সভাপতিত্ব করবেন সিইসি। জানা গেছে, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সার্বিক প্রস্তুতি তুলে ধরা ছাড়াও প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভোটার কার্যক্রম ও প্রবাসীদের অনলাইন ভোটিং নিয়েও সহায়তা চাইবে কমিশন। বৈঠকে উপস্থিত হওয়ার জন্য আফগানিস্তান, আলজেরিয়া, ব্রুনাই দারুসসালাম, মিশর, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, ইরাক, কুয়েত, লিবিয়া, মালয়েশিয়া, মালদ্বীপ, মরক্কো, ওমান, পাকিস্তান, ফিলিস্তিন, কাতার, সৌদি আরব, তুরস্ক এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের মিশন প্রধানদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আগামী ডিসেম্বরে ভোটের টার্গেট নিয়ে সকল প্রস্তুতি এগিয়ে নিচ্ছে ইসি। ইতোমধ্যে ভোটার তালিকা হালনাগাদের কাজ শুরু করেছে সংস্থাটি। রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের বিজ্ঞপ্তিও দেওয়া হয়েছে। চলছে সীমানা পুনর্নির্ধারণের কাজ। এছাড়া সাতটি দেশে প্রবাসীদের ভোটার করে নেওয়ার কার্যক্রম চলছে। ৪০ টি দেশে এই কার্যক্রম প্রসারিত করতে চায় ইসি। এক্ষেত্রে ওআইসিভুক্ত দেশগুলোতেই প্রবাসী বাংলাদেশির আধিক্য রয়েছে। এর আগে যুক্তরাজ্য, ইউএনডিপি, ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার সঙ্গে নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করেছে ইসি। নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসবে এই আলোচনা আরও বাড়তে পারে।

বরিশালে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ২

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে সড়ক দুর্ঘটনায় ভ্যানচালকসহ দুইজন নিহত হয়েছেন। গত মঙ্গলবার দিনগত রাত ১টার দিকে গৌরনদী উপজেলার মদিনা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। গৌরনদী ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের স্টেশন অফিসার মো. বিপুল হোসেন জানিয়েছেন, অজ্ঞাত পরিবহনের ধাক্কায় ইঞ্জিনচালিত ভ্যান উল্টে ভ্যানের চালক ও এক যাত্রী মহাসড়কের মধ্যে ছিটকে পড়ে। এ খবর পেয়ে তাৎক্ষণিক দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছে গুরুতর আহত ওই দুইজনকে উদ্ধার করে গৌরনদী উপজেলা হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক দুইজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। নিহত দুজন হলেন ভ্যানের যাত্রী আব্দুর রাজ্জাক (৪৭)। তিনি গৌরনদী পৌরসভার কর্মচারী ও দক্ষিণ পালরদী গ্রামের বাসিন্দা। অপরজন ভ্যানচালক স্বপন খান (৬০)। তিনি কালকিনি উপজেলার রমজানপুর গ্রামের মৃত সুরাত খানের ছেলে। গৌরনদী হাইওয়ে থানার ওসি মো. আমিনুর রহমান সত্যতা নিশ্চিত করছেন।

কুয়েটে নির্মাণাধীন ভবন থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (কুয়েট) নির্মাণাধীন দশ তলা বিল্ডিংয়ের চতুর্থ তলা থেকে পড়ে মোহান্মদ কালু (৫০) নামে এক নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। নিহত মোহাম্মদ কালু খানজাহান আলী থানার এজাক্স জুট মিল কলোনীর বাসিন্দা ছিলেন। তার পিতার নাম মৃত আব্দুস সামাদ। গতকাল বুধবার বেলা ১১ টা ২৫ মিনিটের দিকে কুয়েটের সম্প্রসারিত ক্যাম্পাসে ১০ তলা বিশিষ্ট নির্মাণাধীন একটি ভবনের চতুর্থ তলায় নির্মাণ শ্রমিক কালু কাজ করার সময় হঠাৎ নিচে পড়ে যায়।

সম্পাদকীয়

গাছের জীবন রক্ষায় এক ব্যতিক্রমী উদ্যোগ

প্রকৃতি আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ, আর গাছ তার মূল স্তম্ভ। অক্সিজেন সরবরাহ থেকে শুরু করে জীববৈচিত্র্যের ভারসাম্য রক্ষায়–গাছের ভূমিকা অপরিসীম। কিন্তু দুঃখজনকভাবে, অজ্ঞতা ও উদাসীনতার কারণে আমরা প্রায়ই এই নীরব প্রহরীদের ক্ষতি করে থাকি। গাছের গায়ে পেরেক ঠুকে বিজ্ঞাপন ঝোলানো বা নানা কাঠামো বসানোর মতো কাজগুলো শুধু গাছের স্বাভাবিক জীবনপ্রবাহকে ব্যাহত করে না, বরং পরিবেশের ওপরও মারাত্মক আঘাত হানে। এই প্রেক্ষাপটে পটুয়াখালী উপকূলীয় বনবিভাগের উদ্যোগে গাছ থেকে পেরেক অপসারণের এক ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠান আমাদের সামনে এক নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে। তবে এই উদ্যোগকে শুধু একটি অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। গাছের প্রতি সহিংসতা বন্ধে এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়ার সূচনা হতে হবে। আমাদের রাস্তাঘাটে, বাজারে, শহরের প্রতিটি কোনায় এখনো অসংখ্য গাছ পেরেক আর বিজ্ঞাপনের বোঝা বহন করছে। এই প্রথা বন্ধে কঠোর আইনি পদক্ষেপের পাশাপাশি জনসচেতনতা বৃদ্ধি অপরিহার্য। স্থানীয় প্রশাসন ও বন বিভাগের উচিত এ ধরনের কর্মসূচি জেলার প্রতিটি কোণে ছড়িয়ে দেয়া এবং সাধারণ মানুষকে এর সঙ্গে সম্পৃক্ত করা। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের মাধ্যমে এই বার্তা তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে দেয়া যেতে পারে। পটুয়াখালীর এই ব্যতিক্রমী উদ্যোগ অন্যান্য জেলার জন্যও একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হতে পারে। পরিবেশ রক্ষায় গাছের গুরুত্ব অনস্বীকার্য, এবং এই নীরব জীবনদাতাদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব অবশ্যই পালন করতে হবে। গাছ থেকে পেরেক অপসারণের এই প্রতীকী পদক্ষেপ যেন একটি জাতীয় আন্দোলনে রূপ নেয়, এটাই প্রত্যাশা। আমরা যদি আজ গাছের জীবন রক্ষা করি, তবে আগামী প্রজন্মের জন্য একটি সবুজ, সুস্থ পৃথিবী উপহার দিতে পারব। এই দায়িত্ব আমাদের সবার।

শব্দ দূষণ কমাতে পদক্ষেপ নিন

ঢাকা শহরের শব্দদূষণ অসহনীয় পর্যায়ে চলে গেছে। নগরের রাস্তায় শব্দদূষণের ভয়াবহতা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। গাড়ির হর্ন, অ্যাম্বুলেন্সের মাত্রাতিরিক্ত শব্দ, গণপরিবহন এবং রাস্তার খিস্তি আর হকারের উপদ্রবে রাস্তায় বের হলেই মাথা ঝিনঝিন করে। ঢাকায় শব্দের গড় মাত্রা ১২০ ডেসিবেল। যা সহনীয় মাত্রার দ্বিগুণ। শুধু ঢাকা নয়, দেশজুড়েই শব্দের মাত্রা নিরাপদ মাত্রার চেয়ে দ্বিগুণ থেকে তিনগুণ থাকছে। এতে দীর্ঘমেয়াদে শুধু শ্রবণশক্তি বা মনোযোগ কমে যাওয়াই নয়, ঝুঁকি বাড়ছে হৃদরোগেরও। হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সচিবালয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থান নীরব এলাকা। টানানো আছে হর্ন না বাজানোর নির্দেশনাও। কিন্তু কেউ মানছে না এসব নির্দেশনা। সড়ক জুড়ে হুড়োহুড়ি আর বাড়াবাড়ি দেখলে মনে হতে পারে, চোখ দিয়ে নয়, কান দিয়ে গাড়ি চালিয়ে সবাই সবার আগে যেতে চান। আবার উৎসব-পার্বণে, কারণে-অকারণে মাইক, পটকা বা আতশবাজি শব্দ দূষণের মাত্রাকে করে আরও অসহনীয়। যদিও ২০০৬ সালের পরিবেশ আইনে সুনির্দিষ্ট করে বলা আছে, এলাকাভেদে কখন কতটুকু শব্দ থাকতে পারে। বাংলাদেশে শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০০৬ অনুযায়ী, নীরব এলাকায় গ্রহণযোগ্য শব্দসীমা দিনের বেলায় ৫০ ডেসিবল এবং রাতে ৪০ ডেসিবল। আবাসিক এলাকায় দিনের জন্য ৫৫ ডিবি এবং রাতের জন্য ৪৫ ডিবি। মিশ্র অঞ্চলে দিনের জন্য ৬০ ডিবি এবং রাতের জন্য ৫০ ডিবি। বাণিজ্যিক এলাকায় দিনের জন্য ৭০ ডিবি এবং রাতের জন্য ৬০ ডিবি এবং শিল্পাঞ্চলে দিনের জন্য ৭৫ ডিবি এবং রাতের জন্য ৭০ ডিবি। । বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) মতে, ৬৫ ডেসিবল (ডিবি) এর ওপরে শব্দের মাত্রা দূষণ হিসাবে বিবেচিত হয়। যার মধ্যে ৭৫ ডিবি ক্ষতিকারক এবং ১২০ ডিবি সরাসরি যন্ত্রণাদায়ক। ২০১৮ সালে ডব্লিউএইচও স্বাস্থ্যগত কারণে ট্র্যাফিক শব্দকে ৫৩ ডিবিতে সীমাবদ্ধ করার সুপারিশ করেছিল। হর্ন বাজানো সম্ভবত আমাদের দেশের গাড়ি চালকদের একটা বদভ্যাস। ট্র্যাফিক সিগন্যাল বা জ্যামে আটকে থাকার সময়, ট্রাফিককে তাড়া দিতে কিংবা সামনে এগুনো যাবে না জেনেও ক্রমাগত হর্ন বাজান তারা। সামনে কেউ ধীর গতিতে চললে, পথচারীকে উদ্দেশ্য করে প্রতিনিয়ত হর্ন বাজান চালকরা। নীরব এলাকায় হর্ন বাজানো নিষিদ্ধ। কিন্তু গাড়ির হর্নে রীতিমতো বধিরতার হার বেড়ে যাচ্ছে ঢাকায়। বিশৃঙ্খলার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নির্মাণ ক্ষেত্রগুলোর অবিরাম খটখট শব্দ। ধাতব বস্তু কাটার শব্দ, ইট ভাঙার শব্দ এবং জেনারেটরের শব্দ। এই শহরে উচ্চ শব্দের যেন কোনো লাগাম নেই। এমতাবস্থায় শহরে শান্তি বিরল হয়ে উঠেছে। শব্দদূষণ রোধে সচেতনতা বৃদ্ধির জরুরি। এজন্য আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন আনতে হবে এবং অপ্রয়োজনীয় শব্দ সৃষ্টি করা হতে বিরত থাকতে হবে।

বড় ভূমিকম্পের ঝুঁকি, সতর্ক হতে হবে

সাম্প্রতিককালে একটির পর একটি স্বল্পমাত্রার ভূকম্পনের আঘাত ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে বড় ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে রয়েছে বাংলাদেশ। কোনো পূর্বাভাসের ব্যবস্থা না থাকায় মানুষের উদ্বেগ বাড়ছে। গত ১০ দিনে চার দফা ছোট থেকে মাঝারি আকারের যে ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে, প্রায় প্রতিটিরই উৎপত্তিস্থল ছিল দেশের সীমানার ভেতর বা আশপাশে। ভূমিকম্পে বিশ্বের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ২০টি শহরের তালিকায় ঢাকা অন্যতম। ২০১৩ সালের রানা প্লাজা ধসের ঘটনা ঘটে। এতে ১,১০০ জনেরও বেশি মানুষ প্রাণ হারায়। এই ঘটনাটি দুর্বলভাবে নির্মিত ভবনগুলোর সৃষ্ট বিপদের ভয়াবহ উদাহরণ। ২০১৮ সালের এক জরিপে দেখা গেছে, মিরপুর, মোহাম্মদপুর, পল্লবী, রামপুরা, মতিঝিল ও খিলগাঁওয়ের মতো এলাকার অনেক স্থাপনা কাঠামোগত ও নকশার মান পূরণে ব্যর্থ। চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেটের জৈন্তাপুর চরম ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এসব এলাকায় একটি উচ্চমাত্রার ভূমিকম্প ঢাকায় অকল্পনীয় মাত্রার বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভূতাত্ত্বিক গঠন অনুসারে উত্তরে তিব্বত সাব-পেস্নট, ইন্ডিয়ান পেস্নট এবং দক্ষিণে বার্মিজ সাব-প্লেটের সংযোগস্থলে বাংলাদেশের অবস্থান। ভূতাত্ত্বিক অবস্থানের কারণে ভূমিকম্পের বড় ঝুঁকিতে আছে দেশ। উচ্চমাত্রার ভূমিকম্পে রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা বা বিপদের মাত্রা অনেক বেশি বলে মনে করছেন তারা। ভূমিকম্পে ঢাকা, পার্বত্য চট্টগ্রাম, রংপুর, ময়মনসিংহ, সিলেট, নেত্রকোণা ও দিনাজপুর অঞ্চলই সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ। আবহাওয়া অধিদপ্তরের ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ ও গবেষণাকেন্দ্রের হিসাব অনুযায়ী, ২০১৭ সালে বাংলাদেশে এবং কাছাকাছি এলাকায় ২৮টি ভূমিকম্প হয়। ২০২৩ সালে এর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৪১টি এবং গত বছর ২০২৪ সালে দেশে ও আশপাশে ৫৩টি ভূমিকম্প হয়েছে। এটি ছিল আট বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা ইউএসজিএসের তথ্যমতে, বাংলাদেশ ভূকম্পনের সক্রিয় এলাকায় অবস্থিত। দুর্যোগ সূচক অনুযায়ী, বিশ্বব্যাপী ভূমিকম্পের জন্য সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ২০টি শহরের মধ্যে রয়েছে ঢাকা। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ছোটখাটো কম্পন দেশের আরও শক্তিশালী ভূমিকম্পের আশঙ্কা নির্দেশ করে। ঢাকা থেকে ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থলের দূরত্ব ৪৪৯ কিলোমিটার। ভূমিকম্পে ঢাকা ছাড়াও গাজীপুর, চট্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, সিলেটসহ বেশ কয়েকটি স্থানে কম্পন টের পাওয়া গেছে। এ নিয়ে গত ১০ দিনে দেশে চার বার ভূমিকম্প অনুভূত হলো। ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তনের কারণে এসব সিসমিক কর্মকাণ্ড ঘটছে, যা স্বাভাবিক হলেও তাতে জনমনে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। প্রতিটি ভূমিকম্পের পর নাগরিকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এসব ভূমিকম্প দেশের ভূতাত্ত্বিক পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পর্কিত। ভূমিকম্পের মাত্রা কম হলেও এর পরিণতি হতে পারে বড়, তাই সরকারকে দুর্যোগ মোকাবিলায় নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সেই সাথে সবাইকে অধিক সতর্ক থাকতে হবে।

একাত্তরকে ভুলি কী করে

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে অনেক কিছু এরই মধ্যে লেখা হয়েছে, আরো লেখা হবে, লেখার দরকার পড়বে। এই রকমের ঘটনা আমাদের জীবনে আর দ্বিতীয়টি ঘটেনি, হয়তো আর ঘটবেও না। এর ইতিহাস লেখা দরকার, নিজেদের জানার ও বোঝার জন্য এবং অগ্রগতির পথে পাথেয় সংগ্রহের জন্যও। মুক্তিযুদ্ধে ভুক্তভোগী, ত্যাগী একজন নন, অনেকজন। তাঁরা অসাধারণ কেউ নন, সাধারণ মানুষ। মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে তাঁদের যে অভিজ্ঞতা, তা ছিল মর্মান্তিক। এ নিয়ে তাঁরা বড়াই করেননি। করুণা আকর্ষণের চেষ্টা করেননি, বেদনার সঙ্গে সেই অতিদুঃসহ দিনগুলোকে স্মরণ করেছেন, যেগুলো তাঁরা ভুলতে পারলে খুশি হতেন, কিন্তু সেগুলো এমনই গভীরভাবে স্মৃতিতে প্রোথিত যে ভুলে যাওয়ার কোনো উপায় নেই। তাঁরা দেখেছেন, জেনেছেন, বুঝেছেন এবং সহ্য করেছেন। তাঁদের দুঃসহ অভিজ্ঞতার স্মৃতিকথনে অনাড়ম্বর নেই, অতিকথন নেই, আভরণ নেই, বক্তব্য একেবারে সাদামাটা এবং সে জন্যই সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য। পাকিস্তানি হানাদাররা যা করেছে, তা অবিশ্বাস্য। কিন্তু সেটি ঘটেছে।

বাস্তবতা ছাড়িয়ে গেছে কল্পনার ধারণক্ষমতাকে। হানাদারদের বংশধররাও কল্পনা করতে পারবে না তাদের পরমাত্মীয় নরাধমরা কী করেছে। তারা বিস্মিত হবে কেবল বর্বরতা দেখে নয়, মূর্খতা দেখেও। ওই মূর্খরা কী করে ভাবল যে হাজার মাইলের ব্যবধান থেকে উড়ে গিয়ে একটি জনগোষ্ঠীকে তারা অধীনে রাখবে, যাদের সংখ্যা তাদের তুলনায় বেশি এবং দুই অঞ্চলের মাঝখানে শত্রুভাবাপন্ন একটি বিশাল রাষ্ট্র বিদ্যমান। বংশধরদের লজ্জা পাওয়ার কথা।

মূর্খ বর্বররা ছিল কাণ্ডজ্ঞানহীন ও হতাশাগ্রস্ত। তারা কেবল মারবেই ভেবেছিল, কিন্তু যখন দেখল মার খাচ্ছে, তখন হিতাহিতজ্ঞান হারিয়ে বদ্ধ উন্মাদের মতো আচরণ করেছে। হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, সম্ভব অসম্ভব সব কিছু করেছে। সর্বাধিক বর্বরতা ঘটেছে নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে। অন্য কিছুর বিবরণ না দিয়ে কেবল যদি ধর্ষণের কাহিনিগুলো স্মরণ করা যায়, তাহলেই বোঝা যাবে কেমন অধঃপতিত ছিল এই দুর্বৃত্তরা। মার খাওয়া হানাদাররা ধর্ষণকে তাদের বিনোদন ও প্রতিহিংসা চরিতার্থকরণের সবচেয়ে সহজ উপায় হিসেবে বেছে নিয়েছিল। জবাবদিহির দায় ছিল না। পালের গোদা শার্দূলবেশী মেষ জেনারেল নিয়াজী থেকে শুরু করে প্রায় প্রতিটি হানাদারই ছিল এককেটি ধর্ষণলোলুপ নারকীয় কীট। জবাব দেওয়া দূরের কথা, তারা পরস্পরকে উৎসাহিত করেছে ওই কাজে।

একাত্তরকে ভুলি কী করে যুদ্ধের দিনগুলোতে মেয়েরাই ছিল সবচেয়ে বড় ঝুঁকিতে। তাদের দুর্ভোগই ছিল সর্বাধিক। একে তারা বাঙালি, তদুপরি নারী। পুরুষদের অনেকে পালিয়ে যেতে পেরেছে। প্রাণভয়ে তারা মেয়েদের ফেলে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। যারা যুদ্ধে গেছে, তাদের বাড়ির মেয়েরা বিপদে পড়েছে, অন্তঃসত্ত্বারা সন্তান প্রসব করেছে বনে-জঙ্গলে। কারণ মেয়েদের পক্ষে পলায়ন ছিল দুঃসাধ্য। দেহের গঠন, জামাকাপড় ও নারীত্ব সবই ছিল তাদের বিপক্ষে। সর্বোপরি হানাদাররা ওত পেতে থাকত তাদের অপহরণের জন্য। পুরুষদের তবু কখনো ছেড়ে দিয়েছে, মেয়েদের ছাড় দিয়েছে এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। মেয়েরা কেউ কেউ ছিল অন্তঃসত্ত্বা, সে অবস্থায়ই তারা ধর্ষিত হয়েছে। ধর্ষণের পর তাদের অনেককে হত্যা করা হয়েছে, অনেকে আত্মহত্যা করেছে, কেউ কেউ কোথায় হারিয়ে গেছে কেউ জানে না। লজ্জায় অনেকে স্বীকার করেনি যে তাদের সম্ভ্রমহানি ঘটেছে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে মেয়েদের এই যন্ত্রণার কথা আসবেই। এসেছেও। সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত, কিন্তু সর্বাধিক মর্মন্তুদ কাহিনিটি পাওয়া গেছে বীরাঙ্গনা মমতাজ বেগমের জবানিতে। তাঁর ওপর যে নির্যাতন ঘটেছে, সেটি আমাদের সবার জন্য লজ্জার। অজ্ঞান অবস্থায় তাঁকে আখক্ষেত থেকে উদ্ধার করে আনা হয়। তাঁর স্বামী জমিজিরাত বিক্রি করে তাঁর চিকিৎসা করেন। মমতাজ বেগমকে বীরাঙ্গনা উপাধি দেওয়া হয়েছিল। নির্যাতিত মেয়েদের ওই উপাধি যাঁরা দিয়েছিলেন, তাঁরা জানতেন না যে মুক্তিযুদ্ধের অর্জনগুলো মলিন হওয়ার সঙ্গে সংগতি রেখে তাদের ওই পুরুষমন্য সম্মান প্রদর্শন অসহায় মেয়েদের জন্য দুঃসহ বোঝায় পরিণত হবে। মমতাজ বেগম তা নিয়ে কোনো অভিযোগ করেননি। কারণ তাঁর যন্ত্রণাগুলো ছিল অসম্মানের চেয়েও কঠিন। তাঁর দুটি মেয়ে। মেয়েদের তিনি ভালো বিয়ে দিতে পারেননি। বলেছেন, ‘বীরাঙ্গনার মেয়েকে কে বিয়ে করতে চায়?’ তাঁর শারীরিক ক্ষত সারেনি। তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি স্বাভাবিক জীবন যাপন করা। বলেছেন, ‘দীর্ঘ ৫৩ বছর ধরে এই নির্মম কষ্ট ভোগ করে আসছি এবং বীরাঙ্গনা নাম নিয়ে জীবনের শেষ দিনটির প্রহর গুনছি।’ এটিই তো প্রাপ্তি; তাঁর এবং তাঁদের মতো অসংখ্য নারীর, যাঁরা তাঁদের কথা বলতে পারেন না লোকলজ্জায়। সব কাহিনিতেই একটি ধ্বনি আছে, সেটি আর্তনাদের। মুক্তিযুদ্ধকে আমরা নানা বিশেষণে ভূষিত করে থাকি। বলি, এই যুদ্ধ ছিল মহান। তা ছিল বৈকি। অত্যন্ত বড়মাপের দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ, সাহস ও উদ্ভাবনশক্তির প্রকাশ ঘটেছে যুদ্ধে। সেসবের পরিচয় নিশ্চয় রয়েছে। তবে আর্তনাদ ছিল মস্ত বড় সত্য। প্রাণভয়ে মানুষ পালিয়েছে। আত্মীয়-স্বজন, আপনজন, বিষয়-সম্পত্তি, সব কিছু ফেলে পালাতে বাধ্য হয়েছে। তবে আর্তনাদের পাশাপাশি নীরব একটি ধিক্কার ধ্বনিও রয়েছে। ধিক্কার কেবল পাকিস্তানিদের নয়, ধিক্কার আমাদের নিজেদেরও। ওরা ছিল অল্প কিছু দস্যু, লাখখানেক হবে সব মিলিয়ে, আমরা ছিলাম সাড়ে সাত কোটি। আমরা কেন এভাবে মার খেলাম ওদের হাতে? হ্যাঁ, ওরা অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ছিল। কিন্তু সুসজ্জিত হওয়ার সুযোগ তো আমরাই করে দিয়েছি। ওদের হাতে বোমারু বিমান পর্যন্ত ছিল, কিন্তু বিমানগুলো তো ছিল আমাদের ভূমিতে, সেগুলোকে বিকল করে দেওয়ার সুযোগ তো আমাদের ছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে আক্রমণ হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মরক্ষা; আমরা আক্রমণ করতে পারিনি। আমাদের দিক থেকে কোনো প্রকার প্রস্তুতি ছিল না। যোগাযোগ ছিল না পারস্পরিক। জনমত সৃষ্টি করা হয়নি আন্তর্জাতিক বিশ্বের সঙ্গে। যুদ্ধের প্রস্তুতি যুদ্ধে যাওয়ার আগে নয়, পরে নেওয়া হয়েছে। পলিটিক্যাল মটিভেশন তৈরির দায়িত্বে ছিলেন বলে কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন, তাঁরা ওই দায়িত্ব আগে পাননি, পেয়েছেন যখন শত্রু তাদের গণহত্যা শুরু করে দিয়েছে, তারপর। গণহত্যা যে শুরু হয়েছে, সে খবরটি পর্যন্ত পাওয়া গেছে বিদেশি রেডিও থেকে এবং তার প্রকোপ টের পাওয়া গেছে হানাদাররা যখন একেবারে ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে, তখন। এসব কথা প্রায় সবাই স্মরণ করে থাকেন। বস্তুত আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মতো প্রস্তুতিহীন, অসংগঠিত এবং রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের কাহিনি আধুনিক ইতিহাসে কমই পাওয়া যাবে। লজ্জা আমাদেরই। কিন্তু সে লজ্জা ব্যক্তির নয়, সমষ্টির এবং সমষ্টি যেহেতু চলে নেতৃত্বের পরিচালনায়, লজ্জাটি তাই শেষ বিচারে নেতৃত্বের। একাত্তরে নীরব ধিক্কার ধ্বনিটি ছিল আসলে ওই নেতৃত্বের বিরুদ্ধেই। প্রধান নেতাকে বন্দি করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে পাকিস্তানে, অন্য নেতারা চলে গেছেন ভারতে। অনেকেই যুদ্ধ করতে যাননি, গেছেন আশ্রয়ের খোঁজে। এবং সবাইকে নির্ভর করতে হয়েছে ভারতের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ওপর। শুরুতে আন্দোলন ছিল স্বায়ত্তশাসনের জন্য, পরে দাবি উঠেছে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের; তার পরে স্বাধীনতার। এই রূপান্তর নেতৃত্বের পরিকল্পনায় ঘটেনি, ঘটেছে ঘটনাপ্রবাহে। ওই প্রবাহে দুটি বিপরীত স্রোত ছিল। একটি হলো ক্ষমতা হস্তান্তরে পাঞ্জাবি সেনাপতিদের অসম্মতি, অপরটি হলো আপোসের বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গবাসীর অনড় অবস্থান। দুই স্রোতের সংঘাতে ঘূর্ণির সৃষ্টি হয়েছিল, যার ভুক্তভোগী হয়েছে সাড়ে সাত কোটি মানুষের প্রত্যেকেড়কোনো না কোনোভাবে। কেউই নিরাপদে ছিল না। মীরজাফররা ছিল, ভালোভাবেই ছিল, কিন্তু তারাও যে নিশ্চিত ছিল, তা নয়। ব্যর্থতা নেতৃত্বেরই। যদি কর্তব্য ও প্রস্তুতির নির্দেশ পাওয়া যেত, তাহলে যুদ্ধের প্রকৃতিটা দাঁড়াত সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। শুরুতেই যুদ্ধ শেষ হয়ে যেত। কারণ হানাদাররা ক্যান্টনমেন্টগুলোতে আটকা পড়ে যেত। তারা ভাতে মরত, পানিতে মরত, মরত অস্ত্রাঘাতেও। কেন্দ্রীয় নির্দেশ ছাড়াও স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিদ্রোহ ঘটেছে। ঘটেছে প্রতিটি ক্যান্টনমেন্টে এবং প্রস্তুতিহীন অবস্থায়ই প্রাথমিকভাবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বাঙালি সেনারা অবাঙালিদের কোণঠাসা করে ফেলেছিলেন। সংঘবদ্ধ পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে সেটি ঘটলে হানাদারদের পরিকল্পনা বিনষ্ট হয়ে যেত। ঐতিহাসিক সত্যগুলো ক্রমাগত উন্মোচিত হচ্ছে। সে উন্মোচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাসের জন্য তথ্য-উপাত্ত প্রয়োজন হয়। কিন্তু ইতিহাস তো কেবল ঘটনা নয়, ঘটনা কেন ঘটল, ঘটনার কী তাৎপর্যড়এসবও ইতিহাস খোঁজ করে। ওই ব্যাখ্যা ছাড়া ইতিহাস নেই। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে আমাদেরও ওই ব্যাখ্যার খোঁজ করতে হবে। এবং যুদ্ধের ভেতরকার মানুষগুলোর আর্তনাদ আমাদের সবার আর্তনাদেরই অংশ, ধিক্কারও আমাদের সবারই। আর্তনাদ শোনাই কিন্তু যথেষ্ট নয়, সঙ্গে ধিক্কারও শোনা চাই। সমষ্টিগতভাবে আমাদের বড় ব্যর্থতার একটি হলো পাকিস্তানি হানাদারদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে না পারা। তাদের স্থানীয় দোসরদের কয়েকজনের বিচার হয়েছে, কিন্তু হানাদার পাকিস্তানিদের বিচারও অত্যাবশ্যক। তাদের ভেতর যে ১৯৫ জনকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল, তাদের কথা ভুলে গেলে চলবে না। এ ক্ষেত্রেও ব্যর্থতা সেই নেতৃত্বেরই। দুর্ভোগ যা পোহাতে হয়েছে, সেটি জনগণকেই, নেতারা মোটামুটি নিরাপদেই ছিলেন। বিচারের দাবি ভুক্তভোগী জনগণের, কিন্তু ইতিহাস দাবি করছে যে পাকিস্তানি অপরাধীদের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো চাই। সেই সঙ্গে যুদ্ধে কার কি ভূমিকা ছিল, তারও মূল্যায়ন ইতিহাসই করে দেবে।

লেখক : ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

যুদ্ধক্ষেত্রে আক্রমণ হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মরক্ষা; আমরা আক্রমণ করতে পারিনি। আমাদের দিক থেকে কোনো প্রকার প্রস্তুতি ছিল না। যোগাযোগ ছিল না পারস্পরিক। জনমত সৃষ্টি করা হয়নি আন্তর্জাতিক বিশ্বের সঙ্গে। যুদ্ধের প্রস্তুতি যুদ্ধে যাওয়ার আগে নয়, পরে নেওয়া হয়েছে। পলিটিক্যাল মটিভেশন তৈরির দায়িত্বে ছিলেন বলে কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন, তাঁরা ওই দায়িত্ব আগে পাননি, পেয়েছেন যখন শত্রু তাদের গণহত্যা শুরু করে দিয়েছে, তারপর। গণহত্যা যে শুরু হয়েছে, সে খবরটি পর্যন্ত পাওয়া গেছে বিদেশি রেডিও থেকে এবং তার প্রকোপ টের পাওয়া গেছে হানাদাররা যখন একেবারে ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে, তখন। এসব কথা প্রায় সবাই স্মরণ করে থাকেন। বস্তুত আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মতো প্রস্তুতিহীন, অসংগঠিত এবং রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের কাহিনি আধুনিক ইতিহাসে কমই পাওয়া যাবে। লজ্জা আমাদেরই। কিন্তু সে লজ্জা ব্যক্তির নয়, সমষ্টির এবং সমষ্টি যেহেতু চলে নেতৃত্বের পরিচালনায়, লজ্জাটি তাই শেষ বিচারে নেতৃত্বের। একাত্তরে নীরব ধিক্কার ধ্বনিটি ছিল আসলে ওই নেতৃত্বের বিরুদ্ধেই। প্রধান নেতাকে বন্দি করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে পাকিস্তানে, অন্য নেতারা চলে গেছেন ভারতে। অনেকেই যুদ্ধ করতে যাননি, গেছেন আশ্রয়ের খোঁজে। এবং সবাইকে নির্ভর করতে হয়েছে ভারতের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ওপর। শুরুতে আন্দোলন ছিল স্বায়ত্তশাসনের জন্য, পরে দাবি উঠেছে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের; তার পরে স্বাধীনতার। এই রূপান্তর নেতৃত্বের পরিকল্পনায় ঘটেনি, ঘটেছে ঘটনাপ্রবাহে। ওই প্রবাহে দুটি বিপরীত স্রোত ছিল। একটি হলো ক্ষমতা হস্তান্তরে পাঞ্জাবি সেনাপতিদের অসম্মতি, অপরটি হলো আপোসের বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গবাসীর অনড় অবস্থান। দুই স্রোতের সংঘাতে ঘূর্ণির সৃষ্টি হয়েছিল, যার ভুক্তভোগী হয়েছে সাড়ে সাত কোটি মানুষের প্রত্যেকেড়কোনো না কোনোভাবে। কেউই নিরাপদে ছিল না। মীরজাফররা ছিল, ভালোভাবেই ছিল, কিন্তু তারাও যে নিশ্চিত ছিল, তা নয়। ব্যর্থতা নেতৃত্বেরই। যদি কর্তব্য ও প্রস্তুতির নির্দেশ পাওয়া যেত, তাহলে যুদ্ধের প্রকৃতিটা দাঁড়াত সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। শুরুতেই যুদ্ধ শেষ হয়ে যেত। কারণ হানাদাররা ক্যান্টনমেন্টগুলোতে আটকা পড়ে যেত। তারা ভাতে মরত, পানিতে মরত, মরত অস্ত্রাঘাতেও। কেন্দ্রীয় নির্দেশ ছাড়াও স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিদ্রোহ ঘটেছে। ঘটেছে প্রতিটি ক্যান্টনমেন্টে এবং প্রস্তুতিহীন অবস্থায়ই প্রাথমিকভাবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বাঙালি সেনারা অবাঙালিদের কোণঠাসা করে ফেলেছিলেন। সংঘবদ্ধ পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে সেটি ঘটলে হানাদারদের পরিকল্পনা বিনষ্ট হয়ে যেত। ঐতিহাসিক সত্যগুলো ক্রমাগত উন্মোচিত হচ্ছে। সে উন্মোচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

জনদুর্ভোগের অপসংস্কৃতি ও জনশিক্ষা : আগামীর দিকনির্দেশনা

মাহরুফ চৌধুরী

একটি সমাজের নৈতিক ও মূল্যবোধভিত্তিক অগ্রগতি নির্ভর করে তার নাগরিকদের শিক্ষা, সচেতনতা ও ইচ্ছাশক্তির ওপর। তবে যখন শিক্ষার আলো সর্বস্তরে সঠিকভাবে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়, তখন সমাজে বিভিন্ন ধরনের অপসংস্কৃতি জন্ম নেয় ও সেগুলো নানাভাবে বিকশিত হয়। ইতিহাস সাক্ষী দেয় যে, শিক্ষা ও জনসচেতনতার অভাবে অনেক সমাজেই সহিংসতা, উগ্রতা এবং ধ্বংসাত্মক কর্মসূচি রাজনীতি ও সামাজিক জীবনের অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেক দেশে প্রতিবাদ, আন্দোলন ও দাবি-দাওয়া আদায়ের নামে এমন এক সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, যা জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করে এবং গণতান্ত্রিক অধিকার চর্চার বিকৃতি ঘটায়। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন দাবি বাস্তবায়নের জন্য সহিংসতা, অবরোধ, ধ্বংসযজ্ঞের পথ বেছে নেয়া এক বহুলচর্চিত অপসংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে। অথচ সমাজ পরিবর্তনের জন্য একটি ন্যায়ভিত্তিক ও কল্যাণকর আন্দোলনের পথ হতে পারে জনশিক্ষা, যা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে গঠিত হবে। জনশিক্ষার মাধ্যমে মানুষকে বোঝানো সম্ভব যে, নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ বজায় রেখেও অধিকার আদায়ের আন্দোলন করা যায়। প্রাচীন চৈনিক দার্শনিক কনফুসিয়াস থেকে শুরু করে আধুনিককালের ভারতের গান্ধী, আমেরিকার মার্টিন লুথার কিং বা দক্ষিণ আফ্রিকার নেলসন ম্যান্ডেলা–তারা সবাই শান্তিপূর্ণ ও মানবিক আন্দোলনের মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। জনশিক্ষা কেবল ব্যক্তি নয়, বরং গোটা সমাজকে যুক্তিবাদী চিন্তাধারায় পরিচালিত করতে পারে, যা সহিংস ও ধ্বংসাত্মক পন্থার পরিবর্তে আলোচনার সংস্কৃতি ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যার সমাধানের পথ উন্মুক্ত করে। একটি সুসংগঠিত ও শিক্ষিত সমাজ জানে, ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে জনকল্যাণকে অগ্রাধিকার দিতে হয় এবং গণতান্ত্রিক দাবিদাওয়া কেবল সহিংসতা দিয়ে নয়, বরং বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিকতার মানদ- আলাপ-আলোচনা ও সমঝোতার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করা যায়। জনশিক্ষা শুধু তথ্য-উপাত্ত সরবরাহের মাধ্যম নয়, এটি সমাজ বিনির্মাণের মৌলিক ভিত্তি। এটি একটি সমাজকে শুধু জ্ঞান দান করে না, বরং নাগরিক দায়িত্ব, মানবিকতা, নৈতিকতা ও যৌক্তিক চিন্তাভাবনার বিকাশ ঘটায়। গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিস বিশ্বাস করতেন, অজ্ঞতাই সব সমস্যার মূল কারণ। তার শিক্ষাদর্শনে বারবার উঠে এসেছে যে, প্রকৃত শিক্ষা মানুষের আত্মোপলব্ধি ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বাড়ায়। জনশিক্ষার প্রসার ঘটলে জনগণ নিজেরাই বুঝতে পারবে কোনটি তাদের প্রকৃত অধিকার, কোনটি ন্যায়সঙ্গত দাবি এবং কোনটি জনস্বার্থের পরিপন্থি। ফলে আন্দোলনের নামে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করে তারা সাংবিধানিক ও নৈতিক উপায়ে নিজেদের দাবি-দাওয়া উত্থাপন করতে সক্ষম হবে। ইতিহাসের নানা বাঁকে প্রমাণ মেলে যে, সঠিক জনশিক্ষার মাধ্যমে সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনগুলো সফল হয়েছে। ঔপনিবেশিক ভারতে গান্ধীর অহিংস আন্দোলন তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তিনি কেবল রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে অহিংসার ধারণা দেননি; বরং জনগণের মধ্যে আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা, ন্যায্যতা ও অহিংস উপায়ের শক্তি সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করেছিলেন। তার জনশিক্ষামূলক কর্মকা-র ফলে সাধারণ মানুষ বুঝতে পেরেছিল, সহিংসতা মুক্তিসংগ্রামের পথকে শুধু দীর্ঘায়িত করে না, বরং জনসমর্থনও কমিয়ে দেয়। একইভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রের নেতৃত্বে নাগরিক অধিকার আন্দোলনও জনশিক্ষার মাধ্যমে সংগঠিত হয়েছিল। তিনি তার বক্তৃতা ও শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে আফ্রিকান-আমেরিকান জনগোষ্ঠীর মধ্যে নাগরিক অধিকারের বিষয়টি গভীরভাবে প্রতিষ্ঠা করেন এবং শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের শক্তি সম্পর্কে তাদের সচেতন করেন। ঠিক তেমনই, বাংলাদেশসহ যেকোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনশিক্ষার শক্তিকে কাজে লাগিয়ে আন্দোলনকারীরা বুঝতে পারবে যে, ধ্বংসাত্মক কর্মকা- তাদের লক্ষ্য অর্জনের পথকে শুধু দীর্ঘায়িতই করে না, বরং জনসমর্থন কমিয়ে দেয়। সুতরাং জনশিক্ষার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত জনগণকে নৈতিক, শান্তিপূর্ণ ও যৌক্তিক উপায়ে দাবি আদায়ের পথ দেখানো। এটি কেবল সামাজিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করবে না, বরং জনআন্দোলনকে গণতান্ত্রিক ও কল্যাণমুখী করে তুলবে। জনদুর্ভোগ সৃষ্টির অপসংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসা আজ সময়ের দাবি। লক্ষণীয় যে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটি দুঃখজনক দিক হলো, আন্দোলনের নামে জনগণকে কষ্ট দেয়া। পরিবহন ধর্মঘট, হরতাল, অবরোধ, ভাঙচুর ইত্যাদি কর্মসূচি শুধু রাজনৈতিক শক্তি পরীক্ষার অস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে, যার প্রধান শিকার হয় সাধারণ জনগণ। প্রতিদিনের কর্মজীবন ব্যাহত হয়, চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে যাওয়া রোগী আটকে পড়ে, অর্থনৈতিক কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ে, এমনকি প্রাণহানির ঘটনাও ঘটে। অথচ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রকৃত লক্ষ্য হওয়া উচিত ন্যায়ভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণ, যেখানে জনগণের স্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হবে। জনশিক্ষার মাধ্যমে এই বাস্তবতা উপলব্ধি করানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, আন্দোলনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা, জনজীবনে দুর্ভোগ সৃষ্টি করা নয়। আমেরিকান দার্শনিক জন রলস (১৯২১-২০০২) তার ন্যায়বিচারের তত্ত্ব (এ থিওরি অব জাস্টিস) গ্রন্থে ন্যায়বিচারের নীতিমালা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দেখিয়েছেন যে, একটি ন্যায়সঙ্গত সমাজ গঠনের জন্য এমন নীতি গ্রহণ করতে হবে, যা সমগ্র সমাজের জন্য কল্যাণকর হয়। তার মতে, কোনো দাবি-দাওয়া যদি সামগ্রিক কল্যাণের বিরুদ্ধে গিয়ে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করে, তবে সেটি নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এই দর্শনের আলোকে বলা যায়, রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনগুলোকে এমনভাবে সংগঠিত করতে হবে, যাতে তা সাধারণ মানুষের দুর্ভোগের কারণ না হয়, বরং সেগুলো সামষ্টির স্বার্থে ন্যায়ভিত্তিক ও কল্যাণমুখী সংস্কৃতির জন্ম দেয়। বিশ্বের উন্নত গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে আন্দোলন, প্রতিবাদ ও দাবি-দাওয়া উত্থাপন হয় শান্তিপূর্ণ ও সুসংগঠিত উপায়ে। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার আন্দোলন (সিভিল রাইটস মুভমেন্ট), ভারতের স্বদেশি আন্দোলন, দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলন (এন্টি-অপার্টহেইড মুভমেন্ট)– এগুলো সবই শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজে স্থায়ী পরিবর্তন এনেছে। এর মূল ভিত্তি ছিল জনশিক্ষা, যা জনগণের মধ্যে আন্দোলনের নৈতিকতা, যৌক্তিকতা ও গণতান্ত্রিক উপায়ে দাবি আদায়ের পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করেছিল। সুতরাং জনশিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে জনগণকে বোঝানো দরকার যে, জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করা কেবল একটি অস্থায়ী সমাধান, যা মূল সমস্যার কোনো স্থায়ী সমাধান দিতে পারে না। বরং গণসচেতনতার মাধ্যমে আন্দোলনের নৈতিক দিক সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা গেলে তারা শান্তিপূর্ণ ও কার্যকর উপায়ে দাবি আদায়ের পথ খুঁজবে। অতএব রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কৃতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে জনশিক্ষাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা জরুরি। এটি দেশে কেবল জনদুর্ভোগমুক্ত আন্দোলনের সংস্কৃতি গড়ে তুলবে না, বরং গণতন্ত্রের সঠিক চর্চাকেও নিশ্চিত করবে। এখন প্রশ্ন হলো, জনশিক্ষা কীভাবে জনদুর্ভোগহীন সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করতে পারে? একটি গণতান্ত্রিক সমাজে জনশিক্ষা শুধু তথ্য-উপাত্ত প্রদান বা আহরণের উপায় নয়, বরং এটি সামষ্টিক কল্যাণে নৈতিক চিন্তাধারা এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক দায়বদ্ধতার ভিত্তি গড়ে তোলে, যা সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনকে কল্যাণমুখী করতে পারে। জনশিক্ষা যদি জনগণের মধ্যে দায়িত্বশীলতার চেতনা, মানবিক মূল্যবোধ এবং যৌক্তিক চিন্তাভাবনার বিকাশ ঘটাতে পারে, তাহলে আন্দোলনের ভাষা বদলাবে, সহিংসতা কমবে এবং দাবি আদায়ের পদ্ধতি হবে অধিকতর ন্যায়সঙ্গত ও কার্যকর। এই লক্ষ্যে নিচের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। ১. জনশিক্ষার মাধ্যমে প্রতিটি মানুষের মাঝে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশের চেষ্টা চালানো। শিক্ষা যদি সামাজিক ন্যায়বিচার, মানবাধিকার ও নাগরিক দায়িত্ব সম্পর্কে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি করে, তাহলে আন্দোলনের ভাষা ও পদ্ধতি পরিবর্তিত হবে। সক্রেটিসের মতে, একজন সত্যিকারের জ্ঞানী মানুষ কখনো অন্যের ক্ষতি করে না। শিক্ষা আন্দোলনকারীদের শেখাবে যে, জনস্বার্থের পরিপন্থি কর্মকা- বা ভাষা ব্যবহার করা যাবে না, বরং যুক্তিসঙ্গত সংলাপ ও কাঠামোগত সমাধানই টেকসই পরিবর্তন আনতে পারে। ২. গণসচেতনতা বৃদ্ধিতে গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের সফল ব্যবহার নিশ্চিত করা। আধুনিক যুগে গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম জনশিক্ষার অন্যতম শক্তিশালী মাধ্যম। গণমাধ্যম যদি বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা, শিক্ষামূলক প্রবন্ধ, তথ্যচিত্র এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্রচারণার মাধ্যমে আন্দোলনের নৈতিক ও যৌক্তিক দিক তুলে ধরে, তাহলে এটি জনগণের মধ্যে ইতিবাচক সংস্কৃতি গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোতে গণমাধ্যমের মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টি করে অহিংস আন্দোলনের সংস্কৃতি গড়ে তোলা হয়েছে। এ ধরনের উদ্যোগ বাংলাদেশেও কার্যকর হতে পারে, যেখানে মিডিয়া জনশিক্ষার বাহক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। ৩. আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাঠ্যসূচিতে নৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের শিক্ষা অন্তর্ভুক্তি অত্যাবশ্যক। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে যদি শিক্ষার্থীদের নাগরিক দায়দায়িত্ব, মানবাধিকার, আন্দোলনের নৈতিকতা ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতন করা হয়, তাহলে নতুন প্রজন্ম ছোটবেলা থেকেই ন্যায়ভিত্তিক আন্দোলনের ধারণা পাবে। ফিনল্যান্ডের শিক্ষাব্যবস্থা একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ, যেখানে শিক্ষার্থীদের যৌক্তিক চিন্তাভাবনা এবং সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়। বাংলাদেশেও শিক্ষার পাঠ্যক্রমে নৈতিক শিক্ষা, সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের নীতিমালা এবং অহিংস পদ্ধতিতে দাবি আদায়ের কৌশল অন্তর্ভুক্ত করা হলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে গঠনমূলক রাজনৈতিক সংস্কৃতি শেখানো সম্ভব হবে। ৪. রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে জনগণের সংলাপের সংস্কৃতি গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালানো জরুরি। আন্দোলন শুধুমাত্র আন্দোলনকারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলে তা কাঙ্ক্ষিত ফল দেয় না। রাষ্ট্রীয় বা প্রাতিষ্ঠানিক পরিম-লে বিবাদমান পক্ষগুলোর মধ্যে সংলাপ ও সমঝোতার সুযোগ তৈরি করতে হবে। জনশিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো জনগণ ও সরকার উভয়কে তাদের দায়দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তোলা, যাতে তারা সংঘাত নয়, বরং যুক্তিসংগত আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের পথ খোঁজে। জন রলসের ‘ন্যায়বিচারের তত্ত্ব’ অনুসারে, একটি সমাজ তখনই ন্যায়পরায়ণ হতে পারে, যখন রাষ্ট্র ও নাগরিকদের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ সংলাপ থাকে। ফলে রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারকদের জনশিক্ষামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে সংলাপের সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত করা গেলে গণতান্ত্রিক পরিবেশ সুদৃঢ় হবে এবং অযথা জনদুর্ভোগ এড়ানো সম্ভব হবে। জনশিক্ষা কল্যাণমুখী সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের মূল চাবিকাঠি। শিক্ষাই পারে আন্দোলনের ভাষা বদলাতে, জনদুর্ভোগহীন রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে তুলতে এবং সমাজকে নৈতিক ও কল্যাণমুখী পথে পরিচালিত করতে। এ কথা সত্য যে, সমাজ পরিবর্তন একদিনে সম্ভব নয়, তবে দীর্ঘমেয়াদে জনশিক্ষার মাধ্যমে আন্দোলনের ইতিবাচক রূপ গড়ে তোলা সম্ভব। তাই একটি ন্যায়ভিত্তিক, গণতান্ত্রিক ও কল্যাণমুখী সমাজ গঠনের জন্য জনশিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, যেখানে শিক্ষার আলো সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছায়নি, সেখানে সহিংসতা, বিশৃঙ্খলা ও ধ্বংসাত্মক আন্দোলনের প্রবণতা বেড়েছে। পক্ষান্তরে সুশিক্ষিত ও সচেতন জনগোষ্ঠী নিজেদের অধিকার ও দাবি-দাওয়া আদায়ের ক্ষেত্রে যুক্তিবাদী ও শান্তিপূর্ণ পন্থাকে অগ্রাধিকার দেয়। জনশিক্ষার বিস্তার ঘটলে জনগণ উপলব্ধি করতে পারবে যে, সহিংসতা ও জনদুর্ভোগ সৃষ্টি কোনো স্থায়ী সমাধান নয়; বরং নৈতিকতা, মানবিক মূল্যবোধ ও যুক্তিভিত্তিক আন্দোলনের পন্থাই অধিক কার্যকর। সুতরাং একটি প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক এবং জনকল্যাণমুখী সমাজ গঠনের জন্য শিক্ষাব্যবস্থাকে সংস্কারের পাশাপাশি জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে গণমাধ্যম ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। শিক্ষা, গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের যৌথ ব্যবহার জনশিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তথ্যপ্রযুক্তির প্রসারে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এখন মতপ্রকাশের অন্যতম শক্তিশালী পাটাতন হয়ে উঠেছে। তবে এটি যদি নৈতিক মূল্যবোধের অধিকারী শিক্ষিত ও সচেতন নাগরিকদের হাতে থাকে, তাহলে আন্দোলনের ভাষা ও কৌশল ইতিবাচক দিকে পরিচালিত হবে। সঠিক শিক্ষার মাধ্যমে আন্দোলনকারীরা বুঝতে পারবেন যে, অহিংস উপায়ে আন্দোলন শুধু নৈতিকতাকে সুসংহত করে না, বরং এটি দীর্ঘমেয়াদে অধিক কার্যকর হয়। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে গান্ধীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন, মার্টিন লুথার কিংয়ের বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলন কিংবা নেলসন ম্যান্ডেলার মুক্তিসংগ্রাম দেখিয়েছে যে, জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনই সমাজ পরিবর্তনের সবচেয়ে কার্যকর উপায়। বর্তমান প্রেক্ষাপটে জনদুর্ভোগের অপসংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে এবং একটি কল্যাণমুখী আন্দোলনের ধারা তৈরিতে জনশিক্ষাই হতে পারে সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম। দেশের শাসক ও শাসিত উভয় পক্ষই যদি নৈতিক মূল্যবোধের অধিকারি শিক্ষিত ও সচেতন হয়, তাহলে সংলাপ, সমঝোতা এবং ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে একটি উন্নত ও কল্যাণকর সমাজ গঠন করা সম্ভব। শাসকদের দায়িত্ব হলো জনগণের দাবিগুলো যৌক্তিকভাবে মূল্যায়ন করা এবং অহিংস আন্দোলনের চেতনা বিকাশে নীতিগত সমর্থন দেয়া ও উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা। একইভাবে নাগরিকদেরও উচিত জনশিক্ষার আলোকে নাগরিক দায়দায়িত্বকে অঙ্গীকার করেই গণতান্ত্রিক উপায়ে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার পথ খোঁজা। অতএব ন্যায়ভিত্তিক আন্দোলনের জন্য জনশিক্ষার গুরুত্ব স্বীকার করে এটিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া এখন সময়ের দাবি। একটি গণতান্ত্রিক সমাজে শিক্ষা কেবল ব্যক্তির জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের জন্য নয়, বরং এটি সচেতন, নৈতিক এবং কল্যাণমুখী নাগরিক তৈরির প্রধান হাতিয়ার। জনশিক্ষাকে শক্তিশালী করা গেলে শুধু সামাজিক ও রাজনৈতিক অপসংস্কৃতিই কেবল বিদূরিত হবে না, বরং সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নের পথও সুগম হবে।

[লেখক : ভিজিটিং ফ্যাকাল্টি, ইউনিভার্সিটি অব রোহ্যাম্পটন, যুক্তরাজ্য]

আর্জেন্টিনায় বন্যায় ৬ জনের মৃত্যু

আন্তর্জাতিক ডেস্ক :আর্জেন্টিনার বন্দর নগরী বাহিয়া ব্লাঙ্কায় গত শুক্রবার প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে সৃষ্ট বন্যায় ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে। আকস্মিক বন্যায় সেখানকার রাস্তাঘাট ধ্বংস হয়েছে এবং বাড়িঘর ও হাসপাতাল প্লাবিত হয়েছে। রাজধানী বুয়েন্স আয়ার্স থেকে প্রায় ৬০০ কিলোমিটার দক্ষিণের শহরটি থেকে প্রায় এক হাজার মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। আট ঘণ্টার অবিরাম বৃষ্টিপাতের ফলে সাড়ে তিন লাখ বাসিন্দার শহরটি পানির নিচে তলিয়ে যায়। এতে কর্তৃপক্ষ জোসে পেন্না হাসপাতাল খালি করতে বাধ্য হয়। টেলিভিশনে সম্প্রচারিত ছবিতে দেখা গেছে, চিকিৎসাকর্মীরা হাসপাতালের নবজাতক ইউনিট থেকে শিশুদের সরিয়ে নিচ্ছেন। সেখানে উদ্ধার তৎপরতায় সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। পৌর কর্মকর্তারা ছয়জনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন। তবে মৃতের সংখ্যা আরো বাড়তে পারে। বুয়েন্স আয়ার্স প্রদেশের নিরাপত্তা মন্ত্রী হাভিয়ের আলোনসো জানান, শহরটিতে মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ৪০০ মিলিমিটারেরও বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে, যা সাধারণত এক বছরের বৃষ্টিপাতের সমান। আলোনসো জানান, বাহিয়া ব্লাঙ্কায় সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছিল ১৯৩০ সালে, যার উচ্চতা ছিল ১৭৫ মিলিমিটার। এবারের বৃষ্টিপাত এর থেকে প্রায় তিনগুণ বেশি। বাহিয়া ব্লাঙ্কার বিমানবন্দর পরবর্তী নোটিশ না দেয়া পর্যন্ত বন্ধ রাখা হয়েছে। কর্মকর্তারা বৈদ্যুতিক শকের ঝুঁকি কমাতে বিদ্যুৎ সরবরাহের কিছু অংশ বিচ্ছিন্ন করেছেন। প্রাদেশিক সরকার জানিয়েছে, তারা হেলিকপ্টার, নৌকা, অ্যাম্বুলেন্সহস খাবার, পানি ও সরঞ্জাম বহনকারী ট্রাক ক্ষতিগ্রস্ত নগরটিতে পাঠাচ্ছে।

সূত্র : বাসস

নারীদের অধিকার হুমকির মুখে: জাতিসংঘ মহাসচিব

আন্তর্জাতিক ডেস্ক :জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস বলেছেন, নারীদের অধিকার ক্রমশ হুমকির মুখে পড়ছে এবং আমাদের অবশ্যই এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। গত শুক্রবার আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রাক্কালে জাতিসংঘের এক অনুষ্ঠানে গুতেরেস বলেন, নারীদের প্রতি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলা বৈষম্য এখন নতুন নতুন হুমকির কারণে আরও প্রকট হচ্ছে। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে। গুতেরেস সতর্ক করে বলেছেন, বিশ্ব চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, যেখানে নারীদের অধিকার অর্জনের অগ্রগতি উল্টে যাচ্ছে। তিনি বলেন, 'ডিজিটাল উপকরণগুলো একদিকে যেমন সম্ভাবনাময়, অন্যদিকে এগুলো নারীদের কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করে দিচ্ছে, পক্ষপাতদুষ্টতা আরও বাড়িয়ে তুলছে এবং হয়রানিকে উসকে দিচ্ছে।' তিনি বলেন, 'নারীদের শরীর এখন রাজনৈতিক যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। অনলাইনে সহিংসতা বাস্তব জীবনের সহিংসতায় রূপ নিচ্ছে। আমরা সমান অধিকারের ধারণাকে সাধারণীকরণের পরিবর্তে, পুরুষতন্ত্র ও নারী বিদ্বেষের প্রসার ঘটতে দেখছি।'

অস্ট্রেলিয়ায় প্রবল বেগে ধেয়ে যাচ্ছে ঘূর্ণিঝড় আলফ্রেড, ধ্বংসলীলার আশঙ্কা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক :চোখ রাঙাচ্ছে এক ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড়। গত ৫০ বছরের মধ্যে এই ঝড় সবচেয়ে বিপজ্জনক হতে চলেছে বলেই মনে করছেন আবহাওয়াবিদরা। আপাতত প্রবল শক্তি সঞ্চয় করে অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকূলের দিকে এগোচ্ছে বিরল এই ঘূর্ণিঝড় আলফ্রেড। আবহাওয়ার পূর্বাভাস দিয়ে বিবিসি জানায়, ২ ক্যাটাগরি শক্তি সঞ্চয় করে ঘূর্ণিঝড়টি ঘণ্টায় ১৩০ কিলোমিটার বাতাসের বেগ নিয়ে শনিবার সকালে কুইন্সল্যান্ডের সানশাইন ও গোল্ড উপকূল এবং অস্ট্রেলিয়ার তৃতীয় বৃহত্তর শহর ব্রিসবেনে আঘাত হানতে পারে। ঘটাতে পারে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ।পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে এরই মধ্যে উপকূল থেকে হাজার হাজার মানুষকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং প্রায় ৮৪ হাজার বাড়ি বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। ঝড়ের প্রভাবে এরই মধ্যে বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, যা সপ্তাহজুড়ে আরও খারাপ হতে পারে বলে আশঙ্কা করছে কর্তৃপক্ষ। কুইন্সল্যান্ড এবং নিউ সাউথ ওয়েলস মিলিয়ে প্রায় ৪০ লাখ মানুষ ঝড়ের কবলে পড়ার আশঙ্কার মধ্যে আছে। কুইন্সল্যান্ড ঘূর্ণিঝড়ের জন্য পরিচিত হলেও দক্ষিণে শক্তিশালী ঝড় খুবই বিরল। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, কুইন্সল্যান্ড এবং নিউ সাউথ ওয়েলসে রাতভর ১০০ কিলোমিটারেরও বেশি বেগে বাতাস বয়ে গেছে, যদিও ঝড়ের অবস্থান এখনও অনেক দূরে। ঝড়টি এর মধ্যে শক্তি ক্ষয় না করলে এর ধ্বংসলীলা হতে পারে মারাত্মক। অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজ পরিস্থিতিকে 'চ্যালেঞ্জিং' বলে বর্ণনা করেছেন এবং সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। গোল্ড কোস্টের ভারপ্রাপ্ত মেয়র ডোনা গেটস পরিস্থিতি ভীতিকর' বলে বর্ণনা করেছেন। ঝড়ের প্রবল তাণ্ডবের আশঙ্কা করা হচ্ছে গোল্ড কোস্টে। উত্তর নিউ সাউথ ওয়েলসে বইছে তীব্র বাতাস। ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে ইতোমধ্যেই বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে। গোল্ড কোস্ট এবং নিউ সাউথ ওয়েলসের হাজার হাজার বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। ওদিকে ঝড়ের আশঙ্কায় প্রায় ১,০০০ স্কুল বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে, গণপরিবহন স্থগিত রয়েছে এবং বিমানবন্দরও বৃহস্পতিবার থেকে বন্ধ রয়েছে। অন্তত রোববার পর্যন্ত ফ্লাইট চালু হওয়ার সম্ভাবনা নেই। অন্যদিকে, কিছু মানুষ বিপদের মধ্যে থাকলেও সার্ফারদের জন্য এ এক রোমাঞ্চকর এক অভিজ্ঞতা হয়ে উঠেছে। কিরা বিচের সার্ফার জেফ ওয়েদারঅল বলেন, "এই আবহাওয়ারই অপেক্ষায় থাকি আমরা। পাঁচ দিন ধরে শুধু খাচ্ছি, ঘুমাচ্ছি আর সার্ফিং করছি।"

মিয়ানমারে জানুয়ারির মধ্যে নির্বাচন হতে পারে: জান্তা প্রধান

আন্তর্জাতিক ডেস্ক :মিয়ানমারে চলতি বছরের ডিসেম্বরে বা আগামী জানুয়ারিতে নির্বাচন হতে পারে বলে জানিয়েছেন জান্তা প্রধান জেনারেল মিন অং হ্লাইং। ২০২১ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের পর এটিই হবে মিয়ানমারে প্রথম নির্বাচন। গতকাল শনিবার রাষ্ট্রীয় সংবাদপত্র গ্লোবাল নিউ লাইট অব মিয়ানমার জেনারেল মিন অং হ্লাইংকে উদ্ধৃত করে এ তথ্য জানিয়েছে। জান্তা প্রধান বলেছেন, আমরা ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে অথবা ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে নির্বাচন আয়োজনের পরিকল্পনা করছি। এর আগে গত শুক্রবার বেলারুশে রাষ্ট্রীয় সফরকালে তিনি বলেন, ভোট অবাধ ও সুষ্ঠু হবে। ৫৩টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণের জন্য তাদের তালিকা জমা দিয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। মিনস্কে বেলারুশের প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার লুকাশেঙ্কোর সঙ্গে এক বৈঠকে তিনি বলেন, আমরা বেলারুশের পর্যবেক্ষক দলগুলোকেও নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। মিয়ানমারে সর্বশেষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২০২০ সালের ৮ নভেম্বর।

টরন্টোতে পানশালায় গুলিবর্ষণ, আহত ১২

আন্তর্জাতিক ডেস্ক :গত শুক্রবার দিনের শেষে কানাডার টরন্টোর একটি পানশালায় গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। এতে অন্তত ১২ জন আহত হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। তবে গুলিবর্ষণের কারণ জানা যায়নি। সন্দেহভাজন ব্যক্তি এখনো পলাতক রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

মন্ট্রিয়েল থেকে বার্তা সংস্থা এএফপি এ খবর জানায়। কানাডার বৃহত্তম শহর টরন্টোর পূর্বাঞ্চলে গুলিবর্ষণের পর আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। টরন্টো পুলিশ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে জানিয়েছে, পানশালায় গুলিবর্ষণে একাধিক ব্যক্তি গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। সন্দেহভাজন ব্যক্তি এখনো ধরা ছোঁয়ার বাইরে। পুলিশ আরো জানায়, আহতদের সংখ্যা ১২ জন। চারজনের জীবন শঙ্কামুক্ত। আহত অন্যান্যদেও অবস্থা জানা যায়নি। সন্দেহভাজন ব্যক্তি কালো মুখোশ পরিহিত ছিল এবং রূপালি রংয়ের গাড়িতে করে পালিয়ে যায়।টরন্টোর মেয়র অলিভিয়া চাও এক্সে বলেছেন, গুলিবর্ষণের খবর শুনে তিনি 'গভীরভাবে মর্মাহত'। পুলিশ প্রধান তাকে আশ্বস্ত করেছেন, 'অপরাধীকে গ্রেপ্তারে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।'

ইউক্রেনে রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলায় নিহত ১৪

আন্তর্জাতিক ডেস্ক :ইউক্রেনের পূর্ব ডোনেটস্ক অঞ্চলের ডোব্রোপিলিয়ার কেন্দ্রস্থলে গত শুক্রবার গভীর রাতে রাশিয়ার পৃথক দুটি হামলায় ১১ জন নিহত হয়েছে। এ হামলায় আহত হয়েছে আরও ৩০ জন। এ ছাড়া বোগোদুখিভ শহরে ড্রোন হামলায় তিনজন নিহত এবং সাতজন আহত হয়েছে। গতকাল শনিবার বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে এ খবর প্রকাশিত হয়েছে। যুদ্ধবিরতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউক্রেনের মধ্যকার আলোচনার আগে এ হামলার ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ভলোদিমির জেলেনস্কি রাশিয়ার বিরুদ্ধে আরও আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার আহ্বান জানিয়েছেন। পূর্ব খারকিভ অঞ্চলের সামরিক প্রধান ওলেগ সিনেগুবভ জানিয়েছেন, গতকাল শনিবার ভোরে বোগোদুখিভ শহরে ড্রোন হামলায়

তিনজন নিহত ও সাতজন আহত হয়। ইউক্রেনের বিমান বাহিনী জানিয়েছে, রাশিয়া বোগোদুখিভ লক্ষ্য করে দুটি ক্ষেপণাস্ত্র এবং ১৪৫টি ড্রোন নিক্ষেপ করেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রাশিয়ার ওপর নতুন নিষেধাজ্ঞা এবং শুল্ক আরোপের হুমকি দেওয়ার পরপরই রাতারাতি বিমান হামলা চালানো হয়। তবে ট্রাম্প বলেছেন, তিন বছর ধরে চলমান যুদ্ধের অবসান ঘটানোর প্রচেষ্টায় কিয়েভের চেয়ে মস্কোর সাথে কাজ করা সহজ হতে পারে। এ হামলার পর জেলেনস্কি সোশ্যাল মিডিয়া চ্যানেল টেলিগ্রামে লিখেছেন, এই ধরনের হামলা প্রমাণ করে যে রাশিয়ার লক্ষ্য অপরিবর্তিত। তারা যুদ্ধ বিরতি চায় না। অতএব, জীবন রক্ষায় আমাদের বিমান প্রতিরক্ষাবাহিনীকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। এ ছাড়া রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা বৃদ্ধি করতে হবে।

বিনোদন

সংবাদ পাঠিকার চরিত্রে সাইয়ারা তটিনী

বিনোদন ডেস্ক : ঈদুল ফিতর উপলক্ষে এবার সংবাদ পাঠিকার চরিত্রে দেখা যাবে জনপ্রিয় অভিনেত্রী সাইয়ারা তটিনীকে। এটি তার প্রথম সংবাদ পাঠিকার চরিত্র, যা বেশ সিরিয়াস অথচ মজাদার। ঈদের বিশেষ নাটক 'ব্রেকিং নিউজ'-এ তটিনীর বিপরীতে অভিনয় করছেন তৌসিফ মাহবুব। নাটকটি পরিচালনা করেছেন ইমরোজ শাওন এবং চিত্রনাট্য লিখেছেন ইশতিয়াক আহমেদ।

'ব্রেকিং নিউজ' নাটকটির গল্প আবর্তিত হয়েছে শহরের শীর্ষ সন্ত্রাসী ইফতি এবং 'ক্রাইম ওয়াচ' টিভি অনুষ্ঠানের সঞ্চালক-প্রতিবেদক মারিয়াকে ঘিরে। সন্ত্রাসী ও সাংবাদিকের মধ্যকার টানাপোড়েন প্রেম ও পরাজয়ের মোড়কে উপস্থাপন করা হয়েছে। চরিত্র দুটিতে যথাক্রমে অভিনয় করেছেন তৌসিফ মাহবুব ও সাইয়ারা তটিনী। এ ছাড়াও নাটকটিতে অভিনয় করেছেন মুকিত জাকারিয়াসহ আরও অনেকে।

নাটকটির পরিচালক ইমরোজ শাওন জানান, 'ব্রেকিং নিউজ' একটি অনন্য গল্প, যা দর্শকদের জন্য নতুন অভিজ্ঞতা বয়ে আনবে। তিনি বলেন, 'গল্পটি সিরিয়াস, কিন্তু এর মধ্যে রয়েছে মজার উপাদান। সাইয়ারা তটিনী এবং তৌসিফ মাহবুবের অভিনয় দর্শকদের মুগ্ধ করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।'

প্রযোজক এসকে সাহেদ আলী পাপ্পু জানান, 'ব্রেকিং নিউজ'সহ রোজার ঈদে সিএমভি'র ব্যানারে মুক্তি পাচ্ছে ২০টি বিশেষ নাটক। এই নাটকগুলো প্রতিষ্ঠানটির ইউটিউব চ্যানেলে ধারাবাহিকভাবে চাঁদরাত থেকে উন্মুক্ত করা হবে।

সাইয়ারা তটিনী এই প্রথম সংবাদ পাঠিকার চরিত্রে অভিনয় করছেন। তার এই নতুন চরিত্র নিয়ে দর্শকদের মধ্যে ব্যাপক কৌতূহল রয়েছে। তটিনী বলেন, 'সংবাদ পাঠিকার চরিত্রে অভিনয় করা আমার জন্য একটি নতুন চ্যালেঞ্জ ছিল। আমি আশা করি, দর্শকরা আমার অভিনয় পছন্দ করবেন।'

ঈদুল ফিতর উপলক্ষে সিএমভি'র ব্যানারে ২০টি বিশেষ নাটক মুক্তি পাচ্ছে। এর মধ্যে 'ব্রেকিং নিউজ' অন্যতম।

ঈদে মুক্তি পেতে যাচ্ছে অর্ধডজন সিনেমা

বিনোদন ডেস্ক : ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ঢাকাই চলচ্চিত্র জগতে চলছে জোর প্রস্তুতি। এবারের ঈদে মুক্তি পেতে যাচ্ছে অর্ধডজন সিনেমা। এর মধ্যে শাকিব খানের 'বরবাদ', সিয়াম আহমেদের 'জংলি', আফরান নিশোর 'দাগি', আদর আজাদের 'পিনিক' এবং নুসরাত ফারিয়া ও সজলের 'জ্বীন ৩' উল্লেখযোগ্য। অধিকাংশ সিনেমার শুটিং শেষ হলেও এখনও সেন্সর বোর্ডের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। চলচ্চিত্র নির্মাতারা জানিয়েছেন, ঈদের আগেই সেন্সর বোর্ডে জমা দেওয়া হবে সিনেমাগুলো। **শাকিব খানের 'বরবাদ',** ঈদের সবচেয়ে আলোচিত সিনেমা 'বরবাদ'। শাকিব খান এই সিনেমায় গ্যাংস্টার বাবার বখে যাওয়া সন্তানের চরিত্রে অভিনয় করছেন। পরিচালক মেহেদি হাসান হৃদয় জানান, সিনেমাটির শুটিং প্রায় শেষ। বাকি আছে কেবল দুটি গানের কাজ। গানগুলো শেষ হলেই সেন্সর বোর্ডে জমা দেওয়া হবে সিনেমাটি। এরই মধ্যে সিনেমাটির টিজার প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে শাকিব খানের লুক ও অ্যাকশন দর্শকদের প্রশংসা কুড়িয়েছে। শাকিবের বিপরীতে নায়িকা হিসেবে রয়েছেন ইধিকা পাল। এ ছাড়াও মিশা সওদাগর, যিশু সেনগুপ্ত এবং শহীদুজ্জামান সেলিমের মতো অভিনেতারা গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন। **সিয়াম আহমেদের 'জংলি',** গত বছর থেকেই প্রস্তুত এম রাহিম পরিচালিত 'জংলি'। সিনেমাটির ফার্স্ট লুক প্রকাশিত হয়েছিল গত কুরবানি ঈদে। তবে নির্মাতা ঈদের পরিবর্তে এবারের রোজার ঈদে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সিনেমাটিতে সিয়াম আহমেদকে দেখা যাবে ভিন্ন এক লুকে। নায়িকা হিসেবে রয়েছেন শবনম বুবলী এবং প্রার্থনা ফারদিন দীঘি। সিনেমাটির একটি গান 'জনম জনম' ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে, যা দর্শকদের মধ্যে সাড়া ফেলেছে। নির্মাতা জানিয়েছেন, সিনেমাটি পুরোপুরি প্রস্তুত এবং শিগগিরই সেন্সর বোর্ডে জমা দেওয়া হবে। **আফরান নিশোর 'দাগি',** ২০২৩ সালে 'সুড়ঙ্গ' সিনেমার মাধ্যমে বড়পর্দায় অভিষেক করেই সাফল্য পেয়েছিলেন আফরান নিশো। এবার ঈদে তিনি ফিরছেন শিহাব শাহীনের পরিচালনায় 'দাগি' সিনেমা নিয়ে। এই সিনেমায় আফরান নিশোর বিপরীতে অভিনয় করছেন তমা মির্জা। সিনেমাটির শুটিং সম্পন্ন হয়েছে এবং আগামী রোববার সেন্সর বোর্ডে জমা দেওয়া হবে। নির্মাতা জানিয়েছেন, সিনেমাটির প্রচারণা শিগগিরই শুরু হবে। **আদর আজাদের 'পিনিক',** অ্যাকশন-থ্রিলার ধাঁচের 'পিনিক' সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন জাহিদ জুয়েল। সিনেমাটিতে আদর আজাদ এবং শবনম বুবলী জুটি বেঁধেছেন। কক্সবাজারের দুর্গম এলাকায় সিনেমাটির শুটিং সম্পন্ন হয়েছে। নির্মাতা জানিয়েছেন, সিনেমাটির এখন এডিটিং ও কালারের কাজ চলছে। শিগগিরই সেন্সর বোর্ডে জমা দেওয়া হবে এবং প্রচারণা শুরু হবে। **নুসরাত ফারিয়া ও সজলের 'জ্বীন ৩',** 'জ্বীন' সিরিজের তৃতীয় কিস্তি 'জ্বীন ৩' এবারের ঈদে মুক্তি পেতে যাচ্ছে। সিনেমাটিতে নুসরাত ফারিয়া এবং আবদুন নূর সজল অভিনয় করেছেন।

ঈদ ও বৈশাখে আসছে : 'চক্কর ৩০২' ও 'বিলডাকিনি'

বিনোদন ডেস্ক : বাংলাদেশের জনপ্রিয় অভিনেতা মোশাররফ করিমের দুটি নতুন সিনেমা দর্শকদের জন্য প্রস্তুত। সরকারি অনুদানে নির্মিত 'চক্কর ৩০২' এবং 'বিলডাকিনি' সিনেমা দুটি মুক্তির জন্য ছাড়পত্র নেওয়া থাকলেও দীর্ঘদিন ধরে মুক্তির অপেক্ষায় ছিল। এবার অবশেষে সিনেমা দুটির মুক্তির তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে। রোজার ঈদে মুক্তি পাবে 'চক্কর ৩০২', আর পয়লা বৈশাখে মুক্তি দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে 'বিলডাকিনি' সিনেমাটির।

রোজার ঈদে সিনেমাপ্রেমীদের জন্য অপেক্ষার পালা শেষ হচ্ছে। ইতিমধ্যে ঈদ উপলক্ষে শাকিব খানের 'বরবাদ', সিয়ামের 'জংলি', আফরান নিশোর 'দাগি' এবং সজল-ফারিয়ার 'জ্বীন থ্রি' সিনেমা মুক্তির ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এবার এই তালিকায় যুক্ত হলো মোশাররফ করিমের 'চক্কর ৩০২'। সিনেমাটির পরিচালক শরাফ আহমেদ জীবন জানিয়েছেন, ঈদে সিনেমাটি মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসছে এই সপ্তাহেই। ১০ রমজান থেকে শুরু হবে সিনেমাটির প্রচার। টিজার, ট্রেলার এবং গান প্রকাশের মাধ্যমে দর্শকদের উদ্দেশ্যে ব্যাপক প্রচার কার্যক্রম চলবে। 'চক্কর ৩০২' সিনেমায় মোশাররফ করিম একজন তদন্ত কর্মকর্তার চরিত্রে অভিনয় করেছেন। সিনেমাটি একটি খুনের তদন্তের গল্পকে কেন্দ্র করে এগিয়েছে, তবে এর পাশাপাশি মানবিক একটি দিকও উঠে এসেছে।

চলচ্চিত্র অনুদানের নীতিমালায় বড় পরিবর্তন: নির্মাতারা পাবেন দ্বিগুণ সময় ও বাড়তি সুবিধা

বিনোদন ডেস্ক : চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি অনুদানের নীতিমালায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনেছে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়। নতুন নীতিমালায় নির্মাতাদের জন্য চলচ্চিত্র নির্মাণের সময়সীমা দ্বিগুণ করা হয়েছে। এ ছাড়া লেখক ও চিত্রনাট্যকারদের সম্মানী বৃদ্ধি, অর্থ প্রদানের পদ্ধতিতে পরিবর্তন এবং চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ক্ষেত্রে নতুন নিয়ম চালু করা হয়েছে। গত ৬ মার্চ 'পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি অনুদান প্রদান নীতিমালা, ২০২৫' এবং 'স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি অনুদান প্রদান নীতিমালা, ২০২৫' শীর্ষক প্রজ্ঞাপন জারি করে মন্ত্রণালয়। নতুন নীতিমালা অনুযায়ী, পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের সময়সীমা ৯ মাস থেকে বেড়ে ১৮ মাস করা হয়েছে। স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের জন্য সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে ১২ মাস এবং প্রামাণ্যচিত্রের জন্য ২৪ মাস। তবে বিশেষ প্রয়োজনে পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের জন্য সর্বোচ্চ ছয় মাস এবং স্বল্পদৈর্ঘ্যের জন্য তিন মাস করে সময় বাড়ানোর সুযোগ রাখা হয়েছে। নির্মাতারা দীর্ঘদিন ধরে সময়সীমা বাড়ানোর দাবি জানিয়ে আসছিলেন। তাদের মতে, পূর্বের সময়সীমায় চলচ্চিত্র নির্মাণ ও মুক্তি দেওয়া কঠিন ছিল। নতুন এই সিদ্ধান্তে নির্মাতারা স্বস্তি প্রকাশ করেছেন। নতুন নীতিমালায় লেখক ও চিত্রনাট্যকারদের সম্মানী উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ানো হয়েছে। গল্প লেখককে ২ লাখ টাকা এবং চিত্রনাট্যকারকে ৩ লাখ টাকা উৎসাহ পুরস্কার দেওয়া হবে। আগে উভয়কেই ৫০ হাজার টাকা করে দেওয়া হতো। এই পরিবর্তন চলচ্চিত্রের গল্প ও চিত্রনাট্যের মানোন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে। প্রতি অর্থবছরে সর্বোচ্চ ১২টি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রকে অনুদান দেওয়া হবে, যা আগে ছিল ১০টি। স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে অনুদানের সংখ্যা ১০টি থেকে বেড়ে ২০টি করা হয়েছে। নতুন নীতিমালায় প্রামাণ্যচিত্র, শিশুতোষ চলচ্চিত্র, রাজনৈতিক ইতিহাস এবং সাংস্কৃতিক ইতিহাস বিষয়ক চলচ্চিত্রকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া নির্মাতাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করতে প্রস্তাবকারী পরিচালককে কমপক্ষে একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ বা সংশ্লিষ্ট কাজে অংশগ্রহণের শর্ত যুক্ত করা হয়েছে। অর্থ প্রদানের পদ্ধতিতেও পরিবর্তন আনা হয়েছে। প্রথম কিস্তি হিসেবে অনুদানের ২০ শতাংশ দেওয়া হবে।

মহেশবাবুর পরকীয়ার গুঞ্জন: স্ত্রী নম্রতা শিরোদকরের ঠান্ডা মাথায় সমাধান

বিনোদন ডেস্ক : দক্ষিণ ভারতীয় সিনেমার সুপারস্টার মহেশবাবুকে নিয়ে পরকীয়ার গুঞ্জনে সরগরম শোবিজ অঙ্গন। সম্প্রতি দক্ষিণের জনপ্রিয় প্রযোজক গীতা কৃষ্ণ এক সাক্ষাৎকারে দাবি করেছেন, মহেশবাবু একজন জনপ্রিয় অভিনেত্রীর সঙ্গে গোপন সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন। এমনকি মুম্বাইয়ে তারা একসঙ্গে থাকতেনও। তবে এই পরকীয়া সম্পর্ক হাতেনাতে ধরেন মহেশবাবুর স্ত্রী নম্রতা শিরোদকর। গীতা কৃষ্ণের দাবি, নম্রতা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ঠান্ডা মাথায় পুরো বিষয়ের সমাধান করেন।

প্রযোজক গীতা কৃষ্ণের মতে, মহেশবাবুর সঙ্গে গোপন সম্পর্কে জড়ানো অভিনেত্রী হলেন তৃষা কৃষ্ণণ। মহেশ এবং তৃষার এই সম্পর্ক নিয়ে গুজব আগেও রটেছিল, তবে দুই তারকা কখনোই এই বিষয়ে মুখ খোলেননি। গীতা কৃষ্ণের এই দাবি নিয়ে শোবিজ জগতে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে। যদিও মহেশবাবু বা তৃষা কৃষ্ণণ এখনও এই অভিযোগের কোনো প্রতিক্রিয়া জানাননি। মহেশবাবু এবং নম্রতা শিরোদকর দীর্ঘদিন ধরে সুখী দাম্পত্য জীবন যাপন করছেন। তাদের এক পুত্র ও এক কন্যা রয়েছে। মহেশবাবু তার ভক্তদের কাছে 'ফ্যামিলি ম্যান' হিসেবে পরিচিত। তাদের প্রেমের গল্পও বেশ ফিল্মি। 'ভামসি' ছবির সেটে মহেশবাবু এবং নম্রতার প্রথম দেখা হয়। প্রথম ছবি করতেই করতেই তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। গীতা কৃষ্ণের দাবি অনুযায়ী, মহেশবাবুর পরকীয়ার বিষয়টি হাতেনাতে ধরেন নম্রতা। তবে তিনি অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় এবং দক্ষতার সঙ্গে পুরো বিষয়ের সমাধান করেন। এই ঘটনার পরেও মহেশবাবু এবং নম্রতার সংসারে কোনো ভাঙনের খবর শোনা যায়নি। তাদের সম্পর্ক আগের মতোই মজবুত রয়েছে বলে জানা গেছে।

গীতা কৃষ্ণের এই দাবি নিয়ে শোবিজ জগতে ব্যাপক আলোচনা চলছে। অনেকেই এই গুজবকে অতিরঞ্জিত বলে মনে করছেন। আবার কেউ কেউ বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে নিচ্ছেন। মহেশবাবু এবং তৃষা কৃষ্ণণের ভক্তরা এই অভিযোগ নিয়ে বিভক্ত। অনেকেই তাদের পক্ষে অবস্থান নিচ্ছেন, আবার কেউ কেউ বিষয়টি নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করছেন।

মহেশবাবু দক্ষিণ ভারতীয় সিনেমার অন্যতম সেরা অভিনেতা। তার ছবি ঘিরে প্রত্যাশায় থাকেন লক্ষ লক্ষ ভক্ত। দক্ষিণের গণ্ডি ছাড়িয়ে তিনি সারা ভারতজুড়েই জনপ্রিয়। তার অভিনীত চলচ্চিত্রগুলো বক্স অফিসে ব্যাপক সাফল্য পায়।

ব্ল্যাকমেইলের শিকার হয়ে সোনা পাচার করতেন অভিনেত্রী

বিনোদন ডেস্ক : ভারতের কন্নড় চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় অভিনেত্রী রান্যা রাও সম্প্রতি দুবাই থেকে স্বর্ণ পাচারের অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছেন। ডিরেক্টরেট অব রেভিনিউ ইন্টেলিজেন্স (ডিআরআই) অভিযোগ করেছে, তিনি স্বর্ণ সম্বলিত পোশাক পরে এবং পোশাকের মধ্যে স্বর্ণের বার লুকিয়ে পাচারের চেষ্টা করছিলেন। তবে গ্রেপ্তারের পর রান্যা রাও দাবি করেছেন, ব্যাকে ব্ল্যাকমেইল করে সোনা পাচার করতে বাধ্য করা হয়েছিল। রান্যা রাও গত ৪ মার্চ দুবাই থেকে বেঙ্গালুরু ফেরার সময় বেঙ্গালুরুর কেম্পেগৌড়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ডিআরআই কর্মকর্তাদের হাতে গ্রেপ্তার হন। অভিযোগ রয়েছে, তিনি ১৫ দিনের মধ্যে চারবার দুবাই ভ্রমণ করেছেন, যা কর্তৃপক্ষের সন্দেহের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিমানবন্দরে তল্লাশি চালিয়ে তার জ্যাকেটের ভেতর থেকে ১৪.২ কেজি বিদেশি স্বর্ণ উদ্ধার করা হয়, যার মূল্য প্রায় ১২.৫৬ কোটি রুপি। এ ছাড়া তার বাসভবনে অভিযান চালিয়ে নগদ ২.৬৭ কোটি রুপি এবং ২.০৬ কোটি রুপি মূল্যের সোনা বাজেয়াপ্ত করা হয়। মোট বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির মূল্য ১৭.২৯ কোটি রুপি। গ্রেপ্তারের পর রান্যা রাও দাবি করেন, তাকে ব্ল্যাকমেইল করে সোনা পাচার করতে বাধ্য করা হয়েছিল। তবে এই ব্ল্যাকমেইলের পেছনে কারা জড়িত, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তদন্তকারী সংস্থাগুলো এই দাবির সত্যতা যাচাই করছে। এই ঘটনায় এক পুলিশ কনস্টেবলকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, তিনি রান্যা রাওকে বিমানবন্দর থেকে নিরাপদে বের হয়ে যেতে সাহায্য করছিলেন। তার ভূমিকা নিয়েও তদন্ত চলছে। বেঙ্গালুরুতে অর্থনৈতিক অপরাধের জন্য বিশেষ আদালত রান্যা রাওকে ১০ মার্চ বিকেল ৪টা পর্যন্ত ডিআরআই-এর হেফাজতে রাখার আদেশ দিয়েছে। আদালত তাকে তদন্ত কর্মকর্তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে এবং প্রতিদিন আধা ঘণ্টার জন্য তার আইনজীবীর সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি দিয়েছে। এ ছাড়া আদালত ডিআরআই-কে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা অনুসরণ করে তাকে প্রয়োজনীয় মৌলিক সুবিধা প্রদান করতে বলেছে। রান্যা রাওয়ের সোনা পাচার মামলার তদন্তের দায়িত্ব নিয়েছে সেন্ট্রাল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই)।

সংস্থাটির একটি দল ইতিমধ্যে বেঙ্গালুরুতে পৌঁছেছে। তারা একটি বৃহত্তর সিন্ডিকেটের সঙ্গে রান্যার জড়িত থাকার অভিযোগ তদন্ত করবে। সিবিআইয়ের তদন্তে এই মামলার আরও গভীরে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। রান্যা রাও ২০১৪ সালে কন্নড় চলচ্চিত্র 'মানিক্য'-তে সুপারস্টার সুদীপের বিপরীতে অভিনয় করে রাতারাতি খ্যাতি অর্জন করেন। এরপর তিনি আরও কয়েকটি দক্ষিণ ভারতীয় চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন।

জাহাজে করে আসা কয়লা ঝুড়িতে করে এনে এক জায়গায় স্তূপ করছেন শ্রমিকেরা। নতুনবাজার, খুলনা।

পদ্মা-মেঘনায় জাটকা সংরক্ষণ কর্মসূচি অভিযানের জন্য বরাদ্দকৃত জ্বালানি খুবই অপ্রতুল

চাঁদপুর প্রতিনিধি : ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষে সরকার প্রতিবছর প্রজনন নিশ্চিত ও জাটকা সংরক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। সরকারের এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে জেলা ও উপজেলা টাস্কফোর্স। এর মধ্যে দিন ও রাতে অভয়াশ্রম এলাকায় নিয়মিত টহলে থাকে নৌ পুলিশ। কিন্তু নৌপুলিশকে জাটকা সংরক্ষণে দায়িত্ব পালনে যে নৌযান এবং জ্বালানি দেয়া হয়, তা খুবই নগন্য। বাণিজ্যিক ভাবে নৌযান পরিচালনাকারীদের সাথে কথা বলে জানাগেল জ্বালানির খরচের পরিমান। নৌ পুলিশও তুলে ধরেছেন তাদের বাস্তবতা। জ্বালানির বরাদ্দ বাড়ানো প্রয়োজন মনে করে মৎস্য বিভাগ। জানাগেছে, দেশের ৫টি অভয়াশ্র এলাকায় মার্চ-এপ্রিল দুই মাস জাটকার বিচরণ বেশি থাকে। যে কারণে এই সময়ে ইলিশসহ সব ধরণের মাছ আহরণ, মজুদ, পরিবহন ও ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ থাকে। আর এই কর্মসূচি বাস্তবায়নে কাজ করে জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, মৎস্য বিভাগ, কোস্টগার্ড ও নৌ পুলিশ। চাঁদপুরে নৌ পুলিশের একটি থানাসহ ৬টি পুলিশ ফাঁড়ি রয়েছে। এসব ফাঁড়ির পুলিশ সদস্যরা নৌযান দিয়ে ১ মার্চ থেকে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত দুই মাস জাটকা সংরক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য যে জ্বালানি তেল বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, তাতে ভাড়া কিংবা নৌ পুলিশের নিজস্ব স্পীড বোট চালু করলেই জালানি শেষ হয়ে যওয়ার উপক্রম। বাকি ২৪ ঘন্টা নদীতে টহলে থাকা কোনভাবেই সম্ভব হয় না। চাঁদপুর শহরের বড় স্টেশন মোলহেডে বাণিজ্যিকভাবে স্পীড বোট ভাড়ায় পরিচালনা করেন বেশ কয়েকজন। তার মধ্যে আব্দুর রহিম বলেন, ২০০ সিসি একটি বোট প্রতিঘন্টায় ৬০ লিটার জ্বালানি এবং দুটি ইঞ্জিন ওয়েল লাগে। আর যাত্রী বেশি হলে আরো বেশি খরচ হয়। একই কথা জানালেন আলমগীর হোসেন নামের আরেক স্পীড বোট চালক। তিনি বলেন, তার ৭৫ সিসি স্পীড বোট প্রতিঘন্টায় জ্বালানি খরচ হয় ৪০লিটার এবং ইঞ্জিন ওয়েল খরচয় হয় ১ থেকে দেড় লিটার। নৌ পুলিশ জানায়, চাঁদপুর নৌ থানায় একটি স্পীড বোট থাকলেও সেটি অকেজু। যে কারণে দিন ও রাতে তাদের ২টি করে ৪টি স্পীড বোটই ভাড়া নিয়ে অভিযান পরিচালনা করতে হয়।

কুমিল্লায় সম্পত্তির বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের হামলায় বৃদ্ধ নিহত

কুমিল্লা প্রতিনিধি : কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে জায়গা নিয়ে বিরোধের জের ধরে প্রতিপক্ষের হামলায় আবদুল মালেক(৬৮) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। উপজেলার উজিরপুর ইউনিয়নের কৃষ্ণপুর গ্রামে শুক্রবার রাত আনুমানিক নয়টায় এ ঘটনা ঘটে। তিনি ওই গ্রামের মির্জা আলী হোসেনের ছেলে। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন চৌদ্দগ্রাম ও নাঙ্গলকোট সার্কেলের এএসপি নিশাত তাবাসসুম। তথ্যটি নিশ্চিত করেছেন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ হিলাল উদ্দিন আহমেদ। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কৃষ্ণপুর গ্রামের আবদুল মালেক গংয়ের সাথে পাশ্ববর্তী বাড়ির কামাল, জামাল, জয়নাল ও জসিম গংদের চলাচলের জায়গা নিয়ে বিরোধ চলছিল। এরই জের ধরে আবদুল মালেক গং চলাচলের জায়গায় বাঁশের বেড়া দেয়। বিষয়টি নিয়ে অভিযোগের প্রেক্ষিতে থানায় শালিশ বৈঠকে উভয়পক্ষের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে ঈদের পরে জায়গা মেপে বিরোধ নিঃস্পত্তির সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু শুক্রবার রাত আনুমানিক পৌনে নয়টায় কামাল গং বেড়া ভাংচুর করছে-এমন খবরে আবদুল মালেক সেখানে গিয়ে বাধা প্রদান করে। এক পর্যায়ে কামাল গং আবদুল মালেককে বেদম মারধর করে। এ ঘটনায় নারীসহ উভয় পক্ষের চারজন আহত হন। খবর পেয়ে বাড়ির লোকজন এসে আবদুল মালেককে উদ্ধার করে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শনিবার ভোর রাত ৩টায় আবদুল মালেকের মৃত্যু হয়। নিহত আবদুল মালেকের ছেলে মাঈন উদ্দিন বলেন, চলাচলের জায়গা নিয়ে কামাল গংয়ের সাথে আমাদের বিরোধ চলে আসছিল। শুক্রবার রাতে তারাবির নামাজ পড়ে বাবা বাড়িতে আসে। আমার চাচাতো ভাইয়ের মাধ্যমে বাবা খবর পেয়ে বেড়া ভাংচুরে বাধা দিতে যায়। সেখানে কামাল, জামাল, জসিম ও জয়নাল গং আমার বাবাকে বেদম মারধর করলে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। খবর পেয়ে তাৎক্ষনিক পরিবারের লোকজন বাবাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত ৩টায় তাঁর মৃত্যু হয়। এ ব্যাপারে মোঃ জসিম বলেন, আমাদের পরিবারের উপর আবদুল মালেক গং শুক্রবার রাতে অতর্কিত হামলা চালায়। প্রতিরোধ করতে গিয়ে নারীসহ আমাদের পক্ষের তিনজন আহত হন। চৌদ্দগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ হিলাল উদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘সম্পত্তি নিয়ে বিরোধে আবদুল মালেক নামের এক ব্যক্তি কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে। মেডিকেল থেকে মৃত্যুর সংবাদ এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে উত্তেজিত জনতা হামলাকারীদের বাড়িঘরে তালা মেরে আক্রমণের চেষ্টা চালায়। তাৎক্ষণিক সেনাবাহিনীর সহায়তা নিয়ে থানা পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে তাদেরকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। লাশের ময়নাতদন্ত শেষে স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে’।

খেত থেকে তুলে আনা শিম বিক্রির আগে বস্তায় ভরছেন কৃষকেরা। গাড়িদহ, শেরপুর, বগুড়া।

শার্শায় ঈদকে সামনের রেখে সক্রিয় প্রতারক চক্র

বেনাপোল, যশোর প্রতিনিধি : যশোরের শার্শায় ঈদকে সামনের রেখে অভিনব কায়দায় প্রতারক চক্র বিভিন্ন ভাবে প্রতারনা শুরু হয়েছে। প্রতারক চক্র গ্রামের বিত্তবানদের মোবাইল নং সংগ্রহ করে মোবাইলের মাধ্যমে ভয় দেখিয়ে অর্থ ছিনিয়ে নিচ্ছে। এমনই এক ঘটনা ঘটেছে শার্শা উপজেলার নিজামপুর ইউনিয়নের কন্দবপুর মানিকআলী গ্রামে। এ ব্যাপারে উপজেলার কন্দবপুর মানিকআলী গ্রামের ফিরোজ আহমেদ নামে এক ব্যক্তি জানান, তার ছেলে মো. নাফিজ আহমেদ নাভারণ আকিজ কলেজিয়েট স্কুলের নবম শ্রেনীতে লেখাপড়া করে। তিনি একজন দলিল লেখক। তিনি জানান গতকাল ৭ মার্চ দুপুর ১ টার দিকে প্রশাসনের লোক পরিচয় দিয়ে এই মোবাইল নং থেকে ০১৮৬৫৭৯৯০৯৫ বলে আমরা প্রশাসনে লোক। আপনার নাম ফিরোজ আহমেদ, আপনার ছেলের নাম নাফিজ আহমেদ। আপনার ছেলে মাদক নিয়ে ধরা পড়েছে। সে এখন আমাদের কাছে বন্দি। এমন সংবাদে ফিরোজ আহমেদ বলেন আমার ছেলের কাছে ফোন দেন। এ সময় প্রতারক চক্র একটি কিশোর ছেলের কাছে ফোন দিয়ে বলে তোর আব্বার সাথে কথা বল। এ সময় কিশোরটি কান্না জড়িত কন্ঠে বলে আব্বু আমাকে বাঁচাও এই বলে ফোন কেটে দেন। এর পরপরই প্রতারক চক্র ফিরোজ আহমেদকে বলেন আপনার ছেলে ছোট। মাদক নিয়ে ধরা পড়েছে। ওকে আমরা চালান দিতে চাইনা। ও ছোট মানুষ। এই বলে প্রতারক চক্র ফিরেজ আহমেদকে তার ছেলেকে বাঁচাতে বিকাশ নং ০১৬০৭ ৪৭৭৬২১ নম্বর মোবাইলে ১৫ হাজার টাকা পাঠাতে বলেন। অন্যথায় নাফিজকে চালান দেওয়া হবে বলে হুমকি ও ভয় প্রদর্শন করেন।

ভূঞাপুরে অসুস্থ গরু জবাই করায় মাংস ব্যবসায়ীর জরিমানা

ভূঞাপুর, টাঙ্গাইল প্রতিনিধি : টাঙ্গাইলের ভূঞাপুরে অসুস্থ গরু জবাই করায় মাংস ব্যবসায়ীর জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। শনিবার (৮ মার্চ) উপজেলার গোবিন্দাসী টিমোড়ে অসুস্থ গরু জবাই করায় মাংস ব্যবসায়ীকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করা করেছে । উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মো. তারিকুল ইসলাম জানান, উপজেলার গোবিন্দাসী টিমোড়ে অসুস্থ গরু জবাই করায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে রফিকুল ইসলাম তালুকদার নামের এক অসাধু মাংস ব্যবসায়ীকে এ জরিমানা করা হয়। তিনি আরো বলেন ঐ মাংস ব্যবসায়ী জখম হওয়া আধামরা গরু জবাই করে মাংস বিক্রি করছিলো। পরে খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে গিয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে গরুর মাংসগুলো ফেলে দেই।

রাজবাড়ীতে ৯ বছরের শিশু ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগে গ্রেপ্তার ১

রাজবাড়ী প্রতিনিধি : ৮ বছরের শিশু ধর্ষণের ঘটনার রেশ না কাটতেই রাজবাড়ীর বালিয়াকান্দিতে ৯ বছরের শিশু ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগে মুলহোতা জহুর মোল্লাকে গ্রেপ্তার করেছে থানা পুলিশ। সে উপজেলার জামালপুর ইউনিয়নের ছাবনীপাড়া গ্রামের মৃত জলিল মোল্লার ছেলে। শুক্রবার রাতে বালিয়াকান্দি থানা পুলিশ জামালপুর ইউনিয়নের ছাবনীপাড়া গ্রামের বাড়ী থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে। মামলা সুত্রে জানাগেছে, বালিয়াকান্দি উপজেলার জামালপুর ইউনিয়নের ছাবনীপাড়া গ্রামের মৃত জলিল মোল্লার ছেলে জহুর মোল্লা এক শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা করে। শিশুটির নানী বলেন, আমার নাতী গত ২৭ ফেব্রুয়ারী আমার বাড়ীতে বেড়াতে আসে। বৃহস্পতিবার (৬ মার্চ) সকালে প্রতিবেশী জহুর মোল্লা তাকে জোর করে মাঠের মধ্যে ঘাস ক্ষেতে নিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করে। শুক্রবার আমার নাতী আমাকে সব খুলে বললে আমি বালিয়াকান্দি থানায় অভিযোগ দায়ের করি। রাতেই পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। বালিয়াকান্দি থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগে ওই শিশুর নানী বাদী হয়ে শুক্রবার মামলা দায়ের করেছেন।

প্রেসক্লাব পীরগাছা’র কার্যকরী কমিটি গঠন

পীরগাছা, রংপুর প্রতিনিধি : প্রেসক্লাব, পীরগাছা, রংপুরের পুর্ণাঙ্গ কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়েছে। শনিবার দুপুরে প্রেসক্লাব কার্যালয়ে গঠনতন্ত্র মোতাবেক এক জরুরী তলবী সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ১১ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়। এতে দৈনিক পরিবেশ পত্রিকা’র তোজাম্মেল হক মুন্সিকে সভাপতি এবং দৈনিক যুগের আলো’র হারুন অর রশিদকে সাধারণ সম্পাদক এবং দৈনিক খোলা কাগজের মো: লাভলু মিয়াকে সাংগঠনিক সম্পাদক করা হয়। সিনিয়র সাংবাদিক এম খোরশেদ আলমের সভাপতিত্বে তলবী সভায় সিদ্ধান্ত মোতাবেক কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন, সিনিয়র সহ-সভাপতি পদে দৈনিক করতোয়া’র এম খোরশেদ আলম, সহ-সভাপতি পদে দৈনিক ভোরের কাগজের শাহ কামাল ফারুখ লাবু, উপদেষ্টা সম্পাদক পদে দৈনিক আজকের পত্রিকা’র তাজরুল ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদে দৈনিক আমার সংবাদের শাহ জাহান সিরাজ মাসুদ, কোষাধ্যক্ষ পদে দৈনিক ঢাকা প্রতিদিনের রফিকুল ইসলাম লাবলু, দপ্তর, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে দৈনিক কালবেলা’র মোস্তাফিজার রহমান, ক্রীড়া, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে দৈনিক মানবজমিনের কাজী শহিদুল ইসলাম, ধর্মীয় ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক পদে চ্যালেন এস এর উপজেলা প্রতিনিধি আলমগীর হোসেন পাটোয়ারী রয়েছেন। কার্যকরী সদস্য হিসেবে মোঃ গোলাম আজম সরকার, মোঃ আব্দুস সাত্তার আজাদ, মোঃ খুরশীদ আলম, মোঃ রাজু মুন্সিকে রাখা হয়। এছাড়াও সাধারন সদস্য হিসেবে এস এম সিরাজুল ইসলাম, ইস্রাফিল মিয়া, শেখ মো: শফিকুল আলম, হাফিজার রহমান, সৈয়দ বোরহান কবির বিপ্লব, মোস্তাক আহম্মেদ বাবু, হারুন অর রশিদ, শফিকুল ইসলাম, সাখাওয়াত হোসেন সুজন, মোশারফ হোসেন তোকদার, মো: আলাল খাঁন ও মো: মজনু মিয়া রয়েছেন। সভায় প্রেসক্লাবের গঠনতন্ত্র নির্বাচন সংক্রান্ত ১৮ ধারার কয়েকটি অনুচ্ছেদে বর্ণিত নীতিমালা মোতাবেক এক মাস অতিবাহিত হওয়ার পরও পুর্ণাঙ্গ কার্যকরি কমিটি গঠন, শপথ গ্রহন ও দায়িত্বভার হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়ায় আগের নির্বাচন বাতিল, মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় পূর্বের আহবায়ক কমিটি বিলুপ্ত ঘোষনা এবং গঠনতন্ত্রের ৮ ধারার (ঙ) উপ-ধারা মোতাবেক আব্দুস সামাদ সরকার এবং ধারা ৮ এর (ঙ), (জ), (ড) এবং (ণ) অনুচ্ছেদ মোতাবেক মো: সৈয়দ আলীকে সাধারন সদস্য পদসহ সকল পদ/পদবী হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়।

কুলিয়ারচরে পিকআপ ভ্যানের ধাক্কা নিহত ১

হাওর অঞ্চল, কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি : কিশোরগঞ্জের কুলিয়ারচর উপজেলার কুলিয়ারচর দাড়িয়া কান্দি আঞ্চলিক সড়কে পিকআপ ভ্যানের ধাক্কা লেগে নাটোর জেলার সালাম মিয়া (৪০) এর ঘটনাস্থলে মৃত্যু ঘটে। এই ঘটনাটি ঘটে শুক্রবার দুপুর ১২ টার দিকে। পুলিশ জানায়, এই ঘটনায় পিকআপ ভ্যানের ড্রাইভার কে আটক করা হয়েছে। এ ব্যাপারে ভৈরব হাইওয়ে ফারিতে একটি অপমৃত্যুর মামলা রজু হয়েছে।

বাজিতপুরে নদী রক্ষা বাদ প্রকল্পে ৬টির মধ্যে ২টির কাজ মন্তরগতি

হাওর অঞ্চল, কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি : কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর উপজেলার হাসানপুর, শাহপুরে নদী রক্ষাবাধ প্রকল্পের কাজ চলছে। তবে হাসানপুরে ৩টি প্রকল্পের মধ্যে ২টি প্রকল্পের কাজ মন্তরগতি চলছে বলে এলাকায় অভিযোগ উঠেছে। সরে জমিন গিয়ে দেখা যায় বাজিতপুর উপজেলার ২টি প্রকল্পের ও নিকলী উপজেলার একটি প্রকল্পের নদী রক্ষাবাধ প্রকল্পের কাজ একেবারেই মন্তরগতি। যদিও এ সব নদী রক্ষা বাধ কাজের মাত্র কয়েক মাস বাকি রয়েছে বলে এলাকায় অভিযোগ রয়েছে। ২০২৩ সনে এ কয়েকটি প্রকল্পের ১৬২ কোটি টাকার কাজ শুরু হয়েছিল। কিন্তু সিংপুর ইউনিয়নের নদীর ঐ পারে ৩টি প্রকল্পের কাজ একে বারেই বন্ধ রয়েছে বলে এলাকা বাসীর অভিযোগ। যদিও সিংপুর ইউনিয়নের সিংপুর বাজার গ্রাম ও ঐপারের বেশ কয়েকটি গ্রাম নদীতে বিলীন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিশোরগঞ্জ পানি উন্নয়ন বোর্ডের উপ সহকারী প্রকৌশলী মোঃ রুবেল মিয়া জানান, সিংপুর ও সাদির চরের কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ মন্তরগতিতে চলতে বলে উল্লেখ করেন।

বীরগঞ্জে ট্রাক-মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে নিহত ১

বীরগঞ্জ, দিনাজপুর প্রতিনিধি : দিনাজপুরের বীরগঞ্জে ট্রাক ও মোটরসাইকেল মুখোমুখি সংঘর্ষে ১ জন নিহত ও ২ জন গুরুতর আহত হয়েছে। বীরগঞ্জ খানসামা আঞ্চলিক মহাসড়কে প্রেমবাজার সংলগ্ন নিজপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে ট্রাক মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই ১জন মারা যায়। নিহত আজাহার আলী (৬০) বীরগঞ্জ উপজেলার ৩নং শতগ্রাম ইউনিয়নের গড়ফতু গ্রামের ভুলু দেওয়ানির ছেলে ও আহত ২জন নামাবলদিয়া পাড়ার রেজাউল (৩৫) ও প্রসাদপাড়া গ্রামের মোফেল (৬৫)। বীরগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস এর ইউনিট লিডার মো. শরিফুল ইসলাম এর নেতৃত্বে গুরুতর আহত দুইজনকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন । এ সময় বিক্ষুপ্ত জনতা ঘাতক ট্রাকটি আটক করে। বীরগঞ্জ থানার এসআই শরিফুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, বীরগঞ্জ থানার ইউনিট ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। দুর্ঘটনার পর ট্রাকটি আটক করা হলেও চালক পালিয়ে গেছেন। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

আটোয়ারীতে হত্যা মামলার আসামী আটক

আটোয়ারী, পঞ্চগড় প্রতিনিধি : পঞ্চগড়ের আটোয়ারীতে অটো চার্জার বাইক চুরি করে পালিয়ে যাওয়ার সময় গ্রামবাসীর হাতে চাঞ্চল্যকর ধর্ষন ও হত্যা মামলার মূল আসামী আটক হয়েছে। উপজেলার রাধানগর হাজী সাহার আলী উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকার মৃত ধজিব উদ্দীনের ছেলে তাহিরুল ইসলামের অটোবাইকটি চুরি করে পালিয়ে যাওয়ার সময় গ্রামবাসী চোরকে আটক করতে সক্ষম হয়। জানাগেছে, প্রতিদিনের ন্যায় তাহিরুল তার অটো বাইকটি রাতে চার্জে দেয়। রাত প্রায় চারটার দিকে ঘুম থেকে উঠে দেখে চার্জের স্থান থেকে তার অটো বাইকটি নেই। অটো চার্জার বাইকটি চুরি হয়েছে ধারণা করে চিল্লাহল্লা করলে এলাকার লোকজন টের পেয়ে মটরসাইকেল নিয়ে অটো চার্জার বাইকের খোঁজে ছুটাছুটি শুরু করে।

মুলাদীতে মেলা নিয়ে উত্তেজনা

বরিশাল প্রতিনিধি : বরিশালের মুলাদীতে আইনুদ্দিন শাহ ফকিরের মেলা নিয়ে আয়োজক ও ইসলামী আন্দোলন নেতাকর্মীদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। উপজেলা ইসলামী আন্দোলন নেতাকর্মীরা জাতীয় পতাকা হাতে শতাধিক মোটরসাইকেল নিয়ে মুলাদী-মীরগঞ্জ সড়কে মহড়া দেওয়ার সময় মেলা আয়োজকরা হামলা করায় দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ইসলামী আন্দোলন নেতাকর্মীদের অভিযোগ মুলাদী-মীরগঞ্জ সড়কের দক্ষিণ কাজিরচর আবুল হাওলাদার বাড়ি সংলগ্ন কালভার্ট এলাকায় মেলা আয়োজক কমিটির সদস্য ও উপজেলা বিএনপির সদস্য রফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে হামলা করা হয়। হামলায় ইসলামী আন্দোলনের কমপক্ষে ৪জন নেতাকর্মী আহত হয়েছেন। এছাড়া বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার মেলার নামে ইসলাম বিরোধী কার্যক্রমের অভিযোগে ইসলামী আন্দোলন কর্মীরা আইনুদ্দিন শাহ ফকিরের মেলা বন্ধের দাবিতে গণস্বাক্ষর কর্মসূচি পালন করে। অপরদিকে মেলা আয়োজন কমিটির সভাপতি দেলোয়ার হোসেন পাটোয়ারি ও অন্যান্যরা যেকোনো মূল্যে মেলার আয়োজন করার ঘোষণা দেওয়ায় কাজিরচরে থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। আগামী ১০ মার্চ থেকে উপজেলার কাজিরচর ইউনিয়নের দক্ষিণপূর্ব কাজিরচর গ্রামে নয়াভাঙনী নদীর তীরে আইনুদ্দিন শাহ ফকিরের ১৪১তম মেলা শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। উপজেলা ইসলামী আন্দোলনের সভাপতি আলহাজ্ব এফএম মাইনুল ইসলাম জানান, শনিবার উপজেলা ইসলামী আন্দোলনের শুরা সদস্য সম্মেলন ছিলো। সম্মেলন শেষে বরিশাল জেলা নেতৃবৃন্দকে পৌছে দিতে নেতাকর্মীরা মোটরসাইকেলে শান্তিপূর্ণ একটি মিছিল নিয়ে মীরগঞ্জ ফেরিঘাট যাচ্ছিলো। মিছিলটি কাজিরচর ইউনিয়নের দক্ষিণ কাজিরচর আবুল হাওলাদার বাড়ি সংলগ্ন কালভার্ট এলাকায় পৌঁছলে আইনুদ্দিন শাহ মেলা কমিটির সদস্য রফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে ১৫-২০জন লোক হামলা চালায়। এতে ইসলামী আন্দোলনের ৪ নেতাকর্মী আহত হয়েছে। ওই মহলটি পবিত্র রমজান মাসে আইনুদ্দিন শাহ ফকিরের মেলার নামে ইসলাম বিরোধী কার্যক্রম চালানোর পায়তারা চলছে। ইসলামী আন্দোলন নেতাকর্মীরা মেলা বন্ধের দাবিতে গণস্বাক্ষর কর্মসূচি করায় পূর্বপরিকল্পিতভাবে এই হামলা করা হয়েছে। এঘটনায় শনিবার বিকেল ৫টার দিকে প্যাদারহাট ওয়াহেদিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে প্রতিবাদ সভা করা হয়েছে। আইনুদ্দিন শাহ ফকির মেলা আয়োজক কমিটির সভাপতি উপজেলা যুবদলের সাবেক আহ্বায়ক দেলোয়ার হোসেন পাটোয়ারি জানান, ১৪০ বছর ধরে কাজিরচর এলাকায় আইনুদ্দিন শাহ ফকিরের মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় এবছর ১৪১তম মেলার আয়োজন করেছেন আইনুদ্দিন শাহ ফকিরের অনুসারীরা। ইসলামী আন্দোলন নেতাকর্মীরা মেলার আয়োজন বাধাগ্রস্থ করতে শতাধিক মোটরসাইকেল নিয়ে মহড়া দেয়।

ডালায় ঝেড়ে শুকনা শিমের বিচি থেকে খোসা আলাদা করছেন দুই পাহাড়ি নারী। চিম্বুক, বান্দরবান।

শেরপুরে নারী শ্রমিকরা মজুরি বৈষম্যের শিকার

শেরপুর প্রতিনিধি : পুরুষের সমান কাজ করেও মজুরি কম আমাদের। একসঙ্গেই কাজে আসি। দিন শেষে পুরুষরা মজুরি পান ৫শ থেকে ৬শ টাকা আর আমরা পাই ৩শ টাকা । কাজ আর কম করি না। সংসারে আমার আর কেউ আয় করে না, পাঁচজন খাওয়ার মানুষ। দিন চলা খুব জুলুম। এভাবেই কথাগুলো বলছিলেন শেরপুরের ঝিনাইগাতী উপজেলার কাংশা ইউনিয়নের ছোট গজনীর কৃষি শ্রমিক মালতী কোচ। শুধু মালতী-ই নন, রোদ, বৃষ্টি উপেক্ষা করে চাতাল মিল, ইট ভাটা, বন্দরে পাথর ভাঙ্গা, হোটেলে রান্নায় সহায়তা, হিমাগারে আলু বাছাই, নার্সারিতে মাটির কাজসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে শ্রমিকের কাজ করেন এমন অংসখ্য নারী। পরিবারের দিকে তাকিয়ে বিভিন্ন খাতে শ্রম দিয়ে যাচ্ছেন শেরপুরের নারী শ্রমিকরা। কিন্তু একজন পুরুষ শ্রমিকের সমান কাজ করেও সমান বেতন পান না তারা। দিনভর হাড়-ভাঙা খাটুনির পর যে মজুরি পান তা দিয়ে সংসার চালানো দায়। দাদন ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে অথবা এনজিও থেকে ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে চলতে হয় তাদের। বছরের পর বছর এভাবে চললেও মজুরির কোনো পরিবর্তন হয় না। তাই নারী নেত্রীরা দাবি তুলেছেন, নারীর অধিকার, মজুরিসহ নানা বিষয়ে সমঅধিকার নিশ্চিতের। নারী শ্রমিকরা বলছেন, একই সময়ে কাজে এসে পুরুষের পরে কাজ থেকে ফিরলেও তারা মজুরি বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। পুরুষেরা যেখানে ৫শ থেকে ৬শ পান, সেখানে দিন-রাত পরিশ্রম করেও নারীরা পান আড়াইশ থেকে ৩শ টাকা। অথচ সমান কাজ করেন তারা। সময়ও সমান দিতে হয় তাদের। ঝিনাইগাতীর ছোট গজনী এলাকার কৃষি শান্তি রানি, মালিনী কোচ, পল্লবী রেমা, সেলচি সাংমা বলেন, আমরা কোনওভাবেই পুরুষের চেয়ে কাজ কম করি না। পুরুষের সমান সমানই কাজ করি। পুরুষদের মতোই আমরা সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত কাজ করি। কিন্তু এরপরও আমাদের মজুরি পুরুষের তুলনায় প্রায় অর্ধেক। চাতাল মিলের শ্রমিক হুজুরা বানু (৪২) বলেন, যে সময় মানুষ ঘর থেকে ছাতি ছাড়া বের হতে পারে না, তখন কাঠফাঁটা রোদে আমরা ধানের খলায় ধান শুকাই। আবার মেঘের দিন হলে এক কাপড়েই ভিজি, অই কাপড়েই শুকাই। সকালে ৮টা, ৯টার দিকে আসি আর ফিরি সন্ধ্যার দিকে। এত কষ্ট করেও পাই আড়াশ টাকা । আর পুরুষরা পায় সাড়ে ৪শ থেকে ৫শ টাকা । চাতাল মিলের আরেক শ্রমিক জোসনা বেগম বলেন, আমি কুড়া ঝাড়ি। সারাদিনে বেতন পাই আড়াইশ’ টাকা । আর একই সময়ে কাজে এসে পুরুষরা বেতন পায় ৫শ টাকা। তবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক চাতাল মালিক বলেন, জেলার প্রায় সবগুলো চাতাল বন্ধ হয়ে গেছে। আমরা যারা দু-একটা চালাচ্ছি তাও লোকসানে। এখন শ্রমিকদের বেতন কেমনে বাড়াবো। আর কোনও ব্যবসা জানা নেই, তাই লোকসানেও কোনোমতে ধরে রেখেছি। একই পরিস্থিতি ইটভাটাগুলোতেও। যেখানে নারীরা পান সপ্তাহে খুব বেশি হলে ১৫শ থেকে দুই হাজার টাকা।

আর পুরুষদের অগ্রীম টাকা দিয়ে কাজে আনা হয়। বেতন কম, এ নিয়ে সরদারকে অভিযোগ জানালে কাজ থেকে বের করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয় বলেও জানান নারী শ্রমিকরা। নার্সারিতে কাজ করেন শিউলি বেগম। তিনি জানান, প্রতিদিন প্রায় তিন কিলোমিটার রাস্তা পায়ে হেঁটে কাজে আসেন তিনি। সকাল ৮টায় কাজে এসে যেতে হয় বেলা ডোবার সময়। সারাদিন মাটি কাটেন, মাটি ঝুড়িতে তুলে দেন আবার মাথায় করে মাটি বহনও করতে হয়। মজুরি পান ৩শ টাকা, যা দিয়ে তার সংসার চালানো অসম্ভব হয়ে উঠেছে। আর সঙ্গে পুরুষ শ্রমিকরা একই সময়ে কাজে এসে মজুরি পান ৫শ থেকে ৬শ টাকা। জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা লুৎফুল কবীর বলেন, পুরুষের চেয়ে নারী শ্রমিকের মজুরি অর্ধেক হওয়া সত্যি দুঃখজনক। সরকারি কোনো দফতরে বেতনে অসমতা নেই, তবে ব্যক্তি মালিকানায় এ বৈষম্য রয়েছে। এই বৈষম্য নিরসনে সচেতনতামূলক সভাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছি। সবার সহযোগিতায় এই অসমতা থেকে বের হয়ে আসা সম্ভব।

সিংড়ায় গাছের নিচে চাপা পড়ে শিক্ষকের মৃত্যু

সিংড়া, নাটোর প্রতিনিধি : নাটোরের সিংড়ায় নিজের ভিটেমাটিতে গাছ কাটতে গিয়ে ইউক্যালিপটাস গাছের নিচে চাপা পড়ে মাসুদ আলী (৩৫) নামের এক শিক্ষকের মৃত্যু হয়েছে। উপজেলার বিয়াশ গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। নিহত শিক্ষক বিয়াশ কারিগর পাড়ার মৃত আফতাব উদ্দিনের ছেলে ও ক্ষিদ্র বড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ইংরেজি বিষয়ের সহকারী শিক্ষক এবং বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজের সাবেক শিক্ষক বলে জানা গেছে। নিহত শিক্ষকের মামাতো ভাই ও স্থানীয় সাংবাদিক সোহরাব হোসেন জানান, শিক্ষক মাসুদ আলী তার দুই ভাইয়ের সাথে বাড়ির পার্শ্বের নিজের ভিটামাটিতে লাগানো ইউক্যালিপটাস গাছ কাটছিলেন। একটি কাটা গাছ পার্শ্বের তাল গাছে আটকে গেলে সেটি নামানোর সময় গায়ে পড়ে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। পরে তাকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেয়া হয়। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক সাদিয়া খাতুন বলেন, হাসপাতালে আনার অনেক আগেই ওই শিক্ষকের মৃত্যু হয়েছে।

রাণীনগরে আ’লীগ-সেচ্ছাসেবকলীগ নেতাসহ গ্রেফতার ৪

রাণীনগর, নওগাঁ প্রতিনিধি : নওগাঁর রাণীনগর থানাপুলিশ বিশেষ অভিযান চালিয়ে একজন আওয়ামীলীগ ও একজন সেচ্ছাসেবকলীগ নেতা এবং মাদক মামলায় দুইজনসহ মোট ৪জনকে গ্রেফতার করেছে। শুক্রবার রাতে উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় এই অভিযান পরিচালনা করে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃতদের শনিবার আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে। রাণীনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাফিজ মো: রায়হান জানান,উপজেলা বিএনপির দলীয় অফিসে হামলা ভাঙচুর।

শুধু ফল নয়, বাজারে বিক্রির জন্য নৌকায় চাপিয়ে নেওয়া হচ্ছে আস্ত ডিঙিনৌকা। পুরানপাড়া, কাপ্তাই হ্রদ, রাঙামাটি।

শিলংয়ের ঠান্ডা কন্ডিশন নিয়ে ভাবনায় বাংলাদেশ দল

স্পোর্টস ডেস্ক : বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল এশিয়ান কাপ বাছাই পর্বের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। তবে প্রতিপক্ষ ভারতের চেয়েও তাদের ভাবাচ্ছে শিলংয়ের ঠান্ডা আবহাওয়া। বর্তমানে সেখানে তাপমাত্রা ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে, যা বাংলাদেশের বর্তমান গরম আবহাওয়ার সঙ্গে সম্পূর্ণ বিপরীত। দুই ভিন্ন কন্ডিশনের এই পার্থক্য মাঠে প্রভাব ফেলতে পারে বলেই চিন্তিত কোচ হ্যাভিয়ের ক্যাবরেরা। এই কন্ডিশনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে সৌদি আরবে অনুশীলন ক্যাম্প করছে বাংলাদেশ দল। মধ্যপ্রাচ্যের দেশটিতে সন্ধ্যার পর তাপমাত্রা কমে যায়, যা শিলংয়ের আবহাওয়ার সঙ্গে কিছুটা মিল রাখে। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে দলের ফুটবলারদের ঠান্ডার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার কৌশল রপ্ত করাচ্ছেন কোচ।
ক্যাম্পের ব্যাপারে হ্যাভিয়ের ক্যাবরেরা বলেন, "আমরা এখানে আগেও ক্যাম্প করেছি। এবারের মাঠ আগের চেয়ে ভালো। সৌদির ঠান্ডা আবহাওয়ায় মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছি, যা শিলংয়ে আমাদের সাহায্য করবে। শুধু কোচ নন, ফুটবলাররাও মনে করছেন ঠান্ডা আবহাওয়া তাদের জন্য বড় কোনো বাধা হবে না। ফরোয়ার্ড ফয়সাল আহমেদ ফাহিম আশাবাদী, "এখানে (সৌদি ক্যাম্পে) আবহাওয়া ঠান্ডা, তবে আমরা ১০-১২ দিন এখানে থাকছি। আমার মনে হয়, শিলংয়ের কন্ডিশনও প্রায় একই রকম হবে, তাই আমাদের মানিয়ে নিতে সমস্যা হবে না।চ
বাংলাদেশ দল এখন পুরোপুরি প্রস্তুতির দিকে মনোযোগ দিচ্ছে। ২৫ মার্চ ভারতের বিপক্ষে ম্যাচে নিজেদের সেরাটা দিতে চায় দল। শিলংয়ের ঠান্ডা কন্ডিশন চ্যালেঞ্জ তৈরি করলেও, সৌদির ক্যাম্পের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ দল ভালো পারফরম্যান্সের ব্যাপারে আশাবাদী। এখন দেখার বিষয়, মাঠের লড়াইয়ে তারা কতটা সফল হতে পারে।

টি-টোয়েন্টিতে নতুন নেতৃত্বের সন্ধানে বিসিবি

স্পোর্টস ডেস্ক : বাংলাদেশের ক্রিকেটে আসছে নেতৃত্বের পরিবর্তন। টি-টোয়েন্টি দলের দায়িত্ব থেকে নাজমুল হোসেন শান্ত সরে দাঁড়ানোর পর, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) নতুন অধিনায়ক নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। সম্ভাব্য নেতৃত্বের তালিকায় সবচেয়ে জোরালোভাবে উঠে এসেছে ওপেনার লিটন দাস ও অলরাউন্ডার মেহেদী হাসান মিরাজের নাম। বিসিবির সভাপতি ফারুক আহমেদ গতকাল শনিবার মিরপুর শের-ই-বাংলা স্টেডিয়ামে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে জানান, খুব শিগগিরই নতুন অধিনায়ক ঘোষণা করা হবে। তিনি বলেন, "ইতোমধ্যে কয়েকজন খেলোয়াড় টি-টোয়েন্টিতে অধিনায়কত্ব করেছেন, যারা এখনো দলের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাদের মধ্য থেকেই আমরা একজনকে অধিনায়ক করার চেষ্টা করব। ফারুক আহমেদের এই বক্তব্যের মাধ্যমে পরিষ্কার যে, বিসিবি একজন অভিজ্ঞ খেলোয়াড়কেই এই দায়িত্ব দিতে চায়। সাকিব আল হাসানের নেতৃত্ব ছাড়ার পর টি-টোয়েন্টি দলে শান্তর নেতৃত্ব নেওয়া নিয়ে শুরু থেকেই বিতর্ক ছিল। শেষ পর্যন্ত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে দল প্রত্যাশিত সাফল্য না পাওয়ায় তিনি নিজেই দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বিসিবির ইঙ্গিত অনুসারে, সম্ভাব্য নতুন অধিনায়কের তালিকায় রয়েছেন লিটন দাস ও মেহেদী হাসান মিরাজ। শান্তর অনুপস্থিতিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে টি-টোয়েন্টি দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন লিটন, যেখানে ক্যারিবিয়ানদের হোয়াইটওয়াশ করার কৃতিত্ব পান তিনি।
লিটনের অভিজ্ঞতা ও নেতৃত্বের দক্ষতা বিসিবির নজরে এসেছে আগেই। ২০২৩ বিশ্বকাপের পর থেকেই বোর্ড তার নেতৃত্ব দেওয়ার সামর্থ্য বিবেচনা করছে। তবে অলরাউন্ডার হিসেবে ব্যাটিং-বোলিংয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখা মেহেদী হাসান মিরাজও সম্ভাব্য একজন প্রার্থী। বাংলাদেশ ক্রিকেট দল আগামী মে মাসের শেষ দিকে পাকিস্তান সফরে তিনটি টি-টোয়েন্টি খেলবে। এই সিরিজের আগেই বিসিবি নতুন অধিনায়কের নাম ঘোষণা করতে পারে। এদিকে, দল পুনর্গঠনের পরিকল্পনার বিষয়ে বিসিবি সভাপতি জানান, "আমাদের লক্ষ্য হবে ভবিষ্যতের জন্য একটি শক্তিশালী দল তৈরি করা।

রোনালদোর গোল ত্রিশের আগে ৪৬৩, তার পরেও ৪৬৩!

স্পোর্টস ডেস্ক : বয়স অনুযায়ী গোলেরও যে ভারসাম্য করা সম্ভব সেটার উদাহরণ বোধহয় ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। আল নাসরের হয়ে সৌদি প্রো লিগে ৯২৬তম গোল করেছেন তাতে ত্রিশ বছরের আগে ও পরে মিলিয়ে গোলের সংখ্যায় ভারসাম্যও ধরে রাখার নজির স্থাপন করেছেন তিনি। আল শাবাবের বিপক্ষে ২-২ গোলে ড্রয়ের ম্যাচে রোনালদো জাল কাঁপান প্রথমার্ধের স্টপেজ টাইমে। প্রাথমিকভাবে অফসাইডের ফাঁদে সেটা বাতিল হলেও পরে ভার রিভিউতে টিকে গেছে। তাতে বয়স অনুযায়ী গোলের অনন্য এক ভারসাম্যের নজির গড়েছেন পর্তুগিজ তারকা। একমাস আগে ৪০ স্পর্শ করা রোনালদোর এটি ছিল ৩০ বছর পার করার পর ৪৬৩তম গোল। ৩০তম জন্মদিনের আগেও একই সংখ্যক (৪৬৩) গোল ছিল তার ঝুলিতে। একমাত্র ফুটবলার হিসেবে হাজার গোলের মাইলফলকের পেছনে ছুটতে থাকা রোনালদো আর ৭৪ গোল পিছিয়ে আছেন। বয়স ৪০ পার হওয়ার পরও পর্তুগিজ তারকা যেভাবে খেলছেন, তাতে করে এই কীর্তি গড়া তার জন্য সময়ের ব্যাপার মাত্র।

এবার চোটের কারণে ফাইনাল অনিশ্চত ম্যাট হেনরির

স্পোর্টস ডেস্ক : চোট যেন জেঁকে বসেছে এবারের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে। টুর্নামেন্ট শুরুর আগে একের পর এক তারকা ক্রিকেটার ছিটকে যাচ্ছিলেন চোটের কারণে। টুর্নামেন্ট শুরুর পরেও চলেছে চোটের মিছিল। এবার ফাইনালের আগে শঙ্কা নিউজিল্যান্ডের পেসার ম্যাট হেনরিকে নিয়ে। লাহোরের সেমিফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকার মুখোমুখি হয়েছিল নিউজিল্যান্ড। সেখানে হেইনরিখ ক্লাসের ক্যাচ ধরতে গিয়ে কাঁধে চোট পান ম্যাট হেনরি।

এশিয়ান নারী কাবাডি চ্যাম্পিয়নশিপে মেডেল ও ট্রফি হাতে পেল বাংলাদেশ

স্পোর্টস ডেস্ক : এশিয়ান নারী কাবাডি চ্যাম্পিয়নশিপে দারুণ সাফল্য পেয়েছে বাংলাদেশ নারী কাবাডি দল। প্রতিযোগিতার সেমিফাইনালে উঠেই ব্রোঞ্জ পদক নিশ্চিত করেছিল তারা। আনুষ্ঠানিকভাবে মেডেল ও ট্রফি গ্রহণ করেন দলের খেলোয়াড়রা। ইরানের তেহরানে অনুষ্ঠিত এশিয়ান নারী কাবাডি চ্যাম্পিয়নশিপে প্রথমবারের মতো পদক জিতেছে বাংলাদেশ নারী দল। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে শক্তিশালী থাইল্যান্ডকে হারিয়ে সেমিফাইনালে জায়গা করে নেয় বাংলাদেশ। তবে ফাইনালে উঠার লড়াইয়ে স্বাগতিক ইরানের কাছে হেরে যায় তারা। কাবাডির নিয়ম অনুযায়ী, সেমিফাইনালে হারা দুই দলকেই ব্রোঞ্জ পদক দেওয়া হয়। বাংলাদেশ ছাড়াও নেপাল ব্রোঞ্জ জয় করেছে। এবারের আসরে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারত। ফাইনালে স্বাগতিক ইরানকে ৩৩-২৫ পয়েন্টে হারিয়ে শিরোপা জয় করে তারা। স্বর্ণ পদক জিতেছে ভারত, আর রানার্সআপ হয়ে রৌপ্য পদক পেয়েছে ইরান। বাংলাদেশ নারী কাবাডি দলের জন্য এটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত। এর আগে এশিয়ান নারী কাবাডি চ্যাম্পিয়নশিপে কোনো পদক জিততে পারেনি তারা। দলের কোচ শাহনাজ পারভীন মালেকা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে জানান, "আমাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল ব্রোঞ্জ জয় করা, সেটি আমরা অর্জন করতে পেরেছি। এটি বাংলাদেশের কাবাডির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন।চ প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার আগে ব্রোঞ্জ জয়কেই লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করেছিল বাংলাদেশ নারী কাবাডি দল। সেই লক্ষ্যে সফল হয়েছে তারা। টুর্নামেন্ট শেষে বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এস এম নেওয়াজ সোহাগসহ দলের সদস্যরা পদক ও ট্রফি হাতে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন।

এশিয়ান কাবাডি চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশের এই অর্জন নারীদের খেলাধুলার অগ্রযাত্রায় আরও এক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার প্রতিচ্ছবি। ভবিষ্যতে আরও বড় সাফল্যের প্রত্যাশা নিয়েই দেশে ফিরবে তারা।

বাফুফের ওপর থেকে ফিফার আর্থিক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার

স্পোর্টস ডেস্ক : সাত বছর পর বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) অবশেষে মুক্ত হলো ফিফার আর্থিক নিষেধাজ্ঞা থেকে। ২০১৮ সাল থেকে ফিফার কড়া নজরদারিতে থাকা বাফুফে এখন স্বাভাবিক নিয়মে অনুদান পাবে এবং উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য আবেদন করতে পারবে। বাফুফের প্রধান আয়ের উৎস ফিফার অনুদান।

তবে ২০১৮ সালে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ ওঠায় ফিফা বিশেষ নজরদারি আরোপ করে। অনুদানের অর্থ পেলেও তা ধাপে ধাপে ছাড় করা হতো, যা বাফুফের জন্য ছিল এক ধরনের বিব্রতকর পরিস্থিতি। ২০১৭ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে বাফুফের ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত বিভিন্ন অসঙ্গতি ধরা পড়ে ফিফার তদন্তে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২৩ সালের এপ্রিলে বাফুফের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক আবু নাঈম সোহাগকে নিষিদ্ধ করা হয়। পরে ২০২৪ সালের মে মাসে তাঁর নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ বাড়িয়ে তিন বছর করা হয়। এ ছাড়া বাফুফের চিফ ফিন্যান্সিয়াল অফিসার আবু হোসেন ও ম্যানেজার (অপারেশন্স) মিজানুর রহমানকেও নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। বাফুফের বর্তমান সভাপতি তাবিথ আউয়ালের নেতৃত্বে আর্থিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে নানা পদক্ষেপ নেওয়া হয়। বিশেষ করে ফিফার নির্ধারিত আর্থিক ব্যবস্থাপনার মানদণ্ড অনুসরণ করা হয়। ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে ফিফার একটি অডিট প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ সফর করে এবং তাদের পর্যবেক্ষণের ওপর ভিত্তি করেই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ফিফার এই সিদ্ধান্ত বাফুফের জন্য বড় স্বস্তি। এখন তারা শুধুমাত্র নিয়মিত অনুদানই পাবে না, বরং উন্নয়ন প্রকল্পের জন্যও আবেদন করতে পারবে।
অর্থের প্রবাহ স্বাভাবিক হওয়ায় দেশের ফুটবলের উন্নয়নে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের ফুটবল উন্নয়নের পথে এক নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। এখন বাফুফের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হলো এই আর্থিক স্বচ্ছতা বজায় রাখা এবং ফিফার দেওয়া সুযোগগুলোর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা।

লাইফস্টাইল

যা খেলে ৪০-এও দেবে তারুণ্যের ছোঁয়া

লাইফস্টাইল ডেস্ক : এখন ৪০ এমন কোনো বয়সও নয়। ব্যস্ততার কারণে চল্লিশোর্ধ নারী-পুরুষ নিজের যত্ন নিতে পারেন না। চিকিৎসকরা বলছেন, ৪০ পেরোলে শরীরের প্রতি বাড়তি নজর দিতে হবে সবাইকে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন শারীরিক জটিলতা দেখা দেয়। এ সমস্যা এড়াতে শরীরচর্চার ও খাদ্যাভ্যাসেও বদল আনা জরুরি। প্রতিদিন হালকা ব্যায়াম ও খাবারের ডায়েট মেনে চললে ত্বক ও শরীরে সতেজতা ধরে রাখা যায়। নারীর মেনোপজের পর নিজের শরীরের প্রতি গাফিলতিতে ত্বকে বার্ধক্যের ছাপ পড়ে যায়। স্বাস্থ্য ও জীবনধারাবিষয়ক ওয়েবসাইট বোল্ডস্কাইয়ের প্রতিবেদনে কিছু খাবারের ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। যেসব খাবার খেলে ৪০-এও আপনাকে দেবে তারুণ্যের ছোঁয়া, আসুন সে খাবারগুলো উপকারিতা জেনে নিই: ব্লুবেরি: বয়স বাড়ার সঙ্গে আমাদের ত্বকে বলিরেখা থেকে শুরু করে বার্ধক্যের অন্য সব নমুনাই ত্বকে ফুটিয়ে ওঠে। ব্লুবেরিতে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। এ ফলটি খেলে রোদ ও স্ট্রেসের কারণে ক্ষতি হওয়া ত্বকের কোষগুলোকে সারিয়ে তোলে। ব্লুবেরিতে থাকা ভিটামিন 'সি' ত্বকের রিঙ্কলসকে দূরে রাখে। বেদানা: ত্বকে কোলাজেন নামে একটি পদার্থ থাকে, যা ত্বক টানটান রাখে। ত্বককে যৌবনের মতো সুন্দর দেখায়। ফ্রি রেডিকেলস ত্বকের এ কোলাজেনকে নষ্ট করে দেয়। ফলে ত্বকে রিঙ্কলস, ফাইনলাইনস ইত্যাদি দেখা দেয়। বেদানা শরীরের জন্য অত্যন্ত উপকারী। বেদানার রস শরীরে ফ্রি রেডিকেল ও কোলাজেনকেও নষ্ট করে দেয়। এছাড়া এই ফলটি

খেলে স্তন ক্যানসারের কোষ ধ্বংস হয়। মাশ-রুম: মাশরুম ত্বক, কোমর ব্যথা, হাড়ের জয়েন্টের ব্যথায় কার্যকর। চিকিৎসকরা বলে থাকেন, ক্যালসিয়ামের অভাব হাড়ের দুর্বলতার একটি মূল কারণ। হাড়ের দুর্বলতা থেকেই এসব রোগের উপক্রম। মাশরুম ভিটামিন 'ডি'র সম্ভার। ভিটামিন 'ডি' ছাড়া হাড় ক্যালসিয়াম শোষণ করতে পারে না। তাই শরীরে ভিটামিন 'ডি'র পরিমাণ স্বাভাবিক রাখতে মাশরুম খেতে পারেন। কাঠ বাদাম: চল্লিশে মেনোপজের পর শুধু ক্যালসিয়াম নয়, প্রোটিন, ফাইবার ও মাইক্রোনিউট্রায়ান্টের মতো গুরুত্বপূর্ণ উপকরণগুলোর ঘাটতিও যথেষ্ট দেখা যায়। এর সঙ্গে শরীরে বাড়তে থাকে কোলেস্টেরলের পরিমাণ। কাঠ বাদামের মধ্যে আখরোট আর আমন্ড কোলেস্টেরল কমানোর জন্য সবচেয়ে উপকারী। সেসঙ্গে শরীরে ঘাটতি হওয়া প্রোটিন ফাইবার ও অন্যান্য উপকরণও সরবরাহ করে এ বাদামগুলো। আনারস: চল্লিশের পর থেকে শরীরে অ্যামিনো অ্যাসিডের মাত্রা কমে যেতে থাকে। ফলে হতে পারে না পর্যাপ্ত কোলাজেন। আনারস রয়েছে ম্যাঙ্গানিজের মতো ধাতু, যা এ অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরিতে প্রধান ভূমিকা রাখে। শরীরর্চচা: ৪০ বছর বয়সে শরীরে মেদ জমার প্রবণতা বাড়ে। একইসঙ্গে বাড়তে থাকে হার্টের সমস্যা বা ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি। তাই বয়স ৪০ পেরোলেই খেয়াল রাখবেন ডায়েটে। কিছু কিছু খাবার এড়িয়ে চললে বয়স বাড়লেও ধরে রাখতে পারবেন স্বাস্থ্য। এতে কমবে ঝুঁকিও। এ বয়সে ধাপে ধাপে বিভিন্ন ব্যায়াম আয়ত্ত করুন। প্রথমেই লাফানো বা দৌড়নোর মতো ব্যায়াম না করাই ভালো। ধীরেধীরে অভ্যস্ত হয়ে কঠিন কার্ডিও এক্সারসাইজ ট্রাই করুন।

বসন্তের বাতাসে অ্যালার্জি?

লাইফস্টাইল ডেস্ক : শীত মৌসুম শেষে এখন চলছে বসন্ত। কয়েক দিন পরেই আসছে প্রচণ্ড গরমের গ্রীষ্মকাল। ঋতুর এই পরিবর্তন আবহমান কাল থেকেই চলে আসছে এবং চলতেই থাকবে। ঋতু পরিবর্তনের এই সময় তাপমাত্রা, আদ্রতা, ধুলাবালি আর বৃষ্টিপাতের তারতম্যে দেখা যায় নানা রকম অসুখ-বিসুখের উৎপাত। এ ঋতুতে হঠাৎই আবহাওয়ার পরিবর্তনে বাতাসের আদ্রতাও পরিবর্তিত হয়। শীত-গরমের মিশ্রণের পরিবেশ থাকে পরিবর্তিত। এ পরিবর্তিত পরিবেশে তাপমাত্রা ওঠা-নামার কারণে দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণকারী সিস্টেম হঠাৎ করে ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে না। এতে আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কিছুটা কমে যায়। আর এ সুযোগে দেহে আক্রমণ করে বসে নানা ধরনের জীবাণু। এছাড়া বাতাসে ভেসে বেড়ানো ফুলের রেণুসহ রাস্তার ধুলা, ধোঁয়া নিশ্বাসের সঙ্গে শ্বাসনালিতে ঢুকে পড়ে শ্বাসতন্ত্রে সমস্যা সৃষ্টি করে। এতে যাদের নাকে সমস্যাসহ অ্যালার্জির সমস্যা রয়েছে, তারা শ্বাসতন্ত্রে নানা অসুখে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে থাকেন। এসব অসুখের বেশিরভাগই ভাইরাসজনিত এবং সাময়িক, কিন্তু তা খুবই অস্বস্তিকর। একটু সতর্ক হলে প্রায় ক্ষেত্রেই আমরা এগুলো প্রতিরোধ করতে পারি।

ঋতু পরিবর্তনের সময় সবচেয়ে বেশি দেখা দেয় সর্দি-কাশি বা কমন কোল্ড। এই সময়টাতে আরও একটি ভাইরাস রোগের প্রাদুর্ভাব হতে পারে, যাকে বলে সিজনাল ফ্লু। ফ্লু'তে আক্রান্ত হলে প্রায়ই দেখা যায় ২/৩ দিন নাক বন্ধ থাকে বা নাক দিয়ে পানি ঝরে। গলাব্যথা ও খুসখুস করে, শুকনো কাশি থাকে, জ্বর থাকতে পারে। এগুলো বেশিরভাগই ভাইরাসজনিত, লক্ষণভিত্তিক কিছু চিকিৎসা, এমনকি কোনো চিকিৎসা ছাড়াই ভালো হয়, সাধারণত কোনো অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োজন হয় না। তবে শুকনো কাশি কয়েক সপ্তাহ থাকতে পারে। গরম পানিতে আদা, লেবুর রস, তুলসি পাতার রস, মধু ইত্যাদি পান করলে উপকার পাওয়া যায়। অনেক ক্ষেত্রে ভাইরাসের পরপরই ব্যাকটেরিয়া আক্রমণ করতে পারে। কাশির সঙ্গে হলুদ বা সবুজ রঙের কফ বের হলে সঙ্গে জ্বর থাকলে ব্যাকটেরিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বেশি থাকে। সেক্ষেত্রে এন্টিবায়োটিকের প্রয়োজন হয়। এ ঋতুতে যে সাবধানতাগুলো মেনে চলা জরুরি: * ধুলাবালি পরিহার করতে হবে। বাইরে বেরোলে নাকে-মুখে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে।
* অতিরিক্ত গরমে যাওয়ার প্রবণতা এড়িয়ে চলতে হবে। * ঘাম হলে মুছে ফেলতে হবে। * ভিটামিনযুক্ত খাবার বেশি করে খেতে হবে। * বাইরের খোলা খাবার খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। * হাঁচি-কাশি দেওয়ার সময় রুমাল ব্যবহার করতে হবে। * ফ্লু খুব ছোঁয়াচে তাই জনবহুল জায়গা যেমন-পিকনিক বা মেলায় গিয়ে সতর্ক থাকুন। * যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম, তাদের জনবহুল জায়গায় না যাওয়াই ভালো। * সারাদিন পর্যাপ্ত পানি পান করতে হবে।

ইফতারে রাখুন সুস্বাদু খেজুরের হালুয়া

লাইফস্টাইল ডেস্ক : সারাদিনের শক্তি ফিরে পেতে ইফতারে খেজুরের বিকল্প নেই। চিকিৎসাবিজ্ঞানে বলা হয়েছে, সারাবছর খেজুর খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। এ ফলটি পুষ্টিগুণে ভরা। এতে রয়েছে প্রাণঘাতী রোগ নিরাময়ের ক্ষমতাও। চাইলে খেজুর দিয়ে ইফতারে মজাদার ডেজার্ট বানিয়ে খেতে পারেন। এতে চিনিও লাগবে না। খেতেও বেশ সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর খেজুরের হালুয়া। জেনে নিন রেসিপিড় যা যা নেবেন, খেজুর নেবেন পরিমাণমতো, ঘি, লবণ-এলাচ, কাজু, পেস্তা, কাঠ বাদাম কুচি যেভাবে বানাবেন, প্রথমে খেজুরের সাথে দুধ দিয়ে খেজুর সেদ্ধ করে দুধ শুকিয়ে নিন। ঠান্ডা হলে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করুন। এরপর চুলায় একটি ননস্টিক প্যান বসিয়ে তাতে দিতে হবে ঘি, এলাচ। এবার ব্লেন্ড করা দুধ খেজুরের মিশ্রণ দিয়ে মাঝারি আঁচে নাড়তে হবে। অল্প সময় নাড়ার পর দিয়ে দিতে হবে একটু লবণ। নাড়তে হবে ঘন ঘন। এরপর হালুয়া আঠালো হয়ে এলে কাজু, পেস্তা, কাঠ বাদাম কুচি দিয়ে দিন। ভালোভাবে নেড়ে মিশিয়ে নিতে হবে। অল্প সময় নাড়ার পরই হালুয়া বেশ আঠালো এবং কিছুটা শক্ত হবে, তখনই চুলা থেকে নামিয়ে ঘি ব্রাশ করা প্লেটে ঢেলে দিতে হবে।

যে কারণে মাইগ্রেনের ব্যথা বাড়ে

লাইফস্টাইল ডেস্ক : মাইগ্রেন এক ধরনের তীব্র মাথাব্যথা যা একটি স্নায়ুবিক রোগ। এটি মাথার একদিকে বা দুদিকেও হতে দেখা গেছে। যাদের মাইগ্রেন হওয়ার প্রবণতা আছে, তাদের শব্দ, আলো, গন্ধ, বাতাসের চাপের তারতম্য ও কিছু খাবারের (চকলেট, আঙুরের রস, পনির) প্রভাবে পুনরায় নতুন করে ভয়ংকর মাথাব্যথা শুরু হতে পারে। মাইগ্রেন প্রতি পাঁচজন নারীর মধ্যে একজনের এবং প্রতি ১৫ জন পুরুষের মধ্যে একজনের থাকে। অতিরিক্ত মানসিক চাপ, পরিশ্রম, রোদে ঘোরাঘুরির কারণে মাইগ্রেনের ব্যথা শুরু হতে পারে। এছাড়াও অতিরিক্ত গরম, আর্দ্রতার তারতম্যে মাইগ্রেনের ব্যথা শুরু হয়ে থাকে। এছাড়াও অনেক সময় পেট খালি থাকলে মাইগ্রেনের ব্যথা বা সমস্যা শুরু হয়। মাইগ্রেনের যন্ত্রণা অত্যন্ত কষ্টদায়ক এবং দীর্ঘস্থায়ী। যাদের মাইগ্রেনের সমস্যা রয়েছে, তীব্র মাথা যন্ত্রণার পাশাপাশি তাদের বমি বমি ভাব, শরীরে এবং মুখে অস্বস্তি দেখা দিতে পারে। এই ব্যথা টানা বেশ কয়েকদিন থাকে। তাই যাদের মাইগ্রেনের সমস্যা রয়েছে, তাদের এই ব্যথার জন্য দায়ী কিছু কাজ বা অভ্যাস এড়িয়ে চলাই ভালো। এতে মাইগ্রেনের সমস্যা থেকে দূরে থাকা সম্ভব। * অতিরিক্ত রোদে ঘোরাঘুরির কারণে মাইগ্রেনের ব্যথা শুরু হতে পারে। এছাড়াও অতিরিক্ত গরম, অতিরিক্ত আর্দ্রতার তারতম্যে মাইগ্রেনের ব্যথা শুরু হয়ে থাকে। * পেট খালি থাকলে মাইগ্রেনের ব্যথা বা সমস্যা শুরু হতে পারে। এর কারণ হলো, খালি পেটে থাকলে গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা দেখা দেয় যা মাইগ্রেনের সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে দিতে পারে।

ডাবের শাঁস ব্যবহারেই পাবেন উজ্জ্বল ত্বক!

লাইফস্টাইল ডেস্ক : নরম ত্বকের জন্য দুধের মালাই দিয়ে ত্বক ম্যাসাজ করে যাচ্ছেন। এতে ত্বকের কোলাজেন গঠন হচ্ছে। কিন্তু নরম ত্বক কি পেয়েছেন? গরমে হাইড্রেটেড থাকার জন্য ডাবের পানি পান করছেন। আর ডাবের শাঁসটা কী করছেন? নরম ত্বক যদি প্রাকৃতিক উপায়ে পেতেই হয় তাহলে ভরসা রাখুন ডাবের শাঁসের ওপর। নিয়মিত ডাবের পানি মাখলে ত্বক ভালো থাকে। ডাবের পানিতে ভিটামিন সি এবং অ্যামিনো অ্যাসিডের মতো ত্বক-উজ্জ্বল এবং নিরাময়ের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। একইভাবে ডাবের শাঁসে রয়েছে ফাইবার, ম্যাঙ্গানিজ, আয়রন, জিঙ্ক, ফসফরাস এবং পটাশিয়ামের মতো গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি। এর ফলে এতেও উন্নত হবে আপনার ত্বক। কিন্তু এ ডাবের শাঁসকে কীভাবে রূপচর্চায় ব্যবহার করবেন, ভেবে দেখেছেন? প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা ফিরিয়ে দেবে ডাবের শাঁস, ত্বকের প্রাকৃতিক আভা বজায় রাখতে ডাবের শাঁস দিয়ে ফেসপ্যাক তৈরি করে ত্বকে লাগাতে পারেন। এজন্য আগের রাতে পাঁচটি আমন্ড পানিতে ভিজিয়ে রাখুন। পরদিন সকালে আমন্ডগুলোকে পিষে নিন। এবার একটি পাত্রে এ আমন্ড বাটা, ২ চামচ নারিকেলের দুধ, ১ চা চামচ মধু আর ১/২ চামচ ডাবের শাঁস নিন। পরে ভালো করে মিশিয়ে নিন। এ ফেসপ্যাকটি খুব ধীরে ধীরে মুখে লাগান। এটা ২০ মিনিট মুখে রেখে দিন। ফেসপ্যাকটা শুকনো হতে শুরু করলে হাত দিয়ে স্ক্র্যাব করে মুখ পরিষ্কার করুন। সাধারণ পানি দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলুন। এ ফেসপ্যাকটি আপনি সপ্তাহে দু'বার ব্যবহার করতে পারেন।
প্রথমবার ব্যবহারের পরেই আপনি আপনার মুখে অন্যরকম আভা দেখতে পাবেন। ব্রণ ও ব্রণর দাগকে বলুন বিদায়, আপনার ত্বকে যদি ব্রণপ্রবণ হয়। ব্রণ দাগ যদি পিছু না ছাড়া, তাহলে এর থেকে মুক্তি পেতে আপনি ডাবের শাঁসের সঙ্গে গোলাপজল মিশিয়ে ফেসপ্যাক তৈরি করতে পারেন। একটি পাত্রে ডাবের শাঁস, নারিকেল দুধ এবং গোলাপজল যোগ করুন এবং এটি ভালোভাবে মেশান। তুলোর সাহায্যে মুখে লাগান। এ ফেসপ্যাকটি মুখে ১৫-২০ মিনিটের জন্য লাগিয়ে রাখুন। এরপর হালকা ক্লিনজার ও পানির সাহায্য মুখ পরিষ্কার করে নিন। এই ফেসপ্যাকটি আপনি সপ্তাহে দুইবার ব্যবহার করতে পারেন। ধীরে ধীরে দেখতে পাবেন আপনার ব্রণ ও ব্রণর দাগ কমে গেছে।

বেশি পেইনকিলার সেবনে যে স্বাস্থ্যঝুঁকি

লাইফস্টাইল ডেস্ক : মাথাব্যথা থেকে শুরু করে কোমরে বা হাতে-পায়ে বাতের ব্যথাসহ নানা কারণে অনেকেই দীর্ঘদিন ধরে পেইনকিলার খেয়ে থাকেন। সাময়িকভাবে ব্যথানাশক ওষুধ (পেইনকিলার) ক্ষতিকারক না হলেও দীর্ঘদিন সেবনে মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি দেখা দিতে পারে। সাধারণত ব্যথানাশক ওষুধগুলোকে এনএসএইডস এবং ওপিওয়েডড়এই দুই গ্রুপে ভাগ করা হয়। স্বাস্থ্যঝুঁকি ব্যথানাশক হিসেবে আইবুপ্রফেন, ন্যাপ্রক্সেন, ডাইক্লফেনাকড় এই ওষুধগুলো বেশি ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে প্যারাসিটামলসহ কিছু ওষুধ ওটিসি হিসেবে স্বীকৃত, অর্থাৎ এ ধরনের ওষুধ কেনার জন্য কোনো রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশনের প্রয়োজন হয় না। তবে অতিরিক্ত ডোজে নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে একাধারে দীর্ঘদিন এ ওষুধ সেবন করলে এর মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি রয়েছে। তীব্র ব্যথার ক্ষেত্রে ওপিওয়েড ওষুধ ব্যবহার করা হয়। এনএসএইডের তুলনায় এর ব্যবহার বেশ সীমিত বললেই চলে। এর কারণে ওপিয়েড আসক্তি, বিষণ্নতা, কোষ্ঠকাঠিন্যসহ বিভিন্ন সমস্যা হতে পারে। স্বাস্থ্যঝুঁকি এড়াতে করণীয়, গ্যাস্ট্রিক আলসারের ঝুঁকি এড়াতে ব্যথার ওষুধ খেতে হবে ভরা পেটে, খাওয়ার আগে অবশ্যই গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ খেতে হবে। একই গ্রুপের দুটি ব্যথার ওষুধ একসঙ্গে বা একাধিক ডোজ খাওয়া উচিত নয়। এতে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বাড়ে। যেমনড়দিনে প্যারাসিটামল ৫শ মিলিগ্রামের আটটি ট্যাবলেটের বেশি সেবনে লিভারের ক্ষতি হতে পারে।

৬৫ বছরের বেশি বয়স্কদের ক্ষেত্রে ব্যথার ওষুধ ব্যবহারে বিশেষ সতর্ক হতে হবে। আগে থেকে কিডনি, লিভারের সমস্যা বা পেটে আলসার আছে কি না ভালোভাবে জেনে নিতে হবে। এছাড়া রোগী নিয়মিত অন্য কোনো ওষুধ খায় কি না সেটাও জানা জরুরি। পরামর্শ দিয়েছেন ডা. ইসরাত জাবীন, সহকারী অধ্যাপক, মেডিসিন বিভাগ, গ্রিন লাইফ মেডিকেল কলেজ, ঢাকা